অষ্টাত্রিংশ ভাগ [প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—•—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

——o——

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

ভারতীয় গুপ্ত পাণ্ডুলিপির পুনরুদ্ধার।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাসের (বর্ত্তমান যুগের) অধ্যাপক ডাক্তার শফায়ত আহ্‌মদ খাঁ এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয় ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভারত-ইতিহাসের উন্নতিকল্পে উপকরণ সংগ্রহের বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেসরকারী লাইব্রেরীতে এখনও বহু মূল্যবান্ পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত পুস্তক রহিয়াছে। এই সকল সংগৃহীত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকগণের নিকট তিনি এই সকল লুপ্ত রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যদি কেহ ভারত-ইতিহাসের যে কোন অধ্যায়ের হিন্দুস্থানী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, ইংরেজি অথবা পারস্য ভাষায় লিখিত কোন পুরাতন পাণ্ডুলিপির বা মুদ্রিত পুস্তকের স্বত্বাধিকারী হন, অথবা এরূপ কোন স্বত্বাধিকারীর সহিত পরিচিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পত্র দ্বারা সংবাদ দিলে, তিনি তাঁহার নিকট অত্যন্ত বাধিত হইবেন। তিনি সেই মুদ্রিত পুস্তক বা পাণ্ডুলিপির জন্য উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। যদি কেহ সেই সকল পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি হস্তান্তর করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে তিনি ঐ সকলের অনুলিপি প্রস্তুত করিবার অনুমতির জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত ভাতা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

ডক্টর এস্ এ খাঁ এম্ এ

ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক

এলাহাবাদ, ইউ পি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

অষ্টাবিংশ ভাগ

——০——

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

——০——

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৮

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
সদস্যগণপক্ষে বিনামূল্যে]

অষ্টাবিংশ ভাগ]　　　　　　　　　　　　　　　　[প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

১৩২৮

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্. এ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা

এই সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা]

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি পরিষৎ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির করিয়াছেন। তদনুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি, ভাস্কর শ্রীযুক্ত ভি, ভি, কর্ম্মকার মহাশয়কে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে দিয়াছিলেন। পরিষদের সদস্যগণের ও সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া পরিষৎ এই বহুব্যয়সাধ্য কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

পরিষৎ-সম্পাদক এপর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক এক হাজার টাকা তাঁহাদের নিকট হইতে পাইয়াছেন। এখনও ১৪০০৲ টাকা আবশ্যক। ভাস্কর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু পরিষৎ চুক্তির সর্ত্তানুসারে উক্ত ১৪০০৲ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া, ভাস্করের নিকট হইতে মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না।

এই জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত এবং যথারীতি সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। ভরসা করি, অচিরেই আপনার নিকট হইতে উপযুক্ত সাহায্য পাইব। সাহায্যের টাকা নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগজীবন ঘোষ

কাত্যায়নী প্রেস, ১৮নং ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

...ওটী গর্ত্ত করা
...রপুন সদৃশ একটী কাষ্ঠদণ্ড
...র মাথায় আর একখানি
করিয়া রর্জ্জু দ্বারা মধ্যবর্ত্তী
...না করা হইতে লাগিল। ইতাতেই
অরণিতে অগ্নি জন্মিল। সেই অগ্নি
...া বিশেষে দেওয়া হইল। কয়েকটা
...গ আনিয়া নানা অনুষ্ঠানের পর বধ
...রিবার জন্য গুপ্তস্থানে লইয়া যাওয়া
হইল। শুনিলাম, ছাগের মুখে সুপারি
পুরিয়া, যাহাতে শব্দ করিতে না পারে,
এমন ভাবে ধরিয়া রাখিবে এবং গোয়া-
লাতে প্রহার করিয়া তাহার প্রাণ সংহার
করিবে, কিন্তু সেখানে কি হইল, জানি না।
বহুক্ষণ বিলম্বে কাষ্ঠিকাতে মাংস সংলগ্ন
করিয়া অধ্বর্য্যু আসিলেন। তাহাতে ঘৃত
দিতে লাগিলেন, ও বেদির অগ্নিতে পাক
হইতে লাগিল। ঠিক যেন কাবাব প্রস্তুত
হইতেছে। পরে তদ্দ্বারা হোম হইল।
তাহার পর যজমান, তাঁহার পত্নী ও ঋত্বিক
গণ শেষভাগ অতি সন্তর্পণে কণামাত্র
আহার করিলেন। পঞ্চদ্রাবিড়েরা যদি
মদ্য বা মাংস ভোজন করেন, তিনি
জাতিচ্যুত হইবেন, কিন্তু বৈদিক ক্রিয়া
বলিয়া তাহার ব্যতিক্রম হইল। সোমা-
ভিষবের দিন কাশীরাজ যজ্ঞ দেখিতে
আসিলেন। তাঁহাকে একখণ্ড কণ্ডিত
সোম আনিয়া দেখান হইল। দেখিতে
যেন সজিনা খাড়ার মত। কাশীতে
... জন মহারাষ্ট্রের বাটীতে সোম

হ...
সে ...
হরণ সর্ব্বা...
যে বেদি বৃহ...
লইবার অগ্নির যে...
নির্ব্বাহের জন্য বহু ঋ...
এক্ষণে সকলে একত্রিত
চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দণ্ড
প্রত্যেকে সোমরস ...র্ণ পাত্র
নির্ম্মিত গ্লাস গ্রহণ করিয়া ...
করিতে লাগিলেন। এবং ...
ঋত্বিকগণ সেই পাত্র মুখে
সোম পান করিতে লাগিলে...
দ্বারা বার বার হবন চলিতে
অন্যান্য বস্তু দ্বারা হবন হইলে, ...র ...
ভাগ ঋত্বিকগণ গ্রহণ করেন, কিন্তু ই...
মাদক দ্রব্য, এখানে তত বিলম্ব অসহ্য।
এক দিকে হবন অন্যদিকে স্বয়ং পান
হইলেই হইল না, সেই পাত্র পর্য্যন্ত চলি-
তেছে। দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম,
ঋষিগণ কেমন মাতাল ছিলেন। মণ্ডির
রাজা বিবিধ বস্ত্র ও এক থাল রৌপ্য
মুদ্রা অভিনন্দন পত্রসহ সমারোহের সহিত
বাদ্য বাজাইয়া উপহার প্রেরণ করিয়াছেন।
শাস্ত্রী মহাশয় যজ্ঞকালে সংস্কৃত মাত্র কহেন,
কিন্তু ...ক্ষণে মুদ্রা বাহককে হিন্দিতে
রাজার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে হইল।
বালশাস্ত্রী অসাধারণ পণ্ডিত। সর্ব্বশাস্ত্র-
বেত্তা, বেদ ও ব্যাকরণ উত্তমরূপ জানেন।
মণ্ডিরাজের অনুরোধে কাশীর সংস্কৃত
... বিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা ত্যাগ করিয়া

iew years

ie- | The . . 23 ..

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ।

কাশীধাম রাজমন্দির ...য শ্রীযুক্ত বালশাস্ত্রী ...তে আরম্ভ করিয়াছেন, ...দে নব...ম্ম পরিধান করিয়া ... নীত হইলাম। এতদিনে ...কার্ল পালিত একটী আশা এই যাগের সার্দ্ধপক্ষব্যাপী ...মি প্রথম হইতে দেখিতে পাই বন্ধন পূর্ব্বে কি হইয়া গিয়াছে. ...হা অন্য দর্শককে জিজ্ঞাসা করিয়া ...ইতে হইল। তদ্দিন-সাধ্য ক্রিয়ার অবসানে ঋত্বিকগণ আহবনীয় অগ্নিকুণ্ড সমীপে বসিয়া প্রশান্তভাবে যখন সামগান করিতে লাগিলেন, তখন আমার বোধ হইল যেন আমি বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে গিয়া পড়িয়াছি। সেই কালের গৃহ, মণ্ডপ, রথ, আচার, ব্যবহার, ক্রিয়া কলাপ সমস্তই যেন আমার সম্মুখে বিদ্যমান। সেই ঋষিগণ আমার সম্মুখে বসিয়া সামগান করিতেছেন। বেদি নির্ম্মাণ করিবার জন্য ঋত্বিকগণ স্বয়ং যখন কাষ্ঠের প্রহরণ লইয়া ভূমি সমতল করিতে লাগিলেন, তখন ঠিক সেই বৈদিক কাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেন এখনও লৌহের ব্যবহার মানুষে তত শিখে নাই, বা লৌহ সুপ্রাপ্য হয় নাই, ...ম বিভাগ হইয়া নানা ব্যবসায়ের উৎ...

...হয় নাই। যিনি ঋত্বিক, তিনি স্বয়ং এবং তাহাকেই তক্ষার কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইতেছে। আর্য্য জাতির শৈশব অবস্থা যেন উত্তীর্ণ হয় নাই। সভ্যতা উপস্থিত হয় নাই।

যজমান শ্রীমৎ বালশাস্ত্রী ও তাঁহার পত্নী সদা যজ্ঞশালায় বিদ্যমান। যজমান পত্নীর মাথায় কাপড় নাই, মস্তকের কিয়দংশ ক্ষৌমসূত্র নির্ম্মিত রক্তবর্ণ জাল দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রাচীন কালে যে অবরোধ প্রথা চলিত ছিল না, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতে লাগিল। বালশাস্ত্রী বৃদ্ধ, কিন্তু পত্নী যুবতী। দ্বিতীয় পক্ষের সংসার। দক্ষিণাপথের কঙ্কন প্রদেশ অধিবাসী চিত্তপাবন ব্রাহ্মণ জাতির বর্ণ গৌর ও শরীর সুগঠিত, ইহাতেই যজমান পত্নীর সৌন্দর্য্য অনুমিত হইতে পারে। পত্নীর পাঠ্য মন্ত্র তিনি স্বয়ং বলিতে লাগিলেন, এবং দেখিলাম, তিনি বেদ বুঝেন। যেখানে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রে সুপুত্র কামনা করা হইতে লাগিল, সেই স্থলে তিনি হাসিতে লাগিলেন ও ঋত্বিকও হাসিতে লাগিল। যজ্ঞকালে মধ্যে মধ্যে যজমান-পত্নী ...

অষ্টাবিংশ ভাগের সূচীপত্র

—o—

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ

ভাষা-পাটিগণিত

গৌহাটি কমিশনর অফিসে জ্যোতিষচূড়ামণি, কিতাপতমঞ্জরী ও দীরমোহিনী আর্য্যা নামক তিনখানি ভাষাগণিত-গ্রন্থ (পুথি) পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইবে। উদ্ধৃত অংশসমূহে বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করা হয় নাই।

১। জ্যোতিষচূড়ামণি

গ্রন্থখানি গৌহাটিবাসী শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদত্ত চৌধুরী মহাশয় দান করিয়াছেন। গ্রন্থের পত্র-সংখ্যা —৩৩। গ্রন্থ পদ্যে ও প্রতি পত্রের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত। প্রতি চারি পঙ্‌ক্তিতে ১ শ্লোক, এ প্র ৩৪৮টি শ্লোক ঐ গ্রন্থে রহিয়াছে। পত্রের আকার ১০ × ৪″। গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ,—

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। * পদ।

জয় জয় অনাদি ঈশ্বর ভগবন্ত।
জয় জয় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেস সেবন্ত॥
হেন কৃষ্ণক করি প্রণতি সর্ব্বথা
বিরচিলে চূড়ামণি কিতাপর কথা। ১

* * * *

বকুল জয়ানন্দ কিচো মান পাইলা।
তারা সবে আনি কিছু প্রচার করিলা॥
তাকে দেখি মঞি পদ করিবাক চাঞ।
অভয় চরণে জতি আজ্ঞা কিচো পাঞ॥ ৩

---

* পুথি হইতে অবিকল নকল করা হইয়াছে। উদ্ধৃত অংশের মধ্যে বানান প্রভৃতি বিষয়ে কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।—লেখক।

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, গ্রন্থের নাম চূড়ামণি। গ্রন্থের উপরে নাম জ্যোতিষচূড়ামণি রহিয়াছে। গ্রন্থকার এখানে স্বীকার করিতেছেন যে, বকুল হৃদয়ানন্দ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গণিতগ্রন্থপ্রণেতা এবং তিনি বকুলের নিকট স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়নবিষয়ে ঋণী। গ্রন্থকারের নাম হয় ত রঘুপতি। ২৭শ পত্রে একটি অঙ্কের শেষে এই নামটি পাইলাম ; যথা—"কণ্ঠহার অঙ্কবুল জানিব নিশ্চয়। রঘুপতি কহে আজ নাহিক সংসয়।" হয় ত এই রঘুপতি গ্রন্থকার না'ও হইতে পারেন, ঐ অঙ্কটির মাত্র ইনি রচয়িতা হইতে পারেন। প্রতি গানের শেষে গান-রচয়িতার নাম-যোজনা আমাদের পরিচিত ; ঐরূপ প্রাচীন কালে অঙ্কের পদরচয়িতারা'ও অঙ্কের শেষে নিজ নিজ নাম যোজনা করিয়া দিতেন। এই রঘুপতিও ঐরূপ অঙ্কবিশেষের রচয়িতা হওয়াই অধিকতর সম্ভব। গ্রন্থকার নিজের নাম গ্রন্থমধ্যে দিতে ইচ্ছা করিলে, গ্রন্থ-প্রারম্ভে বা গ্রন্থশেষে উহা হয় ত দিতেন। অনেক অঙ্কই ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তকসমূহ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই সঙ্গে আমরা বকুল হৃদয়ানন্দের গ্রন্থেরও পরিচয় দিব। তাঁহার গ্রন্থের অনেক অঙ্ক বর্ত্তমান গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। বকুলের গ্রন্থেও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেক গণিতজ্ঞের রচিত অঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষ,—

আঙ্গুল পিয়াল জাত হৈয়ো একমত।
কিতাপত চায় আর বুজিয়ো সতত ॥

সক ১৭৩০ সকত।

পুস পাসে চৌবি অঙ্কে গুরুয়ে বাসরে পঞ্চমি তিথো দিবা তিনি প্রহরে গন্তে কায়াথলি আর্জ্জা সমপ্তং। তথা দৃষ্টং তথা লেখিতং লেখকু নাস্তি দুসানং ভিমে চাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। শ্রীগুরুদেব চরণঙ, সমাপ্ত পুস্তক সমাপতং। তাং ২১ আসিনস্ত।

সুতরাং গ্রন্থখানি ১৭৩০ শকের অনুলিপি। কাজেই গ্রন্থকার ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। এখানে দেখা যাইতেছে, গ্রন্থখানির আর এক নাম—কায়াথলি আর্য্যা।

গ্রন্থমধ্যে মিশ্র ও অমিশ্র যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক ও বহুরাশিক বহু অঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে। পুথির ভাষা ও অঙ্কের নমুনা নিম্নে কিছু প্রদত্ত হইল।

তিনি কণ্ঠে করা হোয়ে জানিবাহা সারে।
চারি করায়ে গণ্ড হয়ে বুঝিবা সত্বরে ॥
পাচ গণ্ডায়ে বুড়ি জানিবা নিশ্চয়।
কুড়ি গণ্ডায়ে পুন নাহিকে সংসয় ॥
চোক কাওন চাহি জান এহিরূপে।
দশ ভাগে অঙ্ক আরে জানিবা স্বরূপে ॥

চারি পুন এক চোক জানা নিষ্ঠ করি।
সোল্ল পুনে এক কায়ন বুঝা শিঘ্র করি॥

অর্থাৎ তিন ক্রান্তি—১ কড়া, চারি কড়া—১ গণ্ডা,
পাঁচ গণ্ডা—১ বুড়ি, কুড়ি গণ্ডা=১ পোণ,
চারি পোণ—১ চোক, ষোল পোণ—১ কাহণ।

একে কিনে তিন মিন। তিনে কিনে পাঁচ হরিণ॥
পাচে কিনে সাত ছাগ। সাতে কিনে এক বাঘ॥—শ্লোক-সং ১৭৭।
রূপ দিলা এক সত। জন্তু সংখ্যা এক সত॥
তার সংখ্যা কহিয়োক। মহাজনে বুঝিবেক॥ ১৭৮
পঞ্চ রস সপ্ত রস। মধ্যে দিয়া তাক কস॥
নাহিকে সংসয় আত কহিঅছে কিস্তাপত॥ ১৭৯
দক্ষিণে জন্তুক চায়া। বামে রূপ চুকি কায়া॥
দুয়ো ফালে পুরিয়োক। ধন জন্তু জানিয়োক॥ ১৮০

এই অঙ্কের প্রথম দুই শ্লোকে অঙ্ক ও পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে উহার উপপত্তি দেওয়া হইয়াছে। অঙ্কটি এই,—এক টাকায় তিনটি মাছ, তিন টাকায় পাঁচটি হরিণ, পাঁচ টাকায় সাতটি ছাগল ও সাত টাকায় একটি বাঘ পাওয়া যায়। ১০০৲ টাকায় ১০০টি জন্তু কিনিতে হইবে। কোন্ জন্তু কয়টি? উপপত্তি এইরূপ,—

মোট টাকা		টাকা	জন্তু		মোট জন্তু
৫	—	১×৫×৩		—	১৫ মাছ
১৮	—	৩×৬×৫		—	৩০ হরিণ
৩৫	—	৫×৭×৭		—	৪৯ ছাগল
৪২	—	৭×৬×১		=	৬ বাঘ
১০০ টাকা					১০০ জন্তু

দুকর কাকর তিনি কয়ার নিম
কয়ার জে চারি জাম
কুড়ি করা করি কুরি গো ফন.
দিয়য়ো কথার নিয়ম॥

কায়স্থে বোলয়ে শুনিয়ো × আর
ভাঙ্গনি কহে চুকাই—
মনত ভাবিআ প্রমাণ গয়োক
কিতাপত সাস্ত্র চাই। ১৮৬

উঃ:—১৪ কড়া ৭ কাকর
৩ ,, ১ নিম
৩ ,, ১২ জাম
২০ ২০

এক সদাগরর ধনর সংখ্যা নাই।
মরিবার কাল আসি মিলিল নিশ্চয়ি॥
পুত্রেত কহিলে সিতো ধনর কাহিনি।
ছয়াল্লই হরিলে রহিবেক তিনি॥ ২০০
পঞ্চাল্লই হরিলে ত দুই রহিবেক।
চোয়াল্লই হরিলেত রহিবেক এক॥
এহি বুলি সদাগর জমঘরে গৈলা।
টাকার কাহিনি সিতো গুপতে রহিলা॥ ২০১
সদাগরর পুত্র ছয়াল্লই অঙ্ক লৈলা।
পঞ্চাল্লই চরাল্লই তাহাতে পুরিলা॥
শেষে তিরাল্লই এড়ি জত অঙ্ক রৈল।
সদাগরর জত ধন তাতে লেখা পাইল। ২০২
আট লাখ সাতান হাজার এক শত।
আরো চারি কুড়ি সাত জানিবা তাহাত॥
এহিখানি ধন বুলি জানিবা নিশ্চয়।
কিতাপত বুঝি লয়া নাহিক সংসয়॥ ২০৩

ইহার প্রথম দুই শ্লোকে অঙ্ক ও শেষের দুই শ্লোকে উহার উপপত্তি ও উত্তর দেওয়া হইয়াছে। অঙ্ক,—সদাগরের ধনসংখ্যাকে ৯৬ দিয়া ভাগ করিলে, অবশিষ্ট ৩, ৯৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ২, ও ৯৪ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট দুই থাকে। ধনের পরিমাণ কত? উপপত্তি,—৯৬ × ৯৫ × ৯৫—৯৩। উত্তর,—৮৫৭১৮৭—টাকা।

চারি চোরে টেণ্টয়ানে কিচো ধন পাইল।
সেহিখানি ধন বুড়ির ঘরে থৈল॥ ৩১৫

বোলে আমি জেতিয়া আসিঞা নাঞ ধন।
একরূপ তোক দিম বুলিলো বচন ॥
এহি বুলি চারি চোরে গৃহে গৈলন্ত।
পাছে এক চোর তার আসিয়া ভৈলন্ত ॥ ৩১৬
সেহিরূপ খানিক জে চারি ভাগ করি।
তিনি ভাগ থৈলা তাতে একত্র জে করি ॥
বাঢ়া এক ভৈলা এক বুড়িক দিলন্ত।
পাছে আরো এক চোর আসিয়া ভৈলন্ত ॥ ৩১৭
সেহিমতে সিয়ো ভাগ করিআ মে থৈলা।
অধিক রূপক সিতো বুড়িক জে দিলা ॥
এহি মতে চারি আনি চারি দিন ভৈল।
চারি জনে চারিরূপ বুড়িকে জে দিল ॥ ৩১৮
পাছে চারি জনে একে লগে আসিলন্ত।
সম করি চারি জনে ভগাই নিলন্ত ॥
তাতে একরূপ আসি ওধি জে ভৈলা।
বুড়িক জে দিআ সবে ঘড়াঘড়ি গৈলা॥ ৩১৯
কহিয়োক বিচারিয়া ইহার কারণ।
কতখানি আছিলেক তাহার জে ধন ॥

এই অঙ্কের উপপত্তি সম্পূর্ণ দেওয়া নাই, ইহার পরে পুথি খণ্ডিত। ৩০ ও ৩১ সংখ্যক পত্র ইহাতে নাই। অঙ্কটি এই,—চারি জন চোরে কিছু টাকা চুরি করিয়া আনিয়া এক বুড়ীর নিকট গচ্ছিত রাখিল। ভাগ করিয়া লইবার সময় তাহারা বুড়ীকে একটি টাকা দিবে, এইরূপ কথা রহিল। কয়েক দিন পরে উহাদের মধ্যে একজন চোর একাকী আসিয়া, ঐ টাকা চারি ভাগে ভাগ করিয়া দেখিল, এক টাকা বেশী হয়। ঐ অতিরিক্ত টাকাটি বুড়ীকে দিয়া, নিজে উক্ত চারি ভাগের এক ভাগ টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। কয় দিন পরে উহাদের মধ্যে অন্য এক চোর আসিয়া প্রথম চোরের ন্যায় বর্ত্তমান টাকাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখিল, এক টাকা অধিক হয়; ঐ অতিরিক্ত টাকা বুড়ীকে দিয়া নিজে এক ভাগ লইয়া গমন করিল। তৃতীয় ও চতুর্থ চোরও ঐরূপ করিল; তাঁহারাও প্রত্যেকে বুড়ীকে উদ্বৃত্ত এক টাকা করিয়া দিল। পরে সকলে এক দিন একত্র আসিয়া, অবশিষ্ট টাকা চারি ভাগ করিয়া দেখিল, আবার এক টাকা অধিক হয়। ঐ অতিরিক্ত টাকা বুড়ীকে দিয়া নিজেরা এক এক ভাগ লইয়া প্রস্থান করিল। চোরেরা প্রথমে কত টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিল?

উত্তর—১০২১ টাকা। (লঘিষ্ঠ সংখ্যা)।

ইহার উপপত্তি এইরূপ,—

যদি প্রথম গচ্ছিত টাকা ক হয় ও শেষ বিভাগে প্রতি অংশে খ হয়, তাহা হইলে—

$$\left(\left\{\left[\left\{(ক-১)\tfrac{৩}{৪}-১\right\}\tfrac{৩}{৪}-১\right]\tfrac{৩}{৪}-১\right)\tfrac{৩}{৪}-১\right\}\tfrac{১}{৪}=খ$$

$$\frac{৮১ক}{১০২৪}-\frac{৭৮১}{১০২৪}=খ$$

$$ক=\frac{১০২৪খ+৭৮১}{৮১}$$

ক ও খ দুইটিই পূর্ণসংখ্যা, কোনটি ভগ্নাংশ নয়।

সুতরাং $\frac{১০২৪খ+৭৮১}{৮১}$ পূর্ণসংখ্যা

$\therefore \frac{(৮১\times১২+৫২)খ+৯\times৮১+৫২}{৮১}$ পূর্ণসংখ্যা

$\therefore \frac{৫২খ+৫২}{৮১}$ পূর্ণসংখ্যা

$\therefore \frac{৫২(খ+১)}{৮১}$ পূর্ণসংখ্যা

$\therefore$ খএর লঘিষ্ঠমান ৮০

$\therefore$ ক=১০২১

গ্রন্থমধ্যে চতুষ্কোণ ও ত্রিকোণ ভূমির কালি কসিবার নিয়ম ও অঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে ত্রিকোণ ভূমির কালি নির্ণয় করিবার আর্য্যাটি প্রদত্ত হইল,—

ত্রিকোণ ভূমির শুনা কারণ। দুই কাণে জুথি করা সমান্॥
এক কাণে আনি অর্দ্ধেক লৈবা। প্রাপ্ত অঙ্ক করি তাক জানিবা॥
দীর্ঘ অঙ্ক লৈয়া প্রস্ত দি পুরি। উভয়াঙ্ক একুন করি॥

ইহার অর্থ হয় ত এইরূপ,—ত্রিভুজের কোন একটি বাহুর অর্দ্ধেক প্রস্থ এবং ঐ বাহুর উপর সম্মুখস্থ কৌণিক বিন্দু হইতে পাতিত লম্ব দীর্ঘ—ইহাদের পূরণ-ফল ত্রিভুজের লক্ষত্রফল।

২। কিতাপতমঞ্জরি

গ্রন্থের পত্রসংখ্যা—৭৭ ও আকার ১০″×২½″। পত্রের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত। গ্রন্থ গদ্য-পদ্যময়; পদ্যই অধিক। গৌহাটীবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহাশয় ইহা দান করিয়াছেন। গ্রন্থকার বকুল হৃদয়ানন্দ কায়স্থ।

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে,—

বকুল কায়স্থে বোলে কায়স্থ জিবা জন।
সিআগত এড়ি আনে লেখিবা কদাচন॥
বুদ্ধিবান আপোন ইছা মোহন করা ভঙ্গ।
কদাচিত জান ন পাই শুদ্ধ সঙ্গ॥
কিতাবত শাস্ত্রখান পরম গহন।
আক আরম্ভিলো আমি হয়া অল্পজন॥

দোস না দী খেমী করা মুর্খহেন জানি।
বকুলে বর্ণনা সিব বন্দিয়া ভবানি ॥ ৩২ পাতা

ইতি কিন্তাপত সাস্ত্র পরম সম্পতি পাও পরগপাতি খণ্ড সমাপন্ত॥

কায়স্থ বকুলে কহে ভাগের নির্ণয়।
এক গোন দশ বটে পিণ্ডক পুরয় ॥ ৩৩ পাতা
দীর্ঘ প্রস্থ পুরি কালি সেসা ছুই ভাগ কাটি।
অঙ্ক জত কণ্ঠ তত দিবা বাটি বাটি ॥
বকুলর বোলখানি না করিবা হেলা।
চৌক নিয়া কণ্ঠ লাগে সময়র বেলা ॥
জত তত পঞ্চক করি পুরিবা বত্তিশে।
একুন করিয়া অঙ্কর বুজ্ঝা দিবা সেসে ॥
জামা অঙ্কে পুরিলে গণ্ডা যত্তে রয়।
হৃদয়া কায়স্থে কহে ন কর সংসয় ॥ ৩৪—৩৫ পাতা
চন্দ্র আমোর আর জামা ভাগ করি।
বকুল কায়স্থর কৃত্য কিন্তাপত্তমঞ্জরি ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রন্থকারের নাম বকুল এবং উঁহার অপর নাম হৃদয়া। জ্যোতিষচূড়ামণিতে বকুল হৃদয়ানন্দের নাম আছে। এই জন্য মনে হয়, কিন্তাপত্তমঞ্জরির প্রণেতা—বকুল হৃদয়ানন্দ।

বকুল নিজ গ্রন্থে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বহু প্রাচীন গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণের প্রণীত অঙ্কের পদ সঙ্কলন করিয়াছেন।

৭ম পত্রে—উমাপতি সিংহ—

একমনে শুনা থাক লিখক সকল।
আতি বিচক্ষণ বিদ্যালয় উজল।
উমাপতি সিংহে কহে মনে কতুহল ॥

৮ম পত্রে—শ্রীনারায়ণ দাস—

উত্তম সোভন বিদ্যা ভাবিয়া মনন্ত।
শ্রীনারায়ণ দাসে কহে গুরুচরণন্ত ॥

৫৩ পত্রে—এই ছুই পঙ্‌ক্তির পুনরুক্তি মাত্র।

৫৫ পাতা—জন্থনন্দন চান্দ—

এতধিক নাহি আর বিদিত সংসার—
জন্থনন্দন চান্দে কহে সিদ্ধ বুঝিবার ॥

৩৮ পাতা—শুভঙ্কর

কহে শুভঙ্করে বুঝহ পাক।
সংক্ষাথান পুনি ভাগ ভাগক॥

৪১ পাতা—গৌরদাস শুভঙ্কর।

কহে শুভঙ্কর গৌরদাস।
পুরানা অঙ্ক ভাঙ্গিলো ভাস॥

এই গৌরদাস শুভঙ্করই কি শুভঙ্করী আর্য্যার প্রণেতা? প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, বিশ্বকোষে শুভঙ্করীপ্রণেতার নাম শুভঙ্কর দাস বলিয়াছেন। হয় ত শুভঙ্কর* তাঁহার উপাধি ছিল এবং প্রকৃত নাম গৌরদাসই ছিল।

৺সাধিরাম কাকতি-প্রণীত সচিত্র পাটিগণিত আসামে নিম্নশ্রেণীতে অধীত হয়। ইহার ১২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে ;—

"ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত সংস্কৃত পাটিগণিত ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত সকলে ব্যবহার করিছেলে। কিন্তু সেই পাটিগণিত সংস্কৃত ভাষাত লিখা থকার কারণে সাধারণে তাক বুঝিব নোবারিছিল। অঙ্কশাস্ত্রত পণ্ডিত ভৃগুরাম দাস নামে এজনে সেই সংস্কৃত পাটিগণিতর পরা সদাই কামত লগা কিছু মান নিয়ম দেশী ভাষাত পদ বান্ধি প্রচার করিছেলে তেওর লিখা সেই পদ বিলাকর শুভঙ্করর আর্য্যা বোলে। শুভঙ্করর আর্য্যার সহায়েরে উলিয়ার পরা অঙ্কক শুভঙ্করী বোলে।

"৺বকুল কায়স্থে ভাস্করাচার্য্যের সংস্কৃত লীলাবতী পুথির মূল পরা উদাহরণেরে সৈতে উক্ত অসমীয়া ভাঙ্গনি লিখা প্রমাণ পোৱা যায়। এই পুথি শিবসাগরের কোনো কাকতীয় ঘরত দেখিছোঁ। পুথিখনির অস্তিত্ব রক্ষার উপায় ন করিলে কালর কবলত এই অমূল্য গ্রন্থ অতি শীঘ্র লয় পাব।

"ইয়াত বাজে ৺হৃদয়ানন্দ কায়স্থে ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক সংস্কৃতর পরা জ্যোতিষচূড়ামণি নামে অসমীয়া ভাঙ্গনি উলিয়াই ছিলে। এই জ্যোতিষচূড়ামণি পুথিয়ে কায়েথবালী নামে প্রসিদ্ধ।"

৺সাধিরাম কাকতি মহাশয় শুভঙ্করের নাম ভৃগুরাম দাস বলিয়াছেন। কোথা হইতে তিনি এ নাম পাইলেন, তাহা জানিতে পারি নাই। বকুল কায়স্থ-প্রণীত অন্য কোন গ্রন্থ আছে কি না, জানি না। কিতাপতমঞ্জরির সহিত ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতীর কোন সম্বন্ধ নাই। কাকতী মহাশয় লিখিয়াছেন, বকুল লীলাবতীর অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং

* শুভঙ্করনামধেয় এক ব্যক্তির প্রণীত শ্রীহস্তমুক্তাবলী নামক নাট্যকলাসম্বন্ধীয় একখানি অতি উপাদেয় প্রাচীন সানুবাদ সংস্কৃত গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। অনুবাদ অংশ পদ্যে। গণিতজ্ঞ শুভঙ্করের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, বলিতে পারি না।—লেখক

ঐ অনুবাদ-গ্রন্থ শিবসাগরের কোন কাকতীর ঘরে আছে। এই অনুবাদ-গ্রন্থখানি দেখিতে পাইলে ইহার মীমাংসা হইত। কাকতী মহাশয়ের অপর মীমাংসা, জ্যোতিষচূড়ামণি গ্রন্থখানি ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণির অনুবাদ এবং উহার গ্রন্থকার—হৃদয়ানন্দ। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। জ্যোতিষচূড়ামণি গ্রন্থে গ্রন্থকার, হৃদয়ানন্দের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং জ্যোতিষচূড়ামণিগ্রন্থকার হৃদয়ানন্দ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। বকুল ও হৃদয়ানন্দ যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

বকুল হৃদয়ানন্দের সময় জানিতে পারি নাই। কিতাপতমঞ্জরির হস্ত-লিপির সময় ১৬৫২ শক। গ্রন্থশেষে এইরূপ আছে;—

সন ১৬৫২ সক তারিখ পুহর ১৫ গতে মঙ্গলবার শ্রীশ্রীরঘুদেব মহন্ত। সাধুমেধির সেবক তেক্কাবার্চি পুত্র—শ্রীরামবলভ কাকতি লিখনং ইথি। সমাপত্তং। সন ১৬৫২ সক তারিখ পুহ ১৫ গতে রোজ মঙ্গলবার।

সুতরাং বকুল যে ১৬৫২ শকের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা নিঃসন্দেহ। গ্রন্থমধ্যে এক স্থানে (৪১ সংখ্যক পত্রে) এইরূপ পাইলাম;—

বাণ সপ্তনেত্রে সসাঙ্কেন সাকব্দট
স্বর্গ নারায়নো দেব ॥ স্বর্গ দেব তরণ ভুমিঃ

হয় ত ইহার অর্থ—স্বর্গনারায়ণদেব ১৩৭৫ শকে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রন্থমধ্যে ইহার সন্নিবেশের বিশেষ কোন সার্থকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আসামের অহোম রাজা চুহুমুঙ্গ সর্ব্বপ্রথম স্বর্গনারায়ণ দেব উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি ১৪১৯ শক হইতে ১৪৬১ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং ১৩৭৫ শক ইঁহার জন্মাব্দ হওয়া অসম্ভব নয়। যদি উদ্ধৃত শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত না হয়, তবে বলিতে হয়—গ্রন্থকার ১৩৭৫ শকের পরবর্ত্তী; সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয়, ১৩৭৫ শক হইতে ১৬৫২ শকের মধ্যে কোন সময়ে বকুল কায়স্থ বর্ত্তমান ছিলেন। *

বকুল কায়স্থ শুভঙ্করের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে শুভঙ্করেরও সময় কতকটা পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ শুভঙ্কর যে অন্তত ২০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।

---

* হয় ত বকুল উক্ত রাজা স্বর্গনারায়ণ দেবের সমসাময়িক। তিনি গ্রন্থমধ্যে রাজকীয় নানা বিভাগে কিরূপে কাগজ-পত্র রাখিতে হইবে, তাহার উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং ইহাও হয় ত অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, বকুল স্বর্গনারায়ণ দেবের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। এরূপ ধরিলে বকুলকে প্রায় চারি শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বলিতে হয়।

গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ,—

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

জয় নমো কৃষ্ণ দেবতার আদি দেব।
ব্রহ্মা আদি করে জার চরণত সেব ॥
গুরুর চরণে সত করো নমঃস্কার।
জাহার কৃপাত জ্ঞান হরয় অপার ॥
জয় নমো তৃনয়ন দেবি ভগবতি ॥
শ্রীআদিত গনেশ্বরে নমো সরস্বতি ॥
এ সব্বার চরণত করি সত নতি।
বিরচিবো কিতাবত মঞ্জরি সাবধান
আছে সংসারত সাস্ত্র বিদ্যা জত জত
সব সেসে কহিব কে কাহার সকতি ॥
তাঁর মাঝে এহিক বিদ্যা কিতাবত।
পরম সোভন বিদ্যা নানা সাস্ত্র মত।

গ্রন্থারম্ভের পরেই রাজসরকারে কিরূপে কাগজ-পত্র ও হিসাবাদি রাখিতে হয়, তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। লেখার মধ্যে অনেক উর্দ্দু ও পারিভাষিক শব্দ থাকায় অর্থ সম্যক্ বোধগম্য হইল না। লেখার নমুনাস্বরূপ তাহাও নিম্নে প্রদত্ত হইল। অভিজ্ঞগণ ইহার অর্থ করিবেন।

"মুসধর হর কথা রোদ ফাত করত।
ব্রওনাম মোহল জে কেদার তলত ॥
জিলা রেকনানি মবে কণাত তলত।
ইসব মোহলে কিতাব হেন জান ॥
জিথান ত করে জিবা মোহল বসতি।
কহো সভাসদকে সুনা একমতি ॥
ওরথ ভাঙ্গিয়া চারি ভাগ করিবেক।
সমে এক ভাগ মুসধর লেখিবেক ॥
পুনরপি আগু ভাগ করি চারিথান।
সথে এক ভাগ চারি হরফের স্থান ॥
আগু অর্দ্ধ এড়ি তথা দফাতেরে গতি।
তৃভাগ ছাড়িআ করত বসতি ॥
মধ্যে দুই ভাগ লআ বৃস্ত বসব।
তার মধ্য দুই ভাগ কেদার জে কর ॥

ছোট বড় কেদার কেদার নাম দুই।
দুইক দুই মপসল অন্যা অন্তে হৈই ॥
ওরথর অর্দ্ধ ভাগত নিমরেক না বৈসব।
তার মপসল ভুজিলা করে গতি ॥
জিলার অর্দ্ধেক ভাগ রেকনার স্থিতি॥
আস্থ অর্দ্ধ ভাগত নিমরেক না বৈসয়।
তার মপসলগুলি হেকনা জোয় ॥
এহি সবে মোহলে লেখিবে কিতাবত।
গ্রন্থে গ্রন্থে কাগজ ছব হয়ে নানা মত ॥
জত ইতি কাগজ সদর মুসধর।
আপুনি স্বতন্তর জদি হয় এঠাকুর।
মুসর্দ্ধরে লিখি তাক সঙ্কা করা দুর ॥
মুসর্দ্ধর তলে জদি দুই কার্জ্জ হয়।
হরফে লেখিয়া তথা অঙ্ক সমুচয় ॥
তিনি করি দি করি জদি বহু কার্জ্জ হয়।
বৃত্তি তলে লেখিব তথা না করি সংসয় ॥
হরফর তলে জদি দুই কার্য্য দেখি।
দফাত মোহলে তাক সমুরিব লেখি ॥
তিনি আদি কার্য্য তাতে বৃত্তি করে গতি।
দফার তলে জদি দুই কার্জ্জ হয়।
কবতে লেখিব তাক ন করি সংসয় ॥
তিনি আদি কার্য্য তথা ব্রত্তির বসতি ॥
জদি কার্য্য থাকিবেক কবতর তলে।
বৃত্তিতলে লেখি তাক আতি অবিকলে ॥
বৃত্তিতলে কার্জ্জা দিবা লেখিব কেদারে ॥
বৃত্তিতলে বহু কার্য্য জদি হয়।
মুসধরে লেখিবেক ন করি সংসয় ॥
মুসধর বৃত্ত দুই মোহলর পতি।
অন্যা অন্তে মোপসল হয়া করে গতি ॥
জিলা তবে রেকনা লেখিবা সম্প্রতি ॥
রেকনায় তলে নিমরেক না চলয়।
তার মপসল হুনা হেকনা হুতয় ॥

কেদার মোহল অন্তা অঙ্গে মোপসল।
লেখিতে দেখিতে অতি কতুহল ॥
কেদারের তলে সদা রেকনার গতি।
রুণ্ডিতলে দুই কার্যা লেখিবা সম্প্রতি।
নাহিকে সংসয় তত হবক ছলয়।
সমস্ত মোহল তলে গর্ভান্ত চলয়।
গসোতে রাখিবা অঙ্ক কার্জ্জ সমুরয় ॥
পুস্থ কার্জ্জ করিতে কতো আজ্ঞাক করিব।
বাদ বাকি বুলি কতুকে লেখিব ॥
এমতে লেখিবেক নাহি অথবধা।
প্রস্থে প্রস্থে কাগজক করিবারে গুবা ॥
প্রথমে উপর্ণ লেখি হয়্যা সাবধান।
রাজ ঘরে জে দিব সে হয়ে অবিধান ॥
তহসিল তহবিল দুইরো নাম লেখিবা কাগজত।
আমলক নাম লেখি করি সতকার।
পরগণতি দেখি লেখি তার নাম ॥
চান্দ মাহ দিন ব্রশু লেখি তাত পরে।
দিন আমো করা লেখি মুসর্দ্ধরে ॥
নগদ জিনিস দুই তার মপসলে ॥
রুপ আমুরাদি কড়ি নগদ রতন ॥"

ইহার পরে রাজসম্পত্তির হিসাবাদি রাখিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে উপদেশ রহিয়াছে।

"সোনারুপা আদি জানিবা তৌল সার।
সাবধানে লেখিবেক রতি তোলা মাসা ॥
নিরিখ জানিআ তার মোকরা লেখিব।
নগদর তলে নিঞা একুন করিব ॥
জিনিস লেখিবেক জানি থানে থান।
ধাতু আদি দির্ব্বচয় জিনিসের তল।
লোহা সিহা সেতু রাজ তামা কাংসা জে পিতল।
জত তোলা লেখিবেক ইসব সকল ॥
সুগড়ি সকল লেখি নিরিখক জানি।
কুটি ধাতু সকলক জানা জে হেন প্রমান ॥
নরমিলা পসমিনা রেসমি সকল।
ই সকল দির্ব্ব জত জিনিসের তল ॥

জরি নামে বস্ত্রচয় সুবর্ণর কাম।
সুবর্ণনির্ম্মিত জানি বুলি জরি নাম॥
কপাসিনির্ম্মিত জত নরমিলা নাম।
রেসমি সুত্রের গড় বুলিয়া রেসম॥
থানে মুল্যে লেখিবেক করিয়া বিচার।
নিরিখ জানিয়া মূল্য লিখিবেক তার॥
আগর কস্তুরি আদি করিআ জতন।
ভিন্নে ভিন্নে লেখিবেক জত হাথিআর॥
খড়্গ চর্ম্মজ মধর পরসু কুঠার॥
কামঠা কামান তির বন্দুক জতেক।
বরসা সুল পিচন্দ বান লেখিবেক॥
লেখিবেক আনো জত হাথিআর।
অনন্তরে লেখিবাক লাগে জিউধার॥
অশ্ব মহিস গরু ছাগল সমস্ত।
বর্ণাবর্ণ লেখিবেক ন হইব অস্তর॥
হংস আদি করি পক্ষি জতেক আছয়।
পবিত্র বুলিআ তাক লেখিবা নির্চ্চয়॥
ধান্য আদি করি জত মস্য আদি কিছো দেখি।
রসঅন আদি জত মোল্যে সত লেখি॥
খরিদ কি আরো জত রায়তি সক।
দুই ভাগে লেখিবেক তেজিআ সংসয়
খরিদে কি ছাল দ্রব্য মোল্য লয়।
খরিদে লিখিবেক তেজিআ সংসয়॥
রায়তি যতেক পরগণতি বোলয়।
তবে মপসল্ল দুই মাক্কিক সেআই॥
মাক্কিকর তলে মাল সারর লেখিব।
জামার মাক্কিকে রোজনামা আরম্ভিব॥
রায়তি পাইক লআ বেবরগ মোহল।
ই সব জানিবা লেখিবা মাক্কিকর তল॥
হাট ঘাট ধুল ইট চৌকি জলকর।
ই সব সকল জানো বুলিয়ে স্তারর॥
সেয়াইর তলে লেখিবেক সেলামি গেলকোস।
ধুমুসি ছিলালা তণ্ড বুলি জত দোস॥

এই মতে উতপন্ন´ লেখিবেক জেবে।
অনন্তর খরচক লেখিবেক তেবে॥
উতপন্ন´ সুনিতে মন আনন্দিত হয়।
খরচ সুনিতে হয় দুখিত হৃদয়॥
এতেক খরচ লেখি করি সব সাঙ্গ।
রুজু গুজার দিআ মাফিকের তল।
খরচর লস বাকি অঙ্ক কৌতুকে লেখিব।
ভণ্ডারি সবক আনি রুজু করি দিব॥
এহি মতে ত্যস দিনে পাতিব মহোড়া।
প্রতিষ্ঠক নাম তার লেখিব বেওঁড়া॥

১৬ সংখ্যক পত্রে আমিনের প্রতি জমি জরিপসম্বন্ধীয় কিছু উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল। পাঠক ইহাতে লক্ষ্য করিবেন, গ্রন্থকারের সময় নানাবিধ গজ (unit of length) প্রচলিত ছিল। ইহাদের মধ্যে একটির নাম আকবরি গজ। এই আকবরি গজ যদি প্রসিদ্ধ বাদসাহ আকবরের নামানুসারে হইয়া থাকে, তবে গ্রন্থকার যে আকবরের পরবর্ত্তী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

"প্রথমে আমিন জাইবা হাকিমর তল।
জমিদারে বুঝি লৈব কাগজ সকল॥
কানগুইর হস্তর মধ্য পর্ব্ব নি অঙ্গুলি।
চবিশ আঙ্গুলিক জানা এক হস্ত বুলি॥
তিঁ* দুই হস্ত চারি অঙ্গুলি অধিক।
সেকেন্দরি গজ বুলি নাহি কেনি *ক॥
অষ্ট আঙ্গুল আরো লৈব দুই হাত।
আকবরী গজ জানা জগতে প্রক্ষাত॥
দুই হাতে হয় আর দ্বাদশ অঙ্গুলি।
পূর্ব্ব* কমুরি গজ ইহাকে সে বুলি॥
সতেক হাতর বসি করিবেক জাত।
গজে গজে ফড়িঙ্গাক বান্ধিবেক তাত॥
পেসানি শ্রীরামনাম সক পরগণা।
মুসর্দ্দর দিনায় আম্মুর্´ লেখিবা সাবধানা॥
ওওআ-মোল্ল হাকিমর নাম লেখি।
তার উদ্ধে চান্দ মাহারাজ দেখি॥
চন্দ্র আমোল্ল আর জানা ভাগ করি।
বকুল কায়স্থর জুত্য কিতাবতমন্নরি॥

ক্রমশঃ

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

প্রতিবাদ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ষড়্বিংশ ভাগ প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বাবুর "সমতটের পূর্ব্বে" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে বুঝা যায়, তিনি আপনার জন্মভূমি সিলেটকে "শিহ-লি-চ-ট-লো" বলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্যই যেন এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার দেশবৎসলতার পরিচায়ক হইলেও তাঁহার লেখার দ্বারা কিন্তু তদ্‌বিপরীত সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হয়। আমরা তাহার আলোচনা করিব। আধুনিক "বিবরণী"-লেখকদিগের পুস্তকে খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে চট্টল বা চট্টগ্রাম নামক কোনও রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, এমন কথা মুদ্রিত না দেখিয়া তিনি চট্টলের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন অস্বীকার করিতে চাহেন এবং টিপ্পনী কাটিয়া সম্ভবতঃ উহা তখন মগদের অধীনে ছিল বলেন। পদ্মনাথ বাবু জানেন কি—সমুদয় আসাম, কাছাড়, শ্রীহট্ট, মণিপুর প্রভৃতি এক সময়ে মগরাজ্যের অন্তর্গত ছিল? (See Burmes History by Mr. Cook, Page 148)। তিনি আরও লিখিয়াছেন,—খৃঃ নবম শতাব্দীতে "চাটিগাঁ" এই নামে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ-জগতে খ্যাত ছিল। তাহাতে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের দোহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন; চাটিগাঁ শব্দ যে অনেক পরবর্ত্তী সময়ের নাম, এ কথা বলা বাহুল্য। পদ্মনাথ বাবু বলেন, "চট্টল শব্দটি আধুনিক কোন কোন তন্ত্রে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহা চাটিগ্রাম শব্দের সংস্কৃতীকরণ বলিয়া বোধ হয়।" তিনি সংস্কৃতজ্ঞ হইয়াও কিরূপে এইরূপ বোধ করিলেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় বটে। চট্টল হইতে চাটিগ্রাম, তদপভ্রংশে চাটিগাঁ হওয়াই স্বাভাবিক, চাটিগাঁ হইতে চট্টল হওয়া একেবারে অসম্ভব। যোগিনী-তন্ত্রে চট্টল শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। সেই যোগিনীতন্ত্রেই কামরূপের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বায়ুপুরাণ, গণেশ-বিমর্ষিণী তন্ত্র ও চৈত্রমাহাত্ম্য পুরাণ প্রভৃতিতে চট্টল শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে।

চট্টলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী-তত্র দেবতা॥—চূড়ামণি তন্ত্র।
চট্টলে দক্ষিণো বাহুর্ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।
যস্তৈব কটিদেশস্থো বিরূপাক্ষো মহেশ্বরঃ॥—বারাহীতন্ত্র।
কলৌ স্থানঞ্চ সর্ব্বেষাং দেবানাং চট্টলে শুভে।—বারাহীতন্ত্র।
সার্দ্ধত্রিকোটিদেবানাং বসতিশ্চট্টলে শুভে।—যোগিনীতন্ত্র।
কলৌ দেবা বসন্ত্যেব বঙ্গস্থে পূর্ব্বচট্টলে।
চন্দ্রনাথঃ স্থিতস্তত্র স্বয়ম্ভুলিঙ্গসংযুতঃ॥—বায়ুপুরাণ।
দেবাভিলষিতং ক্ষেত্রং প্রাগ্বঙ্গে চাস্তি শৈলজে।
অতিগুহ্যতমং পুণ্যং চট্টলে চন্দ্রশেখরে॥—আদিপুরাণ।

এতদ্ভিন্ন অনেক প্রাচীন কুলজীতেও শ্রীচট্টল শব্দ আছে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ এখনও গ্রন্থাদিতে শ্রীচট্টল শব্দ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন।

এই সব প্রমাণ কি ময়নামতীর কেচ্ছা হইতে অপ্রামাণিক কিংবা আধুনিক? চাটিগাঁ হইতে চট্টল হইয়াছে, তিনি বোধ করিলে, শ্রীহট্ট শব্দটি সিলেটের সংস্কৃতীকরণ বলিয়া বোধ করিতে বাধা কি? আমরা বলিতেছি—সিলেট শব্দই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সময় হইতে বৈষ্ণব পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া শ্রীহট্ট হইয়াছে।

শ্রীহট্ট শব্দ কোন্ পুরাণে বা প্রাচীন তন্ত্রে আছে, তাহা পদ্মনাথ বাবু দেখাইতে পারেন কি? তিনি চট্টল শব্দের পূর্ব্বে শ্রী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন এবং শ্রীহট্টকে "মহালক্ষ্মীর" অধিষ্ঠান হেতু শ্রীহট্ট বা শ্রীক্ষেত্র বলিয়া যেন-তেন-প্রকারেণ আপনার স্বার্থরক্ষায় প্রয়াস পাইয়াছেন। অধিষ্ঠাত্রী দেবী "লক্ষ্মীকে" ছাড়িয়া "শ্রী" করার কি প্রয়োজন ছিল? লক্ষ্মীহট্ট বা লক্ষ্মীক্ষেত্র নাম ত হইতে পারিত? লক্ষ্মীপুর, লক্ষ্মীপুরা প্রভৃতি নামেরও ত অসদ্ভাব নাই। কামরূপের, তখনকার পরিধি চতুর্দ্দিকে ২০০০ মাইল ছিল; বর্ত্তমান সিলেট উক্ত কামরূপেরই অন্তর্গত ছিল। উৎকলে যেমন পুরুষোত্তম মহাতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ, বঙ্গে তেমন চট্টলাধিষ্ঠিত চন্দ্রশেখর মহাতীর্থ। সাধু সন্ন্যাসী মহলে মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলন ছিল না, তথাপি চন্দ্রনাথ, বালোয়া কুণ্ড নাম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অবিদিত ছিল না। চট্টলে বুদ্ধদেব আগমন করিয়াছিলেন; সুতরাং বৌদ্ধ জগতে ইহার নাম প্রকাশিত না থাকারও কারণাভাব। এখন সভ্যতালোকে আলোকিত অনেকে আপনাদের শ্রীলোপ করিতে চেষ্টা করিতেছেন; নামের পূর্ব্বে শ্রী ব্যবহার করিতে চাহেন না, ইহা নাকি একরূপ অসভ্যতা। হায়! কালের গতি! কিন্তু তখনকার দিনে তীর্থস্থান, গুরুধাম ও আপনার নাম উল্লেখের সময় সকলে শ্রী ব্যবহার শিষ্টাচারসম্মত প্রথা মনে করিতেন, না করাটাই বেয়াদবি হইত। শ্রীক্ষেত্র, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীশ্রীকাশীধাম, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি এই কারণে শ্রীযুক্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, চট্টল বৌদ্ধতীর্থও বটে, এই হেতুতে ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধগণের তীর্থাস্পদ ভূমি চট্টল—শ্রীচট্টল হইয়াছে।

হিউএন-সঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখা যায়, শ্রীচট্টল বৌদ্ধচৈত্যসমন্বিত, সমুদ্র-তীরবর্ত্তী, পর্ব্বত-বহুল স্থান। শ্রীহট্টে কোন বৌদ্ধ চৈত্যের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে কি? চট্টলে যে-স্থানে বুদ্ধদেব "ধর্ম্মচক্র" প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা "চক্রশালা" নামে অতি প্রাচীন কাল হইতে দেশবিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখনও চক্রশালা হস্তিগ্রামে এক অতি প্রাচীন বৌদ্ধচৈত্য আছে; তাহাতে বৌদ্ধগণ প্রতি বিষুবসংক্রান্তিতে নানা স্থান হইতে আসিয়া বুদ্ধপদে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। ইহার নিকটে বিহারী ও আম্রগ্রাম অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। এই হস্তিগ্রাম (হাইদগাঁও) হইতে বুদ্ধদেব জলপথে তিন মাসে কুশীনগরে পৌঁছিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

এখন আর একটি কথা এই যে, এত বড় বৈদেশিক ভ্রমণকারীর চেবা, তোবা বা "হাওরকে" সমুদ্র বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, এ কথা শ্রীহট্টবাসী অর্থাৎ যাঁহারা কখনও সমুদ্র দেখেন নাই, তাঁহারা বলিতে পারেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা পারেন না। বৃষ্টির জলে দেশ মগ্ন হইলেই যদি তাহাকে সমুদ্র বলিতে হয়, পদ্মনাথ বাবু তবে ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলাকেও সমুদ্র বলিবেন কি? সমুদ্রের কূলে ও পর্ব্বতের মধ্যে চট্টগ্রামের অবস্থান; এ বিষয় বঙ্গদেশের মানচিত্র খুলিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। কুমিল্লাও সাগরের শাখার উপরে দৃষ্ট হইবে। কিন্তু শ্রীহট্টই বা কোথায়, আর সমুদ্রই বা কোথায়? সমুদ্রের সহিত শ্রীহট্টের দূরত্বই বা কত? কুমিল্লা সমুদ্রের কূলে হইলে, কুমিল্লা ত্রিপুরা ডিঙ্গাইয়া আবার শ্রীহট্টের নিকট সমুদ্রের অস্তিত্ব কল্পনা করাও যাইতে পারে না। কুমিল্লা ও শ্রীহট্ট কোন্ গুণে হিউএন্‌সঙের উল্লেখযোগ্য হইল, আর কি দোষে চট্টল উল্লেখযোগ্য হইল না, তাহা পদ্মনাথ বাবু বলিবেন কি? "দক্ষিণ দিকে পরিব্রাজক দৃক্‌পাতও করেন নাই"—এ কথা প্রবন্ধের উপসংহারে পদ্মনাথ বাবুর লিখিবার হেতু আমরা এইমাত্র উপলব্ধি করিতে পারি যে, পাছে চট্টলের প্রতি ইঙ্গিত পড়ে। চট্টলে বুদ্ধদেব আগমন করিয়াছিলেন। আরাকানে সেলুইন নদীর তীর পর্য্যন্ত যে তিনি গমন করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। হিউএন্‌সঙ্ স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, বুদ্ধ সম্বন্ধে গবেষণার জন্যই তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের পদাঙ্কপূত চট্টল দেশে আসা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে কি? বিশেষতঃ তিনি ও অন্য চৈনিক পরিব্রাজক সমুদ্র উপকূল দিয়াই গমন করিয়া পর্ব্বত পার হইয়া স্বদেশের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অনেক গিরিসঙ্কট বা ঢালা (পার্ব্বত্য রাস্তা) দৃষ্ট হয়; যথা,—আলিখাঁ, গর্জ্জনীয়া, চুনতীর ঢালা প্রভৃতি। পদ্মনাথ বাবু ওয়াটার্‌স্ সাহেবের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই ওয়াটার্‌স্ সাহেব স্বয়ং অনেক প্রাচীন মত উপেক্ষা করিয়া, নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। "তিন নকলে আসল খাস্তা"। চৈনিক ভাষা ইংরাজিতে অনুবাদ করিতে গিয়া অনুবাদকেরা অনেক স্থানে ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; এ কথা পদ্মনাথ বাবুও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনিও তাঁহার উপজীব্য ওয়াটার্‌স্ সাহেবকে ও ই-শং-ন-পু-লো প্রভৃতির স্থান নির্দ্দেশগুলিকে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—যে অনুবাদকের অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার প্রবন্ধে তিনি তাঁহার সেই লেখাকে ভ্রমশূন্য মনে করিতে পারেন নাই যদি তাঁহার একটি দেশের অবস্থানই এত ভ্রমপূর্ণ হয়, তবে অন্য বিষয়েও তাঁহার দিগ্‌ভ্রম হইতে পারে, এই সামান্য ভ্রম স্বীকার করিলে সব গোল চুকিয়া যায়। গোষ্পদকে যাঁহার সমুদ্র ভ্রম হইতে পারে, এক দেশকে আর এক দেশ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, তাঁহার পক্ষে দিগ্‌ভ্রম হইয়াছিল, এই কথা অবিশ্বাস করিতে পারা যায় কি? বাস্তবিক পরিব্রাজক ভুল না করিতেও পারেন, ওয়াটার্‌স্ সাহেব প্রভৃতি ভুল অনুবাদ করিয়াছেন।

এক্ষণে "সিহ্-লি-চ-ট-লো সমতটের "উত্তর"-পূর্ব্ব পর্ব্বত-মধ্যে সমুদ্র-পার্শ্বে অবস্থিত

ছিল।" সেই লেখার মধ্যে সমতটের "দক্ষিণ"-পূর্ব্বে ছিল, এইরূপ হইলে এবং "কমলাংকে"র পরেও তদ্রূপ "দক্ষিণ"-পূর্ব্ব স্থলে "উত্তর"-পূর্ব্ব বলিলে শিহ্-লি-চ-টংলো চট্টগ্রাম হইবার পক্ষে কোন বাধা হইতে পারে না। বস্তুতঃ চৈনিক ভাষায় উত্তর-পূর্ব্ব, কি দক্ষিণ-পূর্ব্ব ছিল, এ বিষয়ে পদ্মনাথ বাবু নিজে কিছু দেখেন নাই। ওয়াটার্স্ সাহেবও নানা মতের ভিতর দিয়া আপন মত অর্থাৎ শিহ্-লি-চ-ট-লো সমতটের উত্তর-পূর্ব্ব ও কমলাঙ্ককে তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব, এইরূপ লিখিয়াছেন। একটির স্থলে অপরটি লিখা হইয়াছে, এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য-ভ্রম হওয়ায় বিচিত্রতা নাই। বিশেষতঃ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এক অতিকায় পুস্তক। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মিঃ বীল্ হিউএনসঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের যে অনুবাদ করিয়া গিয়াছিলেন, রিস্ ডেভিড্স্ সাহেব তাহা অশুদ্ধ বলেন। ওয়াটার্স্ তাহা শুদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া তিনি তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অনুবাদে অনেক ভুল থাকিলে ওয়াটার্স্ সাহেবের অনুবাদেও যে কিছু ভুল থাকিয়া যায় নাই, কে বলিবে? কারণ, মানুষ মাত্রেই ভ্রম-প্রমাদের অধীন। কিন্তু দিকের ভুল হইয়া থাকিলেও বৌদ্ধচৈত্যসমন্বিত পর্ব্বতমধ্যস্থান প্রভৃতি সমুদ্রের কূল ও সমুদ্রের কূল দিয়া কিয়দ্দূর গমনের পর পর্ব্বতপথে গমন করা অকাট্য প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী

রাজা গন্ধর্ব্বসেন ও রাজা ভর্ত্তৃহরি

অবন্তি দেশে শিপ্রা নদীতীরে উজ্জয়িনী নামে এক পুরী আছে। এখানে ইন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্রসেনের পুত্র চন্দ্রসেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে মুদ্রিত হিন্দী বড়া ভূরথরীচরিত্রে,—

দেশ উজ্জৈন জগজাহির জাকো বড়ী বিস্তার।
বহাংকে রাজা ইন্দ্রসেন হৈং সব রাজাকে মহরাজ॥
তিনকে পুত্র চন্দ্রসেন হৈঁ জগমে জাহির হৈ নাম।

রাজা চন্দ্রসেন অবন্তিকা পুরী হইতে নির্গত হইয়া রাঢ় দেশে গমন করেন এবং অজয় নদের তীরে এক পুরী নিবেশিত করিয়া, তাহার নাম রাখেন—উজ্জয়িনী।১ ইন্দ্রসেনের আর এক পুত্র গন্ধর্ব্বসেন। গন্ধর্ব্বসেনের রাণী—রূপদেঈ। গন্ধর্ব্বসেনের ঔরসে রূপদেঈর গর্ভে বিক্রমাজীত বা বিক্রমাদিত্য ও ভর্ত্তৃহরি, এই দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মেন। গন্ধর্ব্বসেন উজ্জয়িনী হইতে নির্গত হইয়া মৎস্যদেশে গমন করেন এবং তথায় তাম্রবতী২ নামে পুরী নির্ম্মাণ করেন। গন্ধর্ব্বসেন, কোন অজ্ঞাত কারণে পরিবারদের সহিত তাম্রবতী হইতে নির্গত হইয়া, ভ্রাতা চন্দ্রসেনের রাঢ় দেশস্থিত উজ্জয়িনীতে আসিয়া কিছু কাল বাস করেন। তাঁহার পুত্র বিক্রমাজীত বা বিক্রমাদিত্য, চন্দ্রসেনের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজা হইয়াছিলেন। বিক্রম দেশান্তরে প্রস্থান করিলে, ভর্ত্তৃহরি 'গড় উজৈন' বা উজানীতে রাজা হইয়াছিলেন।

১। সুবর্ণবণিক্‌দের কুলজীতে ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ইহাকে উজ্জয়িনী ও বাঙ্গালা চণ্ডীকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে উজানী বলা হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া বিভাগের অন্তর্গত ও অজয়নদের কিঞ্চিৎ দক্ষিণস্থ বর্ত্তমান মঙ্গলকোট, কোগ্রাম, আড়াল (আড়ওয়াল) গ্রামগুলি যে ভূভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সেই স্থানে চন্দ্রসেন রাজার উজ্জয়িনী বর্ত্তমান ছিল। উজানীর বড়বাজার বা নূতন হাট মসজিদ মধ্যে চন্দ্রসেন নৃপতির নামাঙ্কিত একখানি প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে (উত্তর রাঢ়ভ্রমণ প্রবন্ধ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২০শ ভাগ)। "রাঢ়ে সেন রাজধানী" প্রবন্ধলেখক বলেন—"চন্দ্রপাহাড়ির নিকট চন্দ্রপাড়া নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে, তথায় চন্দ্রসেন রাজা রাজত্ব করিতেন (ভারতবর্ষ, সন ১৩২৩)।

২। Archaeological Survey of India (Tour in Eastern Rajputana) vol. VI. পুস্তকে লিখিত আছে,—It (Chatsu)—about 25 miles south of Jaipur was originaly first called Tambavati Nagara and is said to have been founded by Gandharp Sen, whom the local traditions of the place make to have been the father of Vikramaditya of Ujain and also of another son called Bhatri.......The city is said to have been at that early period surrounded by a wall of copper, whence its name of Tambavati." p. 116.

উক্ত ভরথরীচরিত্রকর্ত্তা বলেন, গন্ধর্ব্বসেনের কন্তার নাম—মৈনাবতী। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মুদ্রিত হিন্দী ভরথরীচরিত্রে লিখিত আছে,—ভরথরী ও বিক্রমাজীতের ভগিনী মৈনাবতী। লক্ষ্ণৌ নগরে মুদ্রিত লক্ষ্মণরাম সুপরিষ্কৃত হিন্দী 'গোপীচন্দ ভরথরী' পুস্তকে লিখিত আছে,—তিলকচন্দ ও ময়নাবতীর পুত্র—গোপীচন্দ ও কন্তা 'চম্পাবতী' বা 'চম্পাদে'। গোপীচন্দের নানা (মাতামহ) গন্ধর্ব্বসেন ও মামা—ভরথরী।

লক্ষ্মণরাম সুপরি ভুল করিয়াছেন। তিলকচন্দ, গোপীচন্দের পিতা নহেন—মাতামহ ছিলেন। আর ভর্ত্তৃহরির ভগিনী যদি মৈনাবতী, মৈনাবন্তী বা ময়নাবতী হন, তাহা হইলে তিনি গোপীচন্দের মাতা 'ময়নামতী', 'ময়নামন্ত্রী' বা 'মৈনামতী' হইতে পৃথক্ ব্যক্তি—বিমলচন্দ্র তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লামা তারানাথের গ্রন্থানুসারে—সিংহচন্দ্রের পুত্র—বালচন্দ্র, তৎপুত্র—বিমলচন্দ্র। বিমলচন্দ্র, তীরভুক্তি (তীরহুত), বঙ্গাল ও কামরূপ—এই দেশত্রয়ে প্রভাব বিস্তার করেন। চন্দ্রদিগের শেষ রাজা—বিমলচন্দ্র, যিনি মালব শাসন করিতেছিলেন, তিনি ভর্ত্তৃহরির ভগিনীকে বিবাহ করেন। বিমলচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র। রাজা ভর্ত্তৃহরি, গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, ললিতচন্দ্র তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যকালে চাটিগ্রামে রাজপাট ছিল৩।

মন্তব্য—লামা তারানাথ পঞ্চদশ শাক শতকের শেষভাগে ও ষোড়শ শাক শতকের প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি হিমবন্ত (তিব্বত) দেশে থাকিয়া সম্ভবতঃ জনশ্রুতি অবলম্বনে ললিতচন্দ্র ও গোপীচন্দ্রকে বিমলচন্দ্রের পুত্র বলিয়াছেন। গোপীচন্দ্র,৪ বিমলচন্দ্রের পুত্র নহেন এবং ললিতচন্দ্র সম্ভবতঃ গোপীচন্দ্রের অগ্রজ ও শ্রীচন্দ্রের অনুজ ভ্রাতা ছিলেন।

গন্ধর্ব্বসেনের কন্তা যদি মৈনাবতী নহেন, তবে তাঁহার কন্তা কে? তাঁহার কন্তা বিপুলা বা বেহুলা। অগ্রে বলিয়াছি, মনসার কবিগণ, গন্ধর্ব্বসেনকে শাহরাজা, শাহেরাজা, শাহবেণে, শাহ সওদাগর, সায়বেণে ও মুক্তসাহ বলিয়া জানিতেন, তাঁহার আসল নাম জানিতেন না। নারায়ণদেব, এক স্থানে তাঁহাকে 'গন্ধর্ব্ব বণিক'৫ বলিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান হয়, তিনি গন্ধর্ব্ববণিক্ বা গন্ধর্ব্ববেণে নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। হৃদয় ব্রাহ্মণের মনসায়৬ চাঁদের চম্পক হইতে উজানী যাত্রার পথে গঙ্গা (গাঙ্গুর) ও দামোদর পার হওয়া ও নারায়ণদেবের মনসায়৭ উজানী হইতে চম্পকে প্রত্যাগমন-পথে দামোদর ও গঙ্গা (গাঙ্গুর) পার হওয়ার বিবরণ

৩। See Sarat Chandra Dass, 'A note on the Antiquity of Chittagang' (J. A. S. B., 1878).

৪। গোপীচন্দ্র, রাজা মাণিকচন্দ্রের পুত্র। গত সন ১৩২৩, চৈত্রের 'সুবর্ণবণিক্‌সমাচারে' আমার 'বণিক্ ইতিহাসের কিয়দংশ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫। সুকবি কবি মনসা, ২৫২ পৃঃ।

৬—৭। ঐ ঐ। ৩৩০।৩৩৮ পৃঃ।

দৃষ্টে বোধ হইতেছে, গন্ধর্ব্বসেন, লখিন্দরকে স্বীয় কন্যা বিপুলা বা বেহুলা সম্প্রদানের পর, রাঢ়দেশের অজয়তীরস্থ উজ্জয়িনী হইতে নির্গত হইয়া, সপরিবারে পূর্ব্ববঙ্গে যান এবং সেখানে উজানী নগরী (ত্রিপুরা জেলা) নিবেশিত করেন। গন্ধর্ব্বসেন, সে দেশে অবস্থানকালে পূর্ব্বোক্ত শাহরাজা প্রভৃতি নামে এবং গন্ধর্ব্ববণিক্[৮] ও গন্ধর্ব্বরাজা নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। গন্ধর্ব্বসেন যে সশরীরে ঐ দেশে বর্ত্তমান ছিলেন, গোরক্ষবিজয় গ্রন্থেও তাহার নিদর্শন পাইতেছি। উক্ত গ্রন্থকার, তাঁহার আদর্শ—পূর্ব্বগত কোনও কবির কাব্যে নিশ্চয়ই "গন্ধর্ব্বরাজা" পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি স্বীয় গ্রন্থে গোরক্ষনাথের প্রভাব বর্ণনাকল্পে 'বিরহিণী' নাম্নী গন্ধর্ব্বরাজার কন্যার[৯] প্রসঙ্গ করিয়া একটি আজগুবি কাহিনী দিয়াছেন।

ভর্ত্তৃহরি সিংহলপট্টনের রাজকন্যা 'সামদেঈ' বা 'শ্যামাদে'কে[১০] বিবাহ করেন। সিংহলপট্টন কোথায়? সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৫শ ভাগে প্রকাশিত আমার 'রাঢ়দেশের দুই প্রাচীন রাজবংশ' প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে, আমার নির্ণয় অনুসারে বণিক্‌রাজ সিংহবাহুর রাজধানী সিংহপুরের বর্ত্তমান নাম—সিঙ্গুর (তারকেশ্বর রেলওয়ে)। সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ হইতে তাম্রপর্ণি (লঙ্কা) দ্বীপের নাম হয়,—সিংহল দ্বীপ। 'কারণ্ডব্যূহে' বিজয়সিংহ 'সিংহলরাজ' ও তাঁহার সহচরগণ 'বণিক্‌পুত্র' কথিত হইয়াছেন। কারণ্ডব্যূহ ও মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থানুসারে ইঁহাদের সংখ্যা ৫০০ এবং মহাবংশ নামক সিংহলের ইতিহাস অনুসারে ৭০০ ছিল। সিঙ্গুরের তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব সরস্বতী নদীতীরে সিংহপুরের সিংহরাজাদের সিংহলপট্টন নামক এক বন্দর ছিল। বিজয়সিংহ, এই বন্দর হইতেই জাহাজে উঠিয়া তাম্রপার্ণী দ্বীপে যান। এই সিংহলপট্টনই চণ্ডীকাব্য ও মনসামঙ্গলকর্ত্তা কবিদের—সিংহল পাটন ও সিংহল দ্বীপ। এ কালে উহার নাম হইয়াছে—সিঙ্গের ভেরি। বক্তা ভরথরীচরিত্র-কর্ত্তা, ইহাকেই আপন গ্রন্থের সর্ব্বত্র—'সংগলদ্বীপ' ও ১২৭ পৃষ্ঠায় 'সিংহলদ্বীপ' করিয়াছেন।

৮। নারায়ণদেব, গন্ধর্ব্ববণিক্, জাতিবাচক মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি চাঁদকে ছদ্মবেশী গন্ধর্ব্ববণিক্ সাজাইয়া তাঁহার মুখে পরিচয় দান স্থলে 'গন্ধর্ব্ববণিক্' (২০২পৃঃ) এবং বিপুলার পরিচয় দানকালে তাঁহার মুখেও—'গন্ধর্ব্ববণিক্' (৩৩৮ পৃঃ) বলাইয়াছেন। কিন্তু গন্ধর্ব্ববণিক্ নামে কোনও বণিক্‌জাতির অস্তিত্ব না থাকায়, উত্তরকালে দ্বিজ বংশীদাস—গন্ধর্ব্ববণিক্ স্থলে, চাঁদের—গন্ধবণিক্ পদ্ধতি'র (১৯২ পৃ) কল্পনা করেন। গান্ধিক, গান্ধি বা গন্ধি একটি প্রাচীন জাতি, নানা শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাশী কোশল দেশে ইঁহারা আগরবাল প্রভৃতি বণিক্‌দিগের অন্তর্গত নহেন। Shérring's Hindu Tribes and Castes গ্রন্থে ইঁহাদিগকে শিল্পিক জাতির অন্তর্গত দেখা যায় এবং কাণপুর প্রভৃতি বড় বড় নগরে বৎসর বৎসর যে বৈশ্যমহাসভা (Conference) বসিয়া থাকে, তাহাতে গন্ধির স্থান নাই।

৯। গোরক্ষবিজয় ৩৪ পৃষ্ঠায় ৪ সংখ্যক পাঠান্তর দ্রষ্টব্য। 'গর্ব্বজয় রাজহতা', 'গার্জ্জনের রাজহতা' (৩৪ পৃঃ) ও 'গর্ব্বস্বরাজহতা' (পরিশিষ্ট ক) (১৬ পৃ) পাঠান্তর হইতে গন্ধর্ব্বসেন রাজহতা ও গন্ধর্ব্ব-রাজহতা পাওয়া যাইতেছে।

১০। কলিকাতায় মুদ্রিত হিন্দী ভরথরীচরিত্র দ্রষ্টব্য।

ঐ পুস্তক হইতে ভর্ত্তৃহরির পুত্রের নাম জানিতে পারি নাই। তাঁহার পুত্রবধূ রাণী ফুলবাঁ। পশ্চাৎ "রাজা বিক্রমকেশরী ও ধনপতি সদাগর" প্রবন্ধে প্রমাণের সহিত দেখাইব, ভর্ত্তৃহরির পুত্র—রাজা সুরথ বা সুরথাদিত্য। ইনি উজানীর অনতিদূরস্থ সুপুর নামক নগরে রাজত্ব করিতেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, "চুণার চরণাদ্রি" প্রবন্ধে১১ লিখিয়াছেন,—"ভর্ত্তৃহরি, উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা" এবং "উজ্জয়িনী হইতে এক ক্রোশ উত্তরে শিপ্রানদীতীরে ভূগর্ভস্থ অট্টালিকামধ্যে ধ্যানস্থ ভর্ত্তৃহরি ও তাঁহার গুরু গোরক্ষনাথ, রাণী পিঙ্গলার মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।"

নিখিল বাবুর মত খণ্ডন

মন্তব্য—উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিতে মালবীয় জনগণের অব্দের সংবৎ নামদাতা, নবরত্ন-সভাধিষ্ঠিত উজ্জয়িনী-পতি বিক্রমাদিত্যকে বুঝাইতেছে। গোরক্ষনাথ—ভর্ত্তৃহরি ও ময়নামতীর গুরু ছিলেন, তিনি ঐ শকারি বীর বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরির গুরু হইতে পারেন না। রাজ্ঞী পিঙ্গলা কে? ভরথরীচরিত্র হইতে জানি, উনি রাণী সামাদেঈর ভগিনী ও ভর্ত্তৃহরির শ্যালী। রাণী পিংগলার সর্পদংশনে মৃত্যু হইয়াছিল। আর চুণারে নিখিল বাবুর উক্ত যে ভর্ত্তৃহরির আশ্রম ছিল, তিনিও পূর্ব্বোক্ত বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিয়া বোধ হয় না। কেল্লার যে অংশ ভর্ত্তৃহরির প্রাসাদ নামে প্রসিদ্ধ আছে, সেই স্থানে বসুরাতের শিষ্য, বৈরাগ্যশতককর্ত্তা ভর্ত্তৃহরির আশ্রম ছিল। অযোধ্যা প্রদেশের রাঞ্চি নামক নগর, বোধ হয় ইনিই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন১২। এই ভর্ত্তৃহরি, বৈরাগ্যশতক ব্যতীত শৃঙ্গারশতকং ও নীতিশতকং লিখিয়াছিলেন এবং তিনি একজন বৈয়াকরণ ছিলেন। স্বর্গীয় ভট্ট মোক্ষমূলর, অমিতায়ুর্ধ্যান-সূত্রের ভূমিকায় বলিয়াছেন,—ইৎসিং, ভর্ত্তৃহরির মৃত্যুকাল ৬৫০ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। ইৎসিং খৃঃ ৬৭১—৬৯০ অব্দে ভারতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ভরথরীচরিত্রে লেখা আছে, ভর্ত্তৃহরি, যোগিবেশে 'সংগলদীপে' যাইয়া গোরক্ষনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে 'কামরূ(প)' দেশে ও তৎপরে 'কনকামে' বা 'কনকোঁমে' (আমাদের কনকক্ষেত্রে?) গমন করেন এবং আবার 'সংগলদীপে' যাইয়া গোরক্ষনাথের চেলা হন। শুনিয়াছি, গুরুমুখী পঞ্জাবী ভাষায় লিখিত 'গোরক্ষ অবদেশ' গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, গোরক্ষনাথ কামাখ্যায় গিয়া অনেক শিষ্য করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র গীতে লিখিত আছে,—'কদলীর বন', 'কদলীসহর' বা 'কদলি'তে আবদ্ধ স্বীয় গুরু মীননাথকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত গোরক্ষনাথকে তথায় যাইতে হইয়াছিল। ঐ কদলীর বন যে কামরূপের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত, তাহা ঐ পুস্তকের টীকায় দেখাইয়াছি। মীনচেতন ও গোরক্ষবিজয় পুস্তকেও

১১। ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ—সন ১৩২৪।

১২। Gazetteer of the Provinces of Oudh, Rai Barelei, District, P. 220.

মীননাথকে উদ্ধার করিতে গোরক্ষনাথের 'কদলি'তে যাওয়ার ও সেখানকার সবিস্তর বর্ণনা আছে।

ভর্ত্তৃহরি, এক শৈব যোগিসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। সেই যোগিসম্প্রদায়ের নাম—ভর্ত্তৃহরি। তাহারা ভর্ত্তৃহরিকে স্বীয় সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক বলিয়া অঙ্গীকার করে১৩। শ্রীযুক্ত নিখিল বাবু লিখিয়াছেন,—"ভর্ত্তৃহরি হইতে এক যোগিসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা বাদ্যযন্ত্র হস্তে ভর্ত্তৃহরির গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে। কাশীধাম তাহাদের প্রধান স্থান।" মলয় গিরির পশ্চিমে—'মল্লার দেশ' (ত্রিবাঙ্কুর, দক্ষিণ মলবর)। মহাপ্রভু ঐ দেশে "ভট্টমারী" সম্প্রদায় দেখিয়াছিলেন। ইহারা পরিবার ও পশুপাল সঙ্গে লইয়া সশস্ত্রে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করে। কোনও লেখক ভট্টমারী ও ভর্ত্তৃহরি অভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়াছেন।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল

পরিশিষ্ট

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়-লিখিত 'চন্দ্রসেন রাজার শিবলিঙ্গ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ফাল্গুন মাসের (সন ১৩২৭) ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক, মঙ্গলকোটের প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমকেশরীকে, রাজা চন্দ্রসেনের বংশধর বলিয়াছেন। রাজা চন্দ্রসেনের নিকট অনেক রাজা মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। মঙ্গলকোট থানার অধীন একটি গ্রামের নাম—নিগনগ্রাম। এই গ্রামে বি, কে রেলওয়ের একটি ষ্টেশন হইয়াছে। নিগন গ্রামের পশ্চিম পাড়াটি জগদীশপুর নামে কথিত। বহু পূর্ব্বে জগদীশপুর বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল, তাহা প্রাচীন পার্শী ভাষায় লিখিত দলিল হইতে জানা যায়। এই গ্রামের দিকে ব্রাহ্মণী নামে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিতা। এই নদীতীরে মঙ্গলকোট উজানীর গৌরবরবি চন্দ্রসেন রাজার রাজবাটী ছিল। এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। চন্দ্রসেনকে লোকে "চাঁইরাজা" বলিয়া থাকে এবং তাঁহার খানিত সরোবরকে "চাঁইদিঘী" বলে। লেখকের গৃহস্থিত একখানি পুঁথির নাম—"চন্দ্রেশ্বর-মাহাত্ম্য"। আরম্ভ এই,—

"নত্বা হরপদাম্ভোজং কলিকল্মষনাশনং।
লিঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যং হি বর্ণ্যতে শিবশর্ম্মণা॥
সুহ্মদেশ মধ্যে এক উজানী নগর।
চন্দ্রসেন নামে তথা ছিল নরবর॥

১৩। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, ১৪১ পৃঃ।

শেষ,—

"দ্বিজ শিবশর্ম্মা ভণে ভাবি একমনে।
মহাদেব বিনা নাহি অন্য কারে জানে॥
বাৎসবগোত্রকুলোদ্ভবেন শিবগুপ্তেন শর্ম্মণা।
বর্ণ্যতে হি মাহাত্ম্যং যৎ শ্রুতং ময়ানুলোকতঃ॥"

"এই কবিতার লেখক এই নিগনগ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণ। তাঁহার নাম শিবশর্ম্মা, বাৎসব গোত্রের অনেক ব্রাহ্মণ উক্ত গ্রামে বাস করেন।" লেখক আরও বলেন, "মঙ্গলকোটের সকল রাজাই শৈব ছিলেন।"

সিদ্ধেশ্বর-মাহাত্ম্য-কর্ত্তা উজানীকে সুহ্মদেশের অন্তর্গত বলিয়াছেন। Geographical Dictionary-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে এম এ, বি এল দেখাইয়াছেন, দশকুমারচরিতের মতে দামলিপ্ত (তাম্রলিপ্তের নামান্তর দামলিপ্ত, ইতি হেমচন্দ্র) সুহ্মদেশের প্রধান নগর। বীরভূম-বিবরণকার, ত্রিষষ্ঠিগড় (শ্যামারূপার গড়) সুহ্মের রাজধানী ছিল, মনে করেন। ত্রিষষ্ঠিগড়ের অদূরে ইলাম বাজারের নিকটবর্ত্তী দেবপুর নামক গ্রামের পার্শ্বে সুহ্মেশ্বরী নামক দেবীমূর্ত্তি যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ছবি বীরভূম-বিবরণে প্রকাশিত আছে।

"রাজা গন্ধর্ব্বসেন ও রাজা ভর্ত্তৃহরি" প্রবন্ধের আলোচনা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় বলিলেন, "প্রবন্ধ-লেখক অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রবন্ধে অনেক নূতন বিষয় আছে, কিন্তু সকল বিষয়ে প্রমাণ উপস্থিত করা হয় নাই। যে সকল হিন্দী গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে কাল্পনিক কথাই অনেক। কোন স্থানে একটি বিষয়ের উল্লেখ দেখিলেই তাহাকে প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে না। বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক যে, আলোচ্য গ্রন্থের প্রামাণিকতা কতদূর। ময়নামতী ও গোপীচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কল্পনা ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। উপন্যাসকার ময়নামতীর ভগ্নীর বনমালা নাম দিয়াছেন। এই নামটী পর্য্যন্ত কোন লেখক ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

"চন্দ্রসেন নামক একজন রাজা মঙ্গলকোট-উজানীতে ছিলেন, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। মঙ্গলকোট-নূতনহাটের একটী প্রাচীন মস্‌জিদের মধ্যস্থ ইষ্টকে "চন্দ্রসেননৃপতেঃ" ইত্যাদি খোদিত ছিল, তাহা আমি নিজেই দেখিয়া আসিয়াছি। সম্ভবতঃ হিন্দু নৃপতির নির্ম্মিত গৃহের ইষ্টক আনিয়া মস্‌জিদে লাগান হইয়াছিল। কিন্তু এই চন্দ্রসেনের সহিত উজ্জয়িনীর ইন্দ্রসেনের বা গন্ধর্ব্বসেনের যে কোন সম্পর্ক ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? গোপীচন্দ্র ও ময়নামতী কোথায় অবস্থিতি করিতেন, তাহা এখনও আলোচনার বিষয়। যে প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা হইতে জাতি সম্বন্ধে কোন মত দেওয়াও চলে না।"

অধিবেশনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—"শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় যে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, ইহার জন্য ইনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তিনি অনেকদিন হইতে বাঙ্গালার প্রাচীনতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন। তিনি দুর্ল্লভ মল্লিকের লেখা গোবিন্দচন্দ্রের গীত নামে একখানি মহামূল্য পুস্তক ছাপাইয়া আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

"গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করা এক অদ্ভুত ব্যাপার। এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার আর দুইবার ঘটিয়াছিল। বুদ্ধদেব রাজত্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, আর চৈতন্যদেবের সময় সাতগাঁ রাজ্যের উত্তরাধিকারী রঘুনাথ দাস রাজ্যত্যাগ করিয়া ভেক লইয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের এই ত্যাগে ভারতবর্ষ মুগ্ধ হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সব দেশে

---

* ২৮শ ভাগ, প্রথম সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠার পর এই আলোচনা পঠিতব্য। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে পরিষদের সপ্তবিংশ বার্ষিক অষ্টম মাসিক অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় "রাজা গন্ধর্ব্বসেন ও রাজা ভর্ত্তৃহরি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই অধিবেশনে উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হয়, তাহাই এস্থলে প্রদত্ত হইল।

সব ভাষায় গোবিন্দচন্দ্রের গীত আছে "গোপীচাঁদ ও ভর্তৃহরি" সব দেশেই গাওয়া হয়। ময়নামতীর কথা সব দেশেই জানে। এই গোপীচাঁদ ভর্তৃহরি ও ময়নামতী কোন দেশের লোক ও কখন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, একথা লইয়া অনেকে অনেক কথা বলেন। শিবচন্দ্র বাবু এক কথা বলিয়াছেন, আমি আর এক কথা বলি। রাজেন্দ্র চোল ১০২৩ অব্দে বাঙ্গালায় দিগ্বিজয় করিতে আসেন। তিনি বাঙ্গালাদেশে গোবিন্দচন্দ্রকে জয় করেন। এই সময় কল্যাণ নগরীতে চালুক্য বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিতেন। ক্ষেমেন্দ্র ইহারই কয়েক বৎসর পরে ভর্তৃহরির শতক হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং ভর্তৃহরিও এই সময়ের লোক। তাঁহাকে যদি বিক্রমাদিত্যের ভাই ধরা যায় এবং তাঁহার সংসার-ত্যাগের কথা যদি সত্য হয়, তবে গোপীচাঁদ তাঁহার ভাগিনেয় হওয়া ও সন্ন্যাস গ্রহণ করা বিচিত্র নহে। ভর্তৃহরির সমাধি আলোয়ারে আছে। পরপর আটটা একই আকারের সমাধি—ভর্তৃহরির সমাধি বলিয়া লোকে জানে। সেকালে বড় বড় মহাপুরুষেরা বার বার জন্মাইতেন বলিয়া লোকের ধারণা আছে। সুতরাং ভর্তৃহরি আটবার কায়া বদলাইয়া ছিলেন। তাই তাঁহার আটটি গোর আছে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, তিনি ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"নাথপন্থ এককালে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই নাথ যোগীরা গিয়াছিলেন ও লোককে আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সিন্ধু কচ্ছ গুজরাত প্রভৃতি দূরদেশেও নাথেরা গিয়াছিলেন। ১৫৮৮ সালে মানসিংহ যোধপুরের রাজা ছিলেন। তাঁহার গুরু দেবনাথকে তিনি একটা নগর দান করিয়াছিলেন, উহার নাম মহামন্দির; উহার পাঁচিলটা প্রায় দু'মাইল হইবে। এখানকার নাথজী খুব বড় লোক।"

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন—"প্রবন্ধ-লেখক রাজা গন্ধর্ব্বসেন ও রাজা ভর্তৃহরির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বলিতে পারা যায় যে, উপাদান সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে যেরূপ সতর্কভাবে সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তিনি সকল স্থানে সেরূপ অবহিত হইতে পারেন নাই। কোন গ্রন্থে কোন বিষয়ের উল্লেখ থাকিলেই যে তাহা অভ্রান্ত ও অকাট্য হইবে, তাহা নয়। গন্ধর্ব্বসেন ভর্তৃহরি সম্বন্ধে ভারতের নানাস্থানে নানারূপ প্রবাদ আছে। কোন দুই জায়গার প্রবাদের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তারপর লিপিকরপ্রমাদও যথেষ্ট আছে। গোরক্ষনাথ সম্বন্ধেও নানা মত আছে। এই সমস্তের বিশেষ বিবরণ আমি সম্প্রতি নাথ-সম্প্রদায় সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের বক্তৃতায় যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। ভর্তৃহরি যে কল্যাণীয় রাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা, তাহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে হয়। যাহা হউক, প্রবন্ধকার যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি।"

—·—০——

মানভূম-বরাহভূমে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা

যে দ্বাদশটি তাম্রমুদ্রার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল, সে কয়টি মানভূম জেলার বরাহভূম পরগণাস্থিত বেলডি গ্রামে আমি ২০শে মে, ১৯১৯ তারিখে পাই। তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে পুরুলিয়ার ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেবচন্দ্র সরকার মহাশয় ঐ জাতীয় একটি মুদ্রা আমাকে দেখান। সেটি দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে, ইহা কোন তাম্রপাত্রের ভগ্ন অংশ, মুদ্রা নহে। এইরূপ মনে করিবার প্রধান কারণ এই যে, সেটির পরিধি বেশ গোল না হইয়া, এক পার্শ্বে খানিকটা হাতলের মত বাহির হইয়াছিল, যাহা দেখিলে মনে হয় যে, বড় কোন একটা জিনিষ ভাঙ্গিয়া এরূপ আকারে দাঁড়াইয়াছে। এ দেশে ধান মাপিবার পয়লা (যাহাকে আমাদের দেশে খুঁচি অথবা শলি অথবা কুনকে বলে) অনেক সময় পিত্তল, তামা অথবা অন্য ধাতুনির্ম্মিত হয় ও তাহার গাত্রে অনেক সময় চিত্র অঙ্কিত থাকে। এরূপ তাম্র-নির্ম্মিত পয়লা ভাঙ্গিয়া গেলে অনেকটা এইরূপই জিনিষ হইবে; এবং আমার মনে হইয়াছিল যে, ভূদেব বাবু যাহাকে তাম্রমুদ্রা বলিতেছেন, তাহা কোন পুরাতন যুগের পয়লার ভগ্নাংশ মাত্র।

কিন্তু ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসের বিহার ও উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটির পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধ পড়িয়া ও ঐ প্রবন্ধের শেষে সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলি দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, আমারই ভুল হইয়াছে। মান্যবর ই, এচ, সি, ওয়াল্‌স সাহেবের "পুরীকুষাণ কয়নস"-শীর্ষক প্রবন্ধের শেষে যে বারটি তাম্রমুদ্রার চিত্র ছিল, তাহার মধ্যে ছয়টিতে (৪, ৫, ৬, ১০, ১১ ও ১২ সংখ্যা) ঐরূপ হাতলের মত বর্দ্ধিত ভাগ ছিল ও দুই সংখ্যক ব্যতীত অপর সকলগুলিতেই যে চিত্র ছিল, সেগুলি ভূদেব বাবুর সেই তাম্রমুদ্রারই ঠিক অনুরূপ। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত Notes on Indian Numismatics প্রবন্ধের তিন সংখ্যক চিত্রেরও এক পৃষ্ঠের ছবি ঐ জাতীয়; এটিতে কিন্তু ঐরূপ হাতল নাই। চিত্র মিলাইয়া দেখিলে, ভূদেব বাবুর প্রদত্ত মুদ্রাটি যে পুরীকুষাণজাতীয় মুদ্রা, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ রহিল না।

কার্য্যব্যপদেশে বরাহভূম পরগণাস্থ বলরামপুর বাজারে আমাকে যাইতে হয়: তথা হইতে সন্ধান লইয়া সাত মাইল দূরস্থিত বেলডি গ্রামপ্রান্তে স্থিত শ্মশানটাঁড় নামক শ্মশানভূমি হইতে কয়েকটি এই জাতীয় মুদ্রা প্রাপ্ত হই। তাহা হইতে ছয়টি (১, ২, ৩, ৫, ৯ ও ১০ সংখ্যক) পাটনা মিউজিয়মের কিউরেটর মহাশয়কে দিয়াছি ও অপর ছয়টি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় লোকে এগুলিকে 'গৌড়ি পয়সা' নামে অভিহিত করে।

এই মুদ্রাগুলি কোন্ কালের ও কিরূপে এখানে আসিল, আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতে

পাওয়া যায় যে, যে স্থান হইতে এগুলি পাওয়া যায়, তাহার একটি বিশিষ্টতা আছে। ইহা হইতে তাম্রমুদ্রাগুলির ইতিহাস সম্বন্ধে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্থানটির নাম শ্মশানটাঁড়; এরূপ নামের কারণ হইতেছে যে, তাহার পার্শ্বেই ভূমিজ জাতির একটি সমাধিস্থল রহিয়াছে। প্রত্যেক ভূমিজ-পরিবারের এক একটি নির্দ্দিষ্ট সমাধিস্থল থাকে, সে স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও অস্থি বা ভস্মাবশেষ প্রোথিত করে না। এক গোত্রের সমাধিস্থলে অন্য গোত্রের সমাধি হইতে পারে না। বেলড়ির শ্মশানটি কাউরি-গোত্রীয়দের সমাধিস্থল।

ভূমিজদিগের সমাধিস্থলে জমির উপর বড় বড় পাথর সারবন্দি করিয়া সাজান থাকে। এক একখানি পাথর এক একটি সমাধি। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, শায়িত এক একটি বড় পাথরের তিনটি কিংবা চারিটি ছোট ছোট পাথরের খুঁটার মত আছে। কিন্তু খুঁটাগুলি প্রায়ই মৃত্তিকায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। যদি মৃত্তিকা সরাইয়া সেই খুঁটাগুলি বাহির করা যায়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের ইতিহাসে ব্রিটনদের সমাধিস্থলে যে কমলেকের বিবরণ থাকে, অনেকটা সেইরূপই প্রতীয়মান হয়।

এরূপ সমাধিস্থলী অনেক গায়েই আছে, কিন্তু বেলড়ির শ্মশান ভূমিতে একটি জিনিষ দেখিলাম, যাহা আর কোথায়ও দেখি নাই। এ দেশে অনেক জৈন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে ও এই সকল মন্দিরের নিকট প্রায়ই পাথরের ছোট ছোট প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরের প্রতিকৃতিগুলিকে কি বলে, জানি না; কোনও কোনও পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি যে, আমরা যেমন ঠাকুরের নিকট মানত করি, জৈনেরা সেরূপ মন্দিরের প্রতিকৃতি বসাইবার জন্য মানত করিতেন। ঠিক এই জাতীয় একটি জিনিষ বেলড়ির শ্মশানের মধ্যস্থলে বিরাজমান। নিকটে কোন জৈনমন্দির ছিল বলিয়া জানি না; ভূমিজের সমাধিস্থলে এইরূপ জৈনমন্দিরের প্রতিকৃতি কোথা হইতে আসিল, কেহ বলিতে পারিল না। এইমাত্র শুনিলাম যে, বেলড়ির লোকেরা এই মন্দির-প্রতিকৃতিটিকে নিশান বলে ও ভূলাগ্রামে (এ স্থান হইতে আন্দাজ বার মাইল দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে) কাহনগোত্রীয় ভূমিজদের সমাধিস্থলে এরূপ আর একটি নিশান আছে। ভূলাগ্রামে যাইবার আমার কখনও সুযোগ হয় নাই। বেলড়ির শ্মশান-ভূমির একটি ফটোগ্রাফ গৃহীত হইয়াছে ও মন্দির-প্রতিকৃতিটিরও একটি পৃথক্ ফটো লওয়া হয়; সেই দুইটি এখানে দিলাম। সমস্ত শ্মশানভূমির চিত্রটিতে মন্দির-প্রতিকৃতিটি ততটা স্পষ্ট উঠে নাই, একটু খুঁজিয়া দেখিতে হয়; সুবিধার জন্য তাহার উপরিভাগে "ক" চিহ্ন দিয়া দিলাম।

শুনিয়াছি, প্রাচীন কালে অনেক জাতির মধ্যে, মৃত ব্যক্তির সমাধির নিকট পাত্রবিশেষে করিয়া চলিত মুদ্রা কিছু কিছু রাখিয়া দিবার প্রথা ছিল। এইরূপ কোন প্রথা এই "পুরীকুষাণ" মুদ্রাগুলির বেলড়ির শ্মশানভূমির নিকটস্থ স্থানে আসিবার কারণ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এইরূপ গেঁড়িপয়সার সঙ্গে কখনও যে কোন মৃন্ময় বা ধাতুনির্ম্মিত পাত্র বা পাত্রের ভগ্নাংশ

পাওয়া গিয়াছে, এরূপ কথা কেহই বলিতে পারিল না। আমি এ সম্বন্ধে বেলুড়ির লোকদিগকে বারবার প্রশ্ন করিয়াছিলাম।

ভূদেব বাবুর নিকট যে গ্রীক অক্ষর-লিখিত তাম্রমুদ্রাটি পাইয়াছিলাম, সেটি আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট দিয়াছি। সেটির সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীচুণীলাল রায়

পুরীকুষাণ মুদ্রা সম্বন্ধে মন্তব্য

(১)

চুণীবাবু যেরূপ মুদ্রা পাইয়াছেন, ঐরূপ ৫৪৮টি মুদ্রা পুরী জেলায় ১৮৯৩ সালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ডাক্তার হর্ণলে ১৮৯৫ সালের এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্যবিবরণীতে সেগুলির বিবরণ দিয়াছেন। তাহারও পূর্ব্বে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে গঞ্জাম জেলায় ঐ ধরণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। ওয়ালটার ইলিয়ট্ নামক একজন সাহেব ঐ বৎসরের মাদ্রাজ জর্ণ্যাল অফ্ লিটারেচার ও সায়েন্স পত্রিকায় সেগুলির বিবরণ দিয়াছেন। ১৯১৭ সালে বাঁকিপুরের ওয়াল্‌স্ সাহেব সিংহভূম জেলায় রাখা পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে ৩৮০টি এই ধরণের মুদ্রা পাইয়াছিলেন। ১৯১৯ সালের বিহার এবং উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটির জর্ণ্যালে তিনি তাহার মধ্য হইতে কতকগুলির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পর চুণীবাবুর এইগুলি।

এইরূপ মুদ্রা কোথায় কোথায় পাওয়া গিয়াছে।

কণিষ্কের যে সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার সোজা দিকে কণিষ্কের দণ্ডায়মান প্রতিমূর্ত্তি আছে এবং অপর দিকে চন্দ্রদেবের দণ্ডায়মান প্রতিমূর্ত্তি আছে। কণিষ্কের দাড়ি আছে, মাথায় টোপরের মত টুপি আছে। গায়ে কোট, পরিধানে পেন্‌টুলেন, কোমরে তরবারির খাপের মধ্যে তরবারি। পায়ে শিকারীদের বুট জুতার ন্যায় বুট জুতা। চন্দ্রদেবের গায়ে চাপকান। তাঁহার বাম হস্ত কোমরে ও দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত। একটি অর্দ্ধচন্দ্র দুই স্কন্ধের দুই পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়াছে। তাঁহার এক ধারে একখানি তরবারিও আছে।

এই মুদ্রাগুলিকে কি নামে অভিহিত করা হয়।

যে সকল মুদ্রার কথা বলিতেছি, ইহারও মধ্যে অধিকাংশের সহিত কণিষ্কের মুদ্রার সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া এই মুদ্রাগুলির নাম ''কুষাণ মুদ্রা'' রাখা হইয়াছে। হর্ণলে সাহেব পুরী জেলায় বহুসংখ্যক কুষাণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া উহাদিগকে "পুরীকুষাণ" মুদ্রা বলিয়া গিয়াছেন। অতএব আমরাও চুণীবাবুর মুদ্রাগুলিকে ঐ নামে অভিহিত করিব।

এই সকল মুদ্রা দেখিতে অত্যন্ত অসমতল, ধারগুলি ভাল করিয়া কাটাও হয় নাই। এমন কি, ছাঁচে ঢালাই করিবার সময় এক দিকে হাতলের মত একটু যাহা বাহির হইয়া থাকে, তাহাও ইহাতে আছে। ওয়াল্‌স্‌ সাহেব রাখা পর্ব্বতের অনতিদূরে তামা প্রস্তুত করিবার পুরাতন একটি কারখানার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, নিকটে একটি টাঁকশাল ছিল। মুদ্রাগুলি কাটাছাঁটা ও পালিস হইবার পূর্ব্বেই হয় ত টাঁকশাল উঠিয়া গিয়াছিল। যদি তাঁহার কথা ঠিক হয় এবং যদি ভাল করিয়া খোঁজ করা যায়, তাহা হইলে যে যে স্থান হইতে পুরীকুষাণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সেই সেই স্থানে টাঁকশালের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বত্র সেইরূপ ভগ্নাবশেষ পাইবার কোন খবর পাওয়া যায় নাই। আরব ও পারস্যের কোন কোন স্থানে পরজন্মে পয়সার দরকার হইবে বলিয়া, মৃত ব্যক্তির গোরস্থানে পয়সার ভাঁড় পুঁতিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল শুনিয়াছি। ওয়াল্‌স্‌ সাহেব মুদ্রাগুলির নিকটে ভাঁড়ের টুকরা পাইয়াছিলেন, চুণীবাবুও পাইয়াছেন। চুণীবাবুর জায়গার নাম শ্মশানটাঁড়। বলা যায় না, হয় ত আমাদের দেশেও মৃত ব্যক্তির সহিত পরলোকে পয়সা পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল। আমার যত দূর বিশ্বাস, এই মুদ্রাগুলি টাঁকশালের প্রত্যাহৃত পয়সা এবং সেই জন্য সস্তাও ছিল। কিন্তু বাজারে চলিত না বলিয়া, মৃত ব্যক্তির সহিত পরজন্মের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইত।

পুরীকুষাণ মুদ্রার উৎপত্তি ও ব্যবহার।

প্রফেসার র‍্যাপসন্‌ মুদ্রাগুলির সময় খৃষ্টীয় অব্দের প্রথম তিন শতকের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট্‌ স্মিথ্‌ খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে ঐগুলির সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ মতভেদের প্রধান কারণ এই যে, উভয়েই কেহই মুদ্রাগুলিতে অক্ষর পান নাই। কিন্তু সম্প্রতি একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে "টংকা" কথাটি স্পষ্ট গুপ্তাক্ষরে লিখিত আছে। রাখালবাবু ভাল করিয়া অক্ষর দুইটি অপর শিলালিপির অক্ষরের সহিত মিলাইয়াছেন। তাঁহার মতে এইরূপ সমস্ত মুদ্রা খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগের পূর্ব্বে তৈয়ারী হইয়াছিল, হয় ত ষষ্ঠ শতকেও ঐগুলি প্রচলিত ছিল। তিনি বলেন, সে সময়ে অন্যান্য মুদ্রার সহিত কণিষ্কের মুদ্রাও প্রচলিত ছিল এবং তাহারই নকল করিতে গিয়া "পুরীকুষাণ" মুদ্রার উৎপত্তি হইয়াছিল।

সময় নির্দ্দেশ।

মুদ্রার বিবরণ

সংখ্যা	সোজা	উল্টা
১।	দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্ত উপর দিকে বাঁকান। বাম হস্ত প্রসারিত। পরিধানে চাপ্‌কান, পায়ে বুট। বুটের অগ্রভাগ	দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্ত উপর দিকে বাঁকান। বাম হস্ত নাই। বাম স্কন্ধের বাম দিকে

সংখ্যা	সোজা	উল্টা
১।	অনেকটা নাগরা জুতার ন্যায়। জুতা লম্বা-লম্বি প্রসারিত।	অর্দ্ধচন্দ্র। পরিধানে চাপকান। জুতা সোজা দিকের ন্যায়।
২।	প্রথম সংখ্যার ন্যায়। ইহাতে কেবল বুটজুতার অগ্রভাগ নাগরা জুতার মত বাঁকান নহে—সোজা।	প্রথম সংখ্যার ন্যায়। ইহাতে বুটজুতা সোজাদিকের মত।
৩।	দ্বিতীয় সংখ্যার ন্যায়।	দ্বিতীয় সংখ্যার ন্যায়।
৪।	তৃতীয় সংখ্যার ন্যায়। কেবল বুট অপেক্ষাকৃত ছোট।	তৃতীয় সংখ্যার ন্যায়। কেবল জুতা সোজা দিকে যেরূপ।
৫।	১ সংখ্যার ন্যায়। ছাঁচের দোষে পেটের খানিকটা খাইয়া গিয়াছে।	১ সংখ্যার ন্যায়।
৬।	*৪ সংখ্যার ন্যায়। কোমর ভারি সরু।*	*৪ সংখ্যার ন্যায়।*
৭।	২ সংখ্যার ন্যায়।	২ সংখ্যার ন্যায়।
৮।	২ সংখ্যার ন্যায়। বড়ই বসা। বাম পায়ের খানিকটা খাইয়া গিয়াছে।	২ সংখ্যার ন্যায়।
৯।	২ সংখ্যার ন্যায়। কিন্তু বুঝিবার উপায় নাই। অতিশয় ঘসিয়া গিয়াছে। কাঁধের কাছে খানিকটা খাইয়া গিয়াছে।	২ সংখ্যার ন্যায়। কিন্তু অতিশয় ঘসিয়া গিয়াছে। মাথার জায়গায় একটা গর্ত্ত।
১০।	৬ সংখ্যার ন্যায়। বাম হস্তের নীচে খানিকটা খাইয়া গিয়াছে। মাথায় যেন একটা চূড়া।	৪ সংখ্যার ন্যায়। মাথাটা বাম দিকে একটু হেলা।
১১।	৪ সংখ্যার ন্যায়। মাথাটা বাম দিকে একটু হেলা।	৪ সংখ্যার ন্যায়।
১২।	বড়ই ঘসিয়া গিয়াছে। প্রায় কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। যেটুকু দেখা যায়, তাহাতে ১ সংখ্যার মত বলিয়া বোধ হয়।	ইহাও খুব ঘসা। যতদূর বুঝা যায় তাহাতে ৪ নম্বরের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

(২)

ইতিহাস-শাখার আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষ্যে বলিলেন যে, এরূপ মুদ্রা পূর্ব্বে অনেকগুলি পাওয়া যাইলেও পরিষৎ-চিত্রশালায় একটির অধিক রক্ষিত হয় নাই। শুদ্ধ এই কারণেই

শ্রীযুক্ত চুণীবাবু আমাদের ধন্যবাদার্হ। এগুলি দ্বারা মুদ্রাবিভাগের এক অধ্যায়ের ইতিহাস আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে। এ সম্বন্ধে জর্ণ্যাল্ অফ্ দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটির পত্রিকার ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসের খণ্ডে ওয়াল্‌স্ সাহেব সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ বাবু তাহা হইতে সারসংগ্রহ করিয়া দিলেও অল্প কথার মধ্যে বিষয়টি বিশেষ দক্ষতার সহিত বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "পুরীকুষাণ" মুদ্রা সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত পত্রিকায় ওয়াল্‌স্ সাহেবের প্রবন্ধের সহিত একই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। একই মুদ্রার সময় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে দুই জনে ঠিক একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। লিপিতত্ত্ব হইতে দুই জনই বিচার করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর মতে ইহার প্রচারকাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী, ওয়াল্‌স্ সাহেবের মতে সপ্তম শতাব্দী। আমাদের আলোচ্য মুদ্রাগুলির একটিতেও অক্ষর বা কোন লিখা নাই।

কুষাণ মুদ্রার চিত্রগুলির সহিত "পুরীকুষাণ" শাখাস্থ মুদ্রাগুলির চিত্রের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়াই উভয়কেই "কুষাণ" আখ্যায় অভিহিত করা হয়। পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাস্থ কণিষ্ক ও

পুরীকুষাণ নামের সার্থকতা।

চন্দ্রদেবের মূর্ত্তি "পুরীকুষাণ" মুদ্রায় দৃষ্ট হয়; ইঁহাদের বেশভূষা ও দণ্ডায়মান হইবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত একপ্রকারের। এ প্রকার হয় কেন? যে দুর্ব্বল, সে পরাক্রান্তের অনুকরণ করে। কুষাণ সম্রাটেরা আর্য্যাবর্ত্তে একচ্ছত্রেশ্বর ছিলেন; তাঁহারা শিল্পে ও রাষ্ট্রনীতিতে নানাবিধ উন্নতি সাধন করিয়া অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন; সুতরাং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত বস্তু ও বিষয়গুলি যে অনুকরণীয় হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে বিস্ময় কি? গ্রীসের পেরিক্লিসের সময়কার শিল্পের বিশিষ্টতা ও বৈচিত্র্য পরবর্ত্তী যুগে, এমন কি, অদ্যাবধি দৃষ্ট হয়। ইহা না হইয়া যাইতে পারে না। কুষাণ সম্রাট্‌দিগের শিল্পের ধারা সে সময় ও পরবর্ত্তী যুগেও অনুকৃত হইয়াছিল। আমি কুষাণ ভাস্কর্য্য ও গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্য বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া ইহা বুঝিয়াছি। এই কারণেই প্রবলপরাক্রান্ত কুষাণ সম্রাট্‌দিগের মুদ্রার রীতি তৎপরবর্ত্তী ও অল্প পরে গুপ্ত রাজাদিগের মুদ্রাতেও দৃষ্ট হয়।

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ স্থির করিয়াছিলেন যে, এ মুদ্রাগুলি পুরীর মন্দিরে পূজা ও প্রণামী প্রভৃতি হিসাবে ব্যবহৃত হইত। এ সিদ্ধান্ত আদৌ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কোন মন্দির-বিশেষের জন্য কোন মুদ্রাবিশেষের প্রবর্ত্তনার কথা শুনা যায় না। আর তাহা যদি হইবে, তবে দেবদেবীমূর্ত্তি না দেখিয়া, জুতা ও তরবারিযুক্ত রাজমূর্ত্তি দেখা যায় কেন? এবং রাঁচি,

মুদ্রাগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে মতামত।

সিংহভূম, বরাহভূম প্রভৃতি স্থান—যেখানে মন্দির দৃষ্ট হয় না, সেখানেই বা ইহাদের প্রচলন কেন? এ মুদ্রাগুলি সম্বন্ধে আর একটি মত আছে; সেটি এই যে, অলঙ্কার হিসাবে এগুলি ব্যবহৃত হইত; এটি অধ্যাপক র‍্যাপসন্ সাহেবের মত। এ মতও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। মুদ্রা অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহৃত করিতে হইলে গ্রন্থন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই; গ্রন্থন করিতে হইলে বহির্ব্বর্দ্ধিতাংশের

বা ছিদ্রের প্রয়োজন। সে সব কিছুই দৃষ্ট হয় না। আধুনিক যুগে মুদ্রা প্রভৃতি যে ভাবে অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হয়, তখনও হয় ত সেরূপভাবে হইত; কিন্তু তাহা বলিয়া শুদ্ধ যে অলঙ্কার হিসাবে এগুলি প্রস্তুত হইত, এরূপ মনে করিবার কোন কারণই নাই।

ওয়াল্‌স্‌ সাহেব ও রাখাল বাবু "টংকা" শব্দযুক্ত যে মুদ্রাটির আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতেই সপ্রমাণ হয় যে, এ মুদ্রাগুলি মন্দির-পূজা বা প্রণামীর জন্য, কিংবা অলঙ্কার হিসাবে প্রস্তুত হইত না; মুদ্রা হিসাবেই এগুলির সার্থকতা ছিল। এ স্থলে আমার আর একটি কথা মনে হইতেছে, তাহা বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। ইহা মুদ্রাগুলির সময় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে।

সময় নির্দ্দেশ।

অদ্যাবধি যতগুলি পুরীকুষাণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটি ভিন্ন কোনটিরই গাত্রে অক্ষর বা লিপি দৃষ্ট হয় না। ইহা হইতে এই অনুমিত হয় যে, সামান্যতঃ লিপি বা অক্ষরবিহীন মুদ্রাই প্রচলিত হইত, পরে পরীক্ষা ও প্রয়োজন হিসাবে অক্ষর যোজনার চেষ্টা করিয়া দেখা হইয়াছিল; হইতে পারে যে, এ বিষয়ে অসুবিধা ঘটায় বা অন্য কোন কারণে এরূপ মুদ্রা অধিক প্রচারিত হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহা হইতে আমরা একটি সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, তাহা এই যে, অক্ষর বা লিপিযুক্ত মুদ্রাগুলি হইতে অক্ষরবিহীন মুদ্রাগুলি প্রাচীনতর। পাটনা চিত্রশালায় রক্ষিত অক্ষরযুক্ত মুদ্রাটি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবু যে সময় নির্দ্দেশ (ষষ্ঠ শতাব্দী) করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিয়া লইলে সাধারণ মুদ্রাগুলি ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রাচীনতর হইয়া দাঁড়ায়।

এ স্থলে আর একটি কথার উল্লেখের প্রয়োজন; ইহা মুদ্রাগুলির ওজন সম্বন্ধে। আমি

মুদ্রাগুলির ওজন।

চুণীবাবুর প্রদত্ত মুদ্রাগুলি ওজন করাইয়াছি; ওজনাঙ্কগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) ৪৫.৫ গ্রেণ
(খ) ৫৯ ঐ
(গ) ৬০ ঐ
(ঘ) ৬৪.৫ ঐ
(ঙ) ৮২ ঐ

ওয়াল্‌স্‌ সাহেব সিংহভূমিস্থ রাখা পর্ব্বতে প্রাপ্ত পুরীকুষাণ মুদ্রাগুলির যে ওজন লিখিয়াছেন, তাহার সহিত এগুলির অনেকটা সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে; কিন্তু পুরীর নিকটে ডাঃ হর্ণলে যে এইজাতীয় মুদ্রাগুলি পাইয়াছিলেন, তাহার ওজন ২১১ গ্রেণ হইতে ১০৬ গ্রেণ। পয়সা ও ডবল পয়সায় যে সম্বন্ধ, শেষোক্তের সহিত আলোচ্য মুদ্রার যেন অনেকটা সেই সম্বন্ধ। এ স্থলে ১৩১৮ অব্দে শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে কর্তৃক উপহার-প্রদত্ত পরিষৎ-চিত্রশালায় রক্ষিত এ জাতীয় যে মুদ্রাটি আছে, তাহার ওজনটিও বলিয়া রাখা উচিত মনে করি; ইহা ৭৫ গ্রেণ। কিন্তু ইহার ব্যাস মাপিয়া দেখিয়াছি যে, ইহা আলোচ্য মুদ্রাগুলি অপেক্ষা বৃহত্তর। শেষোক্ত মুদ্রাগুলির ব্যাস গড়ে '৭৫" হইতে '৮" ইঞ্চি; আর পূর্ব্বোক্তের ব্যাস $\frac{7''}{8}$ বা '৮৭"।

এ মুদ্রাগুলির মধ্যে দুইটির আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে ; যেটির ওজন ৮২. গ্রেণ, তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮·৭৫, এবং যেটি ৪৫·৫ গ্রেণ, সেটির আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮·৭।[৭]

আপেক্ষিক গুরুত্ব।

এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, ঢালাই তাম্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮·৭৮। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে তাম্র দ্বারা মুদ্রাগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা অবিমিশ্র ; এত প্রাচীন কালে যে ভারতবর্ষে অবিমিশ্র তাম্র প্রস্তুত হইত, তাহা আনন্দ ও বিস্ময়ের বিষয়। এ সম্বন্ধে যদি কোন ইতিহাসজ্ঞ বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়। পরিষদে যে আর একটি এই জাতীয় বৃহত্তর মুদ্রা রক্ষিত আছে বলিয়াছি, তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮·৩। মুদ্রাটি হস্তে ধারণ করিয়াই এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইয়াছিল ; আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করিয়া সে সন্দেহ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছে। মুদ্রাগুলির বিপরীত দিকে চন্দ্রদেবের যে মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার সহিত চন্দ্রকলার আপেক্ষিক অবস্থান হিসাবে ডাঃ হর্ণলে এগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য মুদ্রাগুলির সমস্তই তাঁহার দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত, অর্থাৎ চন্দ্রকলা চন্দ্রদেবের প্রতিমূর্ত্তির বাম দিকে

মুদ্রাগুলির শ্রেণী-বিভাগ।

অবস্থিত। একটি মুদ্রা ব্যতীত ওয়াল্‌স সাহেবের ৭৬৩টি মুদ্রার সকল-গুলিই ডাঃ হর্ণলের তৃতীয় শাখার অন্তর্গত, অর্থাৎ চন্দ্রকলার অবস্থান চন্দ্রদেবের দক্ষিণে ; এই তৃতীয় শাখান্তর্গত মুদ্রাই অধিক লক্ষিত হয়। ডাঃ হর্ণলে পুরীর সন্নিকটে এই জাতীয় যে ৫২৮টি মুদ্রা পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৩০৯টি তৃতীয় শাখার ও ৪২টি দ্বিতীয় শাখান্তর্গত। পরিষৎ মন্দিরে যে এই জাতীয় একটি মাত্র রক্ষিত মুদ্রার কথা বলিয়াছি, তাহা তৃতীয় শাখান্তর্গত। এই শাখার মুদ্রাগুলি প্রায়ই অধিকতর দৃষ্ট হয় ও দ্বিতীয় শাখার মুদ্রাগুলি বিরল। এই হিসাবে চুণীবাবুর প্রদত্ত মুদ্রাগুলির বিশিষ্টতা আছে, স্বীকার করিতে হইবে।

এ স্থানে আর একটি কথা বলিয়া রাখি ; সিংহভূমিস্থ রাখা পর্ব্বতে প্রাপ্ত এই জাতীয় মুদ্রাগুলির আলোচনা-প্রসঙ্গে ওয়াল্‌স্ সাহেব বলিয়াছেন (J. B O R. S, পৃঃ ১৬) যে, এগুলির ধার ছাঁটা নয় বলিয়া ও বহির্ব্বর্দ্ধিতাংশ দৃষ্ট হয় বলিয়া তিনি মনে করেন যে, এগুলি প্রচলিত ছিল না ও প্রাপ্তিস্থানের নিকটে নিশ্চয়ই টাঁকশাল ছিল। এ যুক্তিটি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। প্রায়ই দৃষ্ট হয় যে, এ মুদ্রাগুলির ধার কাটা-ছাঁটা নহে। ওয়াল্‌স্ সাহেবের

ওয়াল্‌স্ সাহেবের মত ও তাহার খণ্ডন।

মুদ্রার ন্যায় চুণীবাবুর মুদ্রাগুলির মধ্যে অনেকগুলি কাটা-ছাঁটা নহে। তাহা হইলে এ স্থলেও কি স্বীকার করিতে হইবে যে, নিকটে টাঁকশাল ছিল ও এ মুদ্রাগুলি প্রচলিত মুদ্রা নহে ? মূল কথাটা এই যে, অল্প মূল্যের মুদ্রা বলিয়া ও কাটা-ছাঁটা প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য বলিয়া, এ বিষয়ে তত মনোযোগ দেওয়া হইত না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির ধার বেশ ছাঁটা।

মুদ্রাগুলির বিবরণ দিতে গিয়া গৌণভাবে বেলুড়ির ভূমিজদিগের সমাধি-স্তম্ভের বর্ণনা

দেওয়া হইয়াছে; ইহা হইতে নরতত্ত্ববিদের কিছু কিছু উপকরণ পাওয়া যাইলেও শিল্প সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। শ্মশানভূমিতে যে শায়িত প্রস্তরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সহিত আয়ারল্যাণ্ড, উত্তরফ্রান্স, ইটালি দেশে দৃষ্ট ডল্‌মেনের (Dolmen) বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। দক্ষিণ-ভারতে এই প্রকারের ডল্‌মেন্ যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। Report of the Ethnological Committee of the Central Province পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মধ্যভারতের ভূমিজদের সমাধি-স্থানের উপরও এই প্রকার প্রস্তর রক্ষিত হয়।

ডল্‌মেন্।

অনেকেই বিদিত আছেন যে, সাঁওতাল পরগণার যে সব স্থানে জৈন-মন্দির প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে পুরুলিয়া জিলা সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। এখানকার জৈন কীর্ত্তিগুলির বিশেষত্ব এই যে, নদীতীরবর্ত্তী স্থানে এগুলি সচরাচর দৃষ্ট হয়। বেল্‌ডির শ্মশানটাঁড়ও নদীতীরবর্ত্তী; সুতরাং এরূপ স্থলে পূর্ব্বে যে জৈনমন্দির প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে বিস্ময় কি? কালক্রমে সে মন্দির লোপ পাইয়াছে; আর যে দেশে কত কত মন্দির ও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রাস্তা মেরামত করিবার জন্য, কিম্বা বাটী নির্ম্মাণ ও সংস্কারের জন্য চিরকাল ধরিয়া উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে, সে দেশে মন্দির বা সৌধের তিরোধান ব্যাপার অতি সহজেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্যই মূল জৈন-মন্দিরটি নয়নগোচর হয় না; কিন্তু কোন অজ্ঞাত, অখ্যাত ভক্তপ্রদত্ত মন্দির-প্রতিকৃতিটি রহিয়া গিয়াছে। ইহাকে ইংরাজিতে Votive Temple বলে। এ প্রতিকৃতির চিত্রটির গাত্রে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি যেন দেখা যাইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে; ইহা ব্যতিরিক্ত ইহার আকৃতিটি দর্শন করিলে, জৈনমন্দির বলিয়া নিশ্চয় করিবার বিপক্ষে কোন কারণই দেখা যায় না। নির্ম্মাণের ধারা আর্য্যাবর্ত্তীয় রীত্যনুযায়ী হইলেও কয়েকটি বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। মন্দিরটি ত্রিরথ-সংজ্ঞক।

জৈন নিশান।

যদিও অনেক ব্রাহ্মণ্য মন্দির ত্রিরথ-প্রণালীতে নির্ম্মিত, আমি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরের রীতিই ত্রিরথ। যে সকল ব্রাহ্মণ্য মন্দিরে এ রীতি লক্ষিত হয়, তাহাদিগকে বৌদ্ধ বা জৈন প্রভাবান্বিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর একটি বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। শেখরের চারি কোণে যে "ভূমি"-সংজ্ঞক অঙ্গ দৃষ্ট হয়, সেগুলি পরস্পর হইতে আমলক-প্রস্তর দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ইহাই আর্য্যাবর্ত্তীয় বা চালুক্যীয় শাখান্তর্গত ব্রাহ্মণ্য-মন্দিরের বিশেষত্ব; কিন্তু এ স্থলে আমলক-প্রস্তর নয়নগোচর হয় না। এগুলির আপেক্ষিক পরিমাণ সম্বন্ধেও নিয়ম আছে; সে নিয়মেরও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। জৈন নিশানটির শেখরের উচ্চতার তন্নিম্নস্থ চতুরস্র অংশের দৈর্ঘ্যের সহিত সম্বন্ধ সাধারণ নিয়মানুযায়ী নহে।

জৈন স্থাপত্য-শিল্প।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

আলোকচিত্র সাহায্যে স্বরের রূপ পরীক্ষা

প্রস্তাবনা

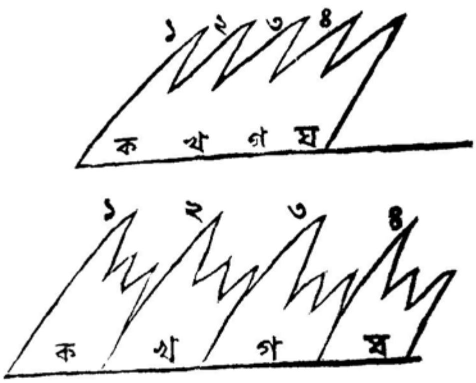
আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে রাগরাগিণীর নানাবিধ রূপবর্ণনা আছে। প্রত্যেক স্বরের এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। স্বর-সাধন-কালে অনুরূপ দেবতার স্বরূপ মনন করিতে হয়; যথা—

ষড়্‌জ	স্বরের	অধিষ্ঠাত্রী	দেবতা	অগ্নি,
ঋষভ	"	"	"	ব্রহ্মা,
গান্ধার	"	"	"	সরস্বতী,
মধ্যম	"	"	"	মহাদেব,
পঞ্চম	"	"	"	দ্বিভুজ বিষ্ণু,
ধৈবত	"	"	"	গণেশ,
নিষাদ	"	"	"	সূর্য্য।

যেমন প্রত্যেক স্বরের রূপ আছে, তেমনি প্রত্যেক রাগেরও রূপ আছে; এবং ঐ রাগের আলাপ সময়ে ঐ রূপের আবির্ভাব হয়। আমি এই প্রবন্ধে স্বর-জনিত বায়বীয় পদার্থের রূপ-বিকৃতি, উহাদের আলোকচিত্রের উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা করিব; আমি পুরাণ তত্ত্বই নূতনভাবে আলোচনা করিতেছি।

শাস্ত্রবর্ণিত রূপ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে সর্ব্ববাদিসম্মত বিজ্ঞানশাস্ত্রমতে একটা কথা মানিতে হয় যে, প্রত্যেক স্বরের এক একটি অনুরূপ মূর্ত্তি আছে। অঙ্গার বাষ্পের (coal gas) জ্বলন্ত অগ্নিশিখা-সাহায্যে কুনিগ্ সাহেব (Kœnig) প্রথমে ঐ রূপ প্রত্যক্ষ করেন এবং আমরা ঐ স্পন্দিত শিখাকে Manometric Flame বলিয়া আসিতেছি। উহা Manometric capsule এর রবারের পাতের স্পন্দনেই স্পন্দিত হয় বলিয়া উক্ত নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এ বিষয় আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু ঐ স্পন্দন-রহস্য Kœnig সাহেবের পরে আর কেহই বিশদভাবে পরীক্ষা করেন নাই। বিজ্ঞানের পুস্তকে স্পন্দিত শিখার নানাপ্রকার প্রতিকৃতি দেওয়া আছে, কিন্তু উহা মনগড়া, হাতে আঁকা চিত্র মাত্র; কোনটাই আলোকচিত্র নহে। সকল পুস্তকেই, এই স্পন্দিত-শিখার উপরিভাগের পরিবর্ত্তন ও আকারভেদ বর্ণিত আছে; শিখার 'জিহ্বাংশের'

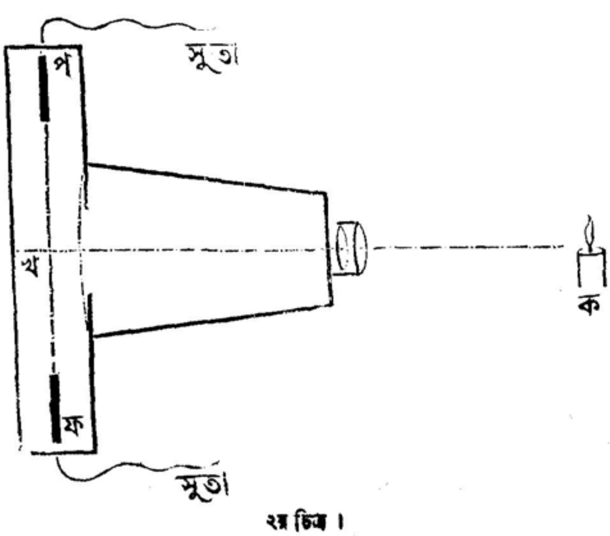
(tongues) দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখা হইয়াছে (যথা ১, ২, ৩, ৪,......১ম চিত্র), কিন্তু উহার তলদেশের (ক, খ, গ,...) প্রক্রিয়ার একেবারেই উল্লেখ নাই বলিলেই হয়। এক্ষণে আমি দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, বাস্তবিক উপরের "জিহ্বাংশ"টা স্পন্দিত শিখার আসল ব্যাপার নহে ; যথার্থ স্পন্দনটা শিখার তলদেশের ব্যাপার, এবং উহা কেবল আলোকচিত্র সাহায্যেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়।



প্রথম চিত্র।

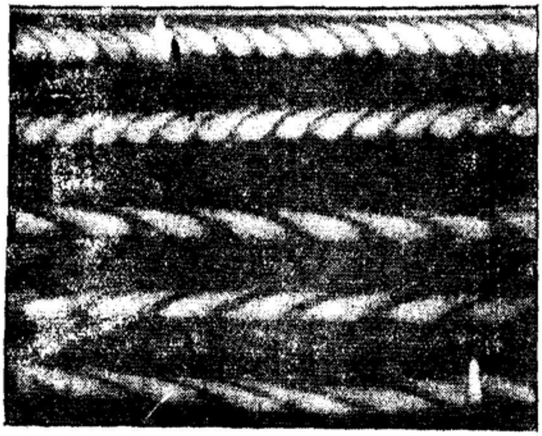
১। স্পন্দিত শিখার আলোকচিত্র

এই আলোকচিত্র লইবার প্রণালী আমি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। Coal gas-এর অগ্নিশিখায় আলোকচিত্র লওয়া অসম্ভব, কাজেই acetelyn gas লওয়া আবশ্যক। যে সুরের স্পন্দন পরীক্ষা করিতে হইবে, উহা যদি Tuning Fork হয়, তাহা হইলে উহার সুরবর্দ্ধক বাক্স (resonance box) অথবা সুরবর্দ্ধক গোলক (resonator) আবশ্যক। কারণ, Manometric Capsule-নিঃসৃত রবারের নলটি resonance box অথবা resonator-এর ভিতর না রাখিলে শিখার উপর সুরের পূর্ণ শক্তির বিকাশ পাওয়া যায় না। এখন Camera সাহায্যে ঐ acetelyn শিখার স্পন্দন photograph করিতে হইলে সাধারণ Cameraকে কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হইবে। আমি ইংরাজি অক্ষর "T"র মত একটি বাক্স ব্যবহার করিয়াছি (২য় চিত্র)। যদি 'ক' স্থানে স্পন্দিত শিখা থাকে, তাহা হইলে Photographic Lens সাহায্যে উহার প্রতিকৃতি 'খ' স্থানে পড়িবে। কিন্তু ঐ সময়ে sensitive plate খানি দুইটি তারের মধ্যে 'প'



২য় চিত্র।

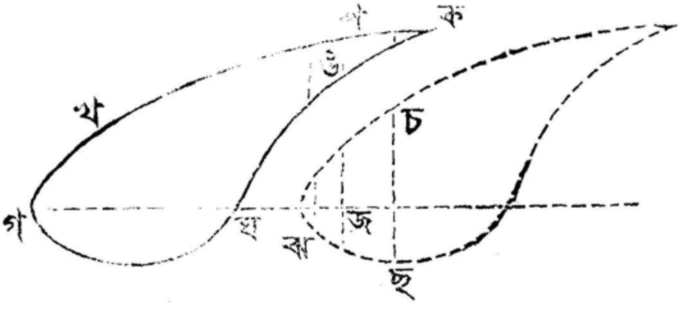
অথবা 'ফ' স্থানে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। উহাকে ইচ্ছামত সুতার সাহায্যে, 'ফ' হইতে 'প' অথবা 'প' হইতে 'ফ' অবধি অতিদ্রুতভাবে টানিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং টানিবার কালীন plate এর প্রত্যেক অংশই যখন 'খ' স্থান দিয়া যাইবে, তখন শিখার প্রত্যেক অবস্থাই অঙ্কিত হইয়া যাইবে। যে দিকে টানা হইবে, তাহার উল্টাদিকেই 'জিহ্বা' বাঁকিয়া থাকে (৩য় চিত্র)। শিখাটি কিছু ঊর্দ্ধে উঠাইয়া অথবা কিছু নীচে নামাইয়া দিলেই একখানি Sensitive plate এই পর পর বিভিন্ন-তানুসারে আলোকচিত্র লওয়া যায়।



৩য় চিত্র।

২। স্পন্দন পরীক্ষা

শিখার একটি সম্পূর্ণ স্পন্দন-চিত্র, যথা (ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ··· ৪র্থ চিত্র), স্পন্দিত শিখার বিভিন্ন অবস্থার সমাবেশ মাত্র; শিখাটি যে অবস্থার পর যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আলোক-চিত্র তাহা ধারাবাহিকরূপে চিত্রিত করিয়া লয়। এইখানে একটি পুরাণ কথার উল্লেখ আবশ্যক। স্পন্দিত পদার্থের কোনও অংশ অথবা কোনও বিন্দু যদি সমভাবে টানিয়া

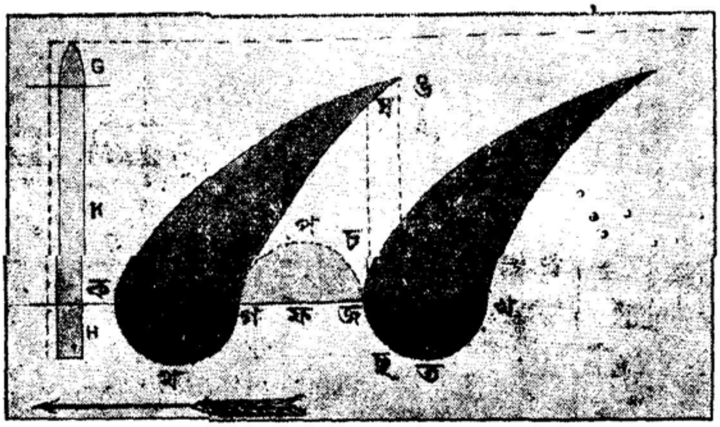


৪র্থ চিত্র।

লওয়া যায় এবং ঐ সময়ে যদি পদার্থটি সমভাবে স্পন্দন করিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ স্পন্দিত অংশ অথবা বিন্দুটি একটি তরঙ্গরেখা (harmonic curve) অঙ্কিত করিবে। আমাদের শিখাটি একটি স্পন্দিত পদার্থ, এবং শিখাটি না সরিয়া তৎপরিবর্তে photographic plate-খানি সরিয়া যাইতেছে। কাজে কাজেই শিখার প্রত্যেক

অংশেই তাহার নিজ নিজ তরঙ্গরেখা (harmonic curve) অঙ্কিত করা উচিত। কিন্তু বস্তুতপক্ষে, সকল অংশ হইতেই আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি না। পুস্তকে যে সকল চিত্র দেওয়া আছে, তাহার কোন অংশই শাস্ত্রমত তরঙ্গাকার (harmonic curve) নহে। আমাদের ৩য় চিত্রস্থ খণ্ডচিত্রের তলদেশগুলি কিন্তু তরঙ্গাকার। যে অংশ তরঙ্গাকার, তাহাই স্পন্দনসম্ভূত, যাহা তরঙ্গাকার নহে, তাহা কখনই স্বাধীনভাবে স্পন্দনসম্ভূত নহে। সুতরাং প্রত্যেক স্পন্দনচিত্রটিকে আমি দুই ভাগে ভাগ করিয়াছি, (১) নিম্নাংশ অথবা স্পন্দিতাংশ (critical flame)* ; (২) জিহ্বাংশ অথবা সহকারী শিখা (auxiliary flame). ৫ম চিত্রে critical flame টি রক্তবর্ণ ও auxiliary flame টি ধূসরবর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছে।

আর এক কথা। যদি ক খ গ .. (৫ম চিত্র) প্রথম স্পন্দন নির্দ্দেশ করে, এবং চ জ ছ··দ্বিতীয় স্পন্দন নির্দ্দেশ করে, তাহা হইলে, আলোকচিত্রের উপরই নির্ভর করিয়া আমাদের স্বীকার করিতে হয় যে, প্রথম স্পন্দন শেষ হইবার অনেক পূর্ব্বেই দ্বিতীয় স্পন্দন আরম্ভ হইয়া থাকে। কারণ, প্রথম স্পন্দনের জিহ্বাংশের খানিকটা দ্বিতীয় স্পন্দনের উপরে



আলোকচিত্র-ফলকের গতি।　　৫ম চিত্র।

আসিয়া পড়িয়াছে। প্রথম স্পন্দনের "ক" (৪র্থ চিত্র) ও দ্বিতীয় স্পন্দনের "চ ছ" একই সময়ে চিত্রিত হইয়াছে, অর্থাৎ যখন "চ ছ" অংশ চিত্রিত হয়, তখন 'ক' অংশ বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু শব্দ-বিজ্ঞান-শাস্ত্রানুসারে পর পর দুইটি স্পন্দনের একই সময়ে অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। প্রথম স্পন্দন একেবারে শেষ না করিলে দ্বিতীয় স্পন্দন আরম্ভই করিতে পারে না। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে আমরা আরও কয়েকখানি আলোকচিত্র পরীক্ষা করিব।

---

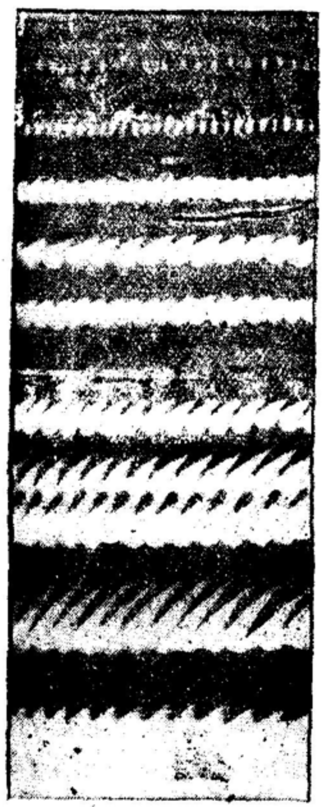
* শিখার যে দৈর্ঘ্য অবধি ঠিক ঠিক তরঙ্গাকার হয়, সেই দৈর্ঘ্যকে আমি critical height বলিয়াছি ; তাহার উপরের অংশকে auxiliary height বলিয়াছি।

কারণ, উহা না করিলে নীচেকার critical flame-এর সহিত উপরকার auxiliary flame-এর সম্পর্ক ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে না।

৩। আলোকচিত্রের পরিবর্ত্তন

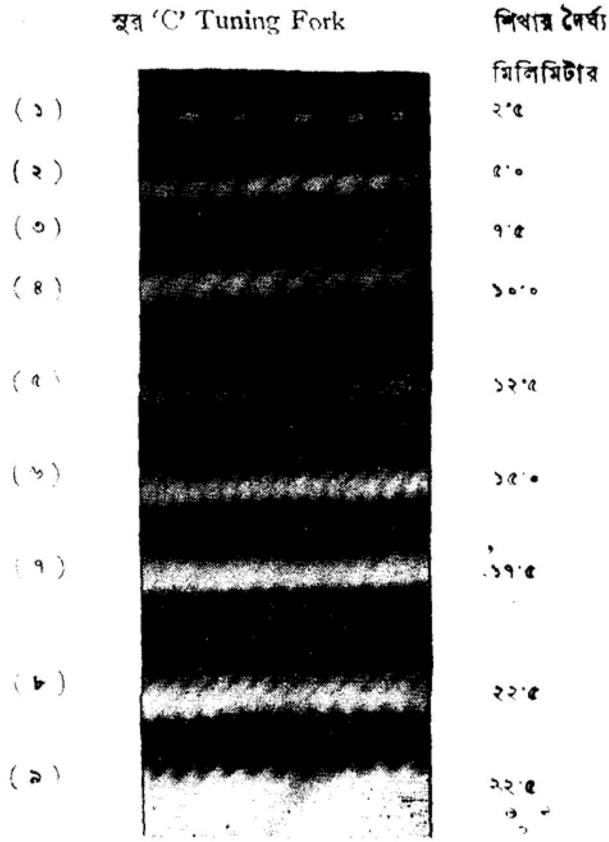
আমরা যদি স্পন্দিত শিখার দৈর্ঘ্য পরিবর্ত্তিত করিতে থাকি, তাহা হইলে চিত্রের আকার ও রূপ উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। নিম্নের চারি খানি আলোকচিত্রে ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের এসিটেলিন শিখার স্পন্দন-প্রণালী চিত্রিত হইয়াছে—

সুর 'C' Organ-pipe . ... শিখার দৈর্ঘ্য



	মিলিমিটার
(১)	২·৫
(২)	৫·০
(৩)	৭·৫
(৪)	১০·০
(৫)	১২·৫
(৬)	১৫·০
(৭)	১৭·৫
(৮)	২০·০
(৯)	২২·৫
(১০)	২২·৫

৬ষ্ঠ চিত্র।



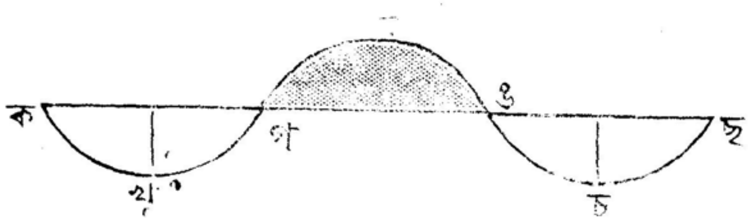
৭ম চিত্র।

এসিটেলিন গ্যাস হ্রাসবৃদ্ধি করিবার চাবি (stop-cock) পূর্ণভাবে খুলিয়া দিলে যে "চেপ্টা" সাধারণ (batswing) শিখা হয়, ৬ষ্ঠ ও ৭ম চিত্রে (১০) ও (৯) দ্বারাই তাহাই দেখান হইয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য ২২·৫ মিলিমিটার; উহাতে স্পন্দনকৃত বিশেষ বিশ্লেষণ নাই, অল্পমাত্র "জিহ্বার" উন্মেষ আছে মাত্র। এই প্রকার স্পন্দন আমরা সাধারণ হারিকেন লণ্ঠনের শিখায় সময়ে সময়ে দেখিয়া থাকি, তবে চক্ষু নাড়িয়া উহার বিশ্লেষণ দেখিতে হয়।

গ্যাসের গতি আরও কতকটা রোধ করিলে মোচার মত (tapering) শিখা হয়, অথচ ২২·৫ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যই থাকে; উহার উপর ও নীচে, দুই দিকেই বিশ্লেষণ আছে। photographic plate-খানি খুব জোরে টানিলে দুইটি পর পর স্পন্দন একেবারেই পৃথক হইয়া যায় (৩য় চিত্র), দুই স্পন্দনের মধ্যে কেবল অন্ধকার ব্যবধান থাকে; অর্থাৎ ১ম ও ২য় স্পন্দনের মধ্যে কিয়ৎকাল কোনও আলোক থাকে না। অনেকে বলেন যে,

ঐ সময় শিখা একেবারেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায় এবং উত্তাপহেতু উহা পুনরায় জ্বলিয়া উঠে (ইহা পরে বিবেচিত হইবে)।

২২.৫ মিলিমিটার হইতে ৭.৫ মিলিমিটার পরিমিত দৈর্ঘ্য পর্য্যন্ত উপস্থিত স্বর-জনিত শিখায় আমরা জিহ্বা দেখিতে পাই, কিন্তু শিখার দৈর্ঘ্য ৭.৫ মিলিমিটারের কম হইলে "জিহ্বা" তিরোহিত হইয়া যায়, অর্থাৎ আমরা ঠিক ঠিক স্পন্দনাংশ বা critical flame পাই। এই দৈর্ঘ্যের দুইটি পর পর স্পন্দন ও তাহার মধ্যস্থিত অন্ধকারভাগ লইলে আমরা শাস্ত্রমত harmonic curve প্রাপ্ত হই (৮ম চিত্র), (৬ষ্ঠ ও ৭ম চিত্রের (৯) ও (৮) নং। Organ pipe এর স্বরজনিত স্পন্দনচিত্রে উপরেও harmonic curve হইয়াছে (৬ষ্ঠ চিত্র (১) ও (২)।



৮ম চিত্র।

৮ম চিত্রে 'ক' হইতে 'ঙ' পর্য্যন্ত একটি পূর্ণ স্পন্দন নির্দ্দেশ করে। ইহার অর্দ্ধ আলোকিত ও অর্দ্ধ অন্ধকারময়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যেক স্পন্দনই কতক সময় আলোকিতাবস্থা এবং বাকী সময়টুকু আলোকশূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আলোকশূন্য বলিলে "নির্ব্বাপিত" অবস্থা বুঝিলে চলিবে না; "আলোকশূন্য" বলিলে বুঝিতে হইবে যে, যে, আলোক দ্বারা Sensitive plate এ কোন কাজ হয় না; ইহারা non-luminous অথবা non-actinic রশ্মি।

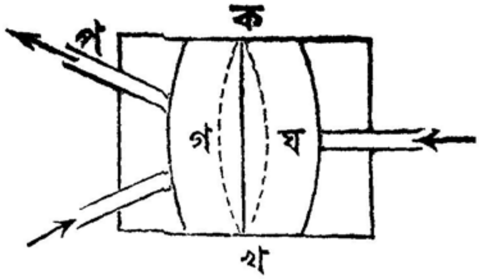
এস্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। ৩য় চিত্রে, স্পন্দন-চিত্রের উপরেই আমি স্থির শিখার চিত্র লইয়াছি; এবং ইহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, স্থির শিখার দৈর্ঘ্য স্পন্দিত শিখার দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক বেশী। অর্থাৎ, স্পন্দন আরম্ভ হইবামাত্রই শিখার উপরের কতকাংশের আলোক এরূপভাবে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া যায় যে, উহা আলোকশূন্য (non-luminous) অবস্থাতেই থাকে।

৪। স্পন্দন-রহস্য

এইবার আমি স্পন্দন-ক্রিয়ার রহস্য আলোচনা করিব, এবং ইহা করিতে হইলে manometric capsule এর আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার কিছু উল্লেখ করিতে হইবে।

সকলেই জানেন যে, উক্ত capsule, একখানি খুব পাতলা রবারের অথবা অভ্রের পাত দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত থাকে। সুর উঠিলেই ঐ পাত কাঁপিতে থাকে; এবং যখনই

কাঁপিতে থাকে, তখনই acetelyn gas এর পরিমাণ harmonic-ভাবে হ্রাস বৃদ্ধি হয়। যদি 'ক খ' (৯ম চিত্র) রবারের অথবা অভ্রের পাত হয়, তাহা হইলে উহার স্পন্দন আরম্ভ হইলেই উহা 'গ' ও 'ঘ' স্থানে গমনাগমন করিতে থাকিবে; গ হইতে ঘ এবং ঘ হইতে গ স্থানে পুনরাগমনকেই একটি পূর্ণ স্পন্দন বলে। এখন দেখিতেছি যে, পাতখানি 'গ' স্থানে আসিলেই



৯ম চিত্র।

বামদিকের acetelyn gas কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইবে, অর্থাৎ যে পরিমাণে, পাতের সাধারণ 'ক খ' অবস্থা কালীন 'প' মুখ দিয়া বহির্গত হইত, তদপেক্ষা এখন অধিকপরিমাণে বহির্গত হইতে থাকিবে। আবার যখন উহা 'ঘ' স্থানে আসিবে, তখন acetelyn gas rarefied হইয়া যায়; সুতরাং এই সময়ে 'প' মুখ দিয়া যে gas বহির্গত হইতেছিল, তাহা সাধারণ অবস্থাপেক্ষা অনেক কমিয়া যায়।

কিন্তু প্রজ্বলিত শিখা যে বায়ুস্থিত অম্লজান সাহায্যে জ্বলিতেছে—তাহা সমভাবেই অম্লজান পাইতেছে। অম্লজানের কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই; কেবল acetelyn gas-এর পরিমাণেরই হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে। ইহার ফলে শিখাটি একবার বেশী আলোকিত এবং একবার আলোকশূন্য হইবে। ইহাকে periodic change of non-luminosity বলা যাইতে পারে। এবং এই রূপান্তর ভাব শিখার তলদেশ হইতেই আরম্ভ হওয়া উচিত।

এখন দেখা যাউক, উপরোক্ত কম্পনের সহিত আমাদের স্পন্দিত চিত্রের সম্বন্ধ কিরূপ; আমরা প্রথমে critical flame-এর দৈর্ঘ্য লইয়া বিবেচনা করিব।



১০ম চিত্র।

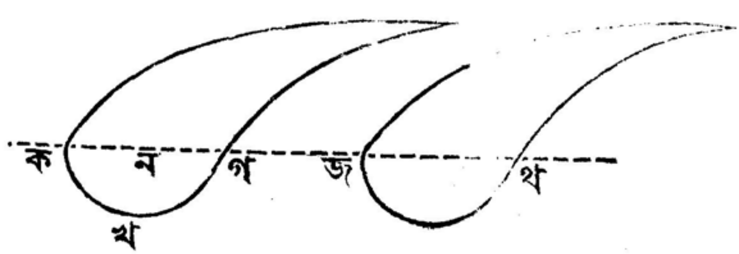
কম্পিত পাতখানি যখন 'প' স্থানে থাকে, তখন আভ্যন্তরীণ gas খুব ঘনীভূত অবস্থায় থাকে, এবং উহার ফলে শিখার আলোক পূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়। ১০ম চিত্রে 'প ক' উহার অবস্থা, অর্থাৎ 'প ক' শিখার দৈর্ঘ্য নির্দেশ করিতেছে। এই স্থান হইতে রবারের পাত [illegible] আরম্ভ করে, তাহেই আলোকাংশ (luminosity) ক্রমশঃই কমিতে

থাকে, অর্থাৎ তলদেশ হইতে আলোকশূন্যাবস্থা (non-luminosity) ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে, এবং আমরা ক্রমশঃ ১, ২, ৩, ৪...দৈর্ঘ্যের শিখাচিত্র প্রাপ্ত হই। যখন পাতখানি সাধারণ 'ক খ' অবস্থায় (৯ম চিত্র) আইসে, তখন শিখা 'ভ' চিহ্নিত দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হয়। ইহার পর হইতে আলোকাংশ এতই কমিয়া যায় যে, শিখা একেবারেই non-luminous অবস্থায় রহিয়া যায় (যথা, ৬, ৭, ৮.....)। এই ভাবের স্পন্দনকে আমরা শিখার দৈহিক স্পন্দন (bodily vibration) বলিতে পারি না, তবে periodic change of luminosity অথবা non-luminosity বলা যাইতে পারে।

'ভ' স্থানে শিখার দৈর্ঘ্য অতিশয় অল্প, আবার ঐ সময়েই পাতের সাধারণ অবস্থা—ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে; কারণ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্পন্দন হইবামাত্রই শিখার কতকটা অংশ আলোকশূন্য হইয়া যায়, কাজে-কাজেই পাতের সাধারণ অবস্থা হইলেও শিখার দৈর্ঘ্য 'ভ' স্থানে অল্প হওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার নহে।

৫। জিহ্বা-রহস্য

যে নিয়মে নীচেকার critical flame স্পন্দিত হয়, যদি ঠিক সেই নিয়মে জিহ্বাংশ অথবা সহকারী শিখাটি স্পন্দিত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহার উভয় পার্শ্বের সৌষ্ঠবের সামঞ্জস্য থাকিত; যে গতি যে ভাবে উপরে উঠিয়া যায়, তাহা পুনরায় নীচে নামিয়া আসিলে, ঐ সামঞ্জস্য রক্ষা হইত। কিন্তু তাহা যখন নাই, তখন নিশ্চয়ই সহকারী শিখায় "স্পন্দন গতি" উপরে উঠিয়া যায় এবং উহা আর নামিয়া আসেনা; উহাতে কেবল একটা ঊর্দ্ধগতি বর্ত্তমান। উহা কিসের ঊর্দ্ধগতি?



১১শ চিত্র।

ধরিয়া লওয়া যাউক, আমরা 'থ' স্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছি। এ স্থানটি gasএর পূর্ণ ঘনীভূত অবস্থা (point of max^{m}. condensation). ইহার পর হইতেই আলোকাংশ কমিতে থাকিবে, অর্থাৎ অন্ধকার অবস্থার (non-luminous region) বৃদ্ধি হইবে; এবং এইরূপে আমরা থ···গ, অবস্থা প্রাপ্ত হই। উহার পরে আলোকাবস্থা একেবারেই মিলাইয়া যাইবে। যদি ক, গ, জ, থ··· critical flameএর সীমা হয়,

অর্থাৎ স্পন্দন-শক্তির বিকাশ ঐখানেই শেষ হয়, তাহা হইলে যে যে অবস্থার স্পন্দন ঐ সীমায় আসিয়া পড়ে, সেই স্পন্দনভাবটি কেবল উপর দিকেই চালিত হয়। যথা :—

•যে স্পন্দন 'ন' সীমায় আসে, উহা পূর্ণ আলোকবৃদ্ধির স্পন্দন বা ধাক্কা; উহার উপর দিকে এই আলোকবৃদ্ধিকারী ধাক্কা চালিত হইবে এবং যতক্ষণ না উহা শিখার সীমায় আইসে, ততক্ষণ চলিতে থাকিবে। কিন্তু Sensitive plate ঐ সময় মধ্যে বাম দিকে সরিয়া গিয়াছে; কাজেই 'উহা' 'ঙ'-স্থানে চিত্রিত হইবে। আবার 'গ' স্থানের স্পন্দনটি অন্ধকারবৃদ্ধিকারী ধাক্কা (pulse of non-luminosity), উহা অন্ধকারবৃদ্ধিকারক অবস্থাতেই চালিত হইবে, অর্থাৎ ঐ ধাক্কা যখন ক্রমশঃ উপরে উঠিতে থাকে, তখন সহকারী শিখাটি ক্রমশঃই অন্ধকারময় হইতে থাকে, কাজেই 'গ' এর উপরিভাগে আলোক নাই। সহকারী শিখায় যে গতিতে ধাক্কা চালিত হয়, তাহা বড় বেশী নহে; উহা সেকণ্ডে ২ বা ২·৫ মিটার মাত্র। একটি পূর্ণ স্পন্দন হইতে যদি $\frac{১}{২৫৬}$ সেকেণ্ড সময় লাগে, তাহা হইলে ইহার তুলনায় উক্ত শিখার ভিতরের ধাক্কার গতি অতি সামান্য মাত্র। যখন সহকারী শিখার ভিতরে ঐ ধাক্কা আস্তে আস্তে উঠিতেছে, তখন হয় ত দ্বিতীয় স্পন্দনের সময় আসিয়া পড়িয়াছে এবং এই দ্বিতীয় স্পন্দন "ক···গ···থ" সীমাতেই হইবে; কাজেই যখন দ্বিতীয় স্পন্দন (Second puff)-জনিত "জ···থ" অংশ পাই, তখনও প্রথম ধাক্কার ফল সহকারী শিখায় বর্ত্তমান থাকাতে উহারা উভয়ই একই সময়ে চিত্রিত হয়।

'জ'-চিহ্নিত স্থানটি আলোকবৃদ্ধিকারী অবস্থার প্রারম্ভ, অর্থাৎ ইহার পর হইতেই আলোকাংশ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইবে, কাজেই 'জ' এর উপরিস্থিত সহকারী শিখায় আলোক-বৃদ্ধিকারী ধাক্কাই চালিত হইবে।

শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্পন্দিত শিখার সাহায্যে

মাধ্যাকর্ষণের ('g') শক্তি নির্ণয়

এইবার যে বিষয় আলোচিত হইবে, তাহা যে একেবারেই খাঁটি মৌলিক গবেষণা, এরূপ নহে, তবে যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, সেটাতে কতকটা মৌলিকতা আছে বলিয়া মনে হয়।

শব্দ-বিজ্ঞানে উল্লেখ আছে যে, একখানি লম্বা কাচফলকে ভুষা পাড়াইয়া উর্দ্ধে ঝুলাইয়ে এবং উহার নিম্নে একটি স্পন্দিত কাঁটা (Style সংযোজিত Tuning-Fork

বাজাইলে ঐ কাচফলকে, উহা পড়িবার কালীন, কাঁটার স্পন্দন দ্বারা তরঙ্গরেখা অঙ্কিত হয়। কাচফলকটি মাধ্যাকর্ষণশক্তি-প্রভাবে পতিত হয় এবং Tuning Fork এর স্পন্দন-সংখ্যা (frequency) জানা থাকিলে মাধ্যাকর্ষণশক্তিজনিত সম বেগগতির পরিমাণ (acceleration due to gravity) জানা যায়। কিন্তু এ প্রণালী অবলম্বনে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা নির্ভুল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। স্পন্দিত কাটাটি সর্ব্বদাই কাচফলকের সহিত ঘর্ষিত হইতে থাকে এবং ইহার দ্বারা কাচফলকের পতনের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। আরও অল্পবিস্তর ভুল হইবার কারণ আছে, তাহা এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

কার্য্য-প্রণালী সামান্যভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলেই আমরা উপরোক্ত সংখ্যা (value of 'g') ভ্রম-প্রমাদ-রহিত অবস্থায় পাইতে পারি।

কাচফলকের পরিবর্ত্তে acetelyn gas জ্বলিবার একটি ছোট নল লওয়া হইয়াছে এবং উহার নীচে শিশক দ্বারা ভারাক্রান্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তরঙ্গরেখা যেমন কাচফলকে ভূষার উপর অঙ্কিত হইত, এখানে তেমনি acetelyn gas এর শিখার স্পন্দন উহা পড়িবার কালীন photographic plate এর উপর চিহ্নিত হইবে এবং ঐ চিত্র হইতেই আমরা 'g' এর ফল জানিতে পারিব।

বাতাসের সংঘর্ষণ-জনিত যে প্রমাদ উপস্থিত হয়, তাহা এ স্থলে অতি অল্প। এ সম্বন্ধে আমি ফরাসী দেশের বিজ্ঞানবিৎ মারি (Marey) সাহেবের মত উদ্ধৃত করিতেছি। Marey সাহেব "L' Mouvement"-নামক পুস্তকে এ বিষয় বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, গতিশীল পদার্থের আলোকচিত্র লইতে তাঁহার অদ্বিতীয় শক্তি এবং তিনি Bioscope যন্ত্রের অন্যতম আবিষ্কারক। একটি রবারের গোলকের পতনকালে তিনি উহার আলোকচিত্র লইয়া, উহা হইতেই উহার গতির হ্রাসবৃদ্ধি নিরূপিত করিয়াছিলেন। Marey সাহেব আরও বলেন যে, "একটি রবারের গোলক যাহার ব্যাস ১১ সেণ্টিমিটার মাত্র এবং ভার ৩০ গ্রাম, তাহা সাধারণ গতিশূন্য বাতাসের মধ্য দিয়া পড়িবার সময়, বাতাসের সংঘর্ষণ-জনিত বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক পায় না"—এ বিষয় G. A. Niewenglowski তাঁহার "Applications Scientifiques de la Photographie" পুস্তকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিলাম,—

"Dans cette Experience, faite par M. Marey, avec une boule de Cautchouc de 11 Cms, de diametre pesant 30 grs. la resistance de l'air ne diminue pas sensiblement l' acceleration; it n'en serait pas de meme avec une boule *plus legere* et *plus volumineuse*" p. 43. (ইহার ভাবার্থ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে), কিন্তু উহা অপেক্ষা হাল্কা ও আয়তন বেশী হইলেই প্রমাদ উপস্থিত হয়। ইহা যদি স্বীকার করা যায়,

তাহা হইলে একটি লোহার ছোট নল, প্রায় এক সের ওজনের শিশক দ্বারা ভারাক্রান্ত হইলে নিশ্চয়ই বাতাসের সংঘর্ষণ অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারিবে। মারি সাহেবের প্রক্রিয়াতে রবারের গোলকটি একখানি কাল মখমলের পরদার সম্মুখে পড়িতেছে এবং পার্শ্বে একটি Chronograph এর কাঁটা। এই দুইটি পদার্থেরই আলোকচিত্র একই সময়ে একই sensitive plate এ লওয়া হইয়াছে। তবে exposure একেবারে দেওয়া হয় নাই; উহা থাকিয়া থাকিয়া, (rotating diaphragm) দ্বারা দেওয়া হইয়াছে; কাজেই গোলকেরও chronographic কাঁটার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকৃতি উঠিয়াছে।



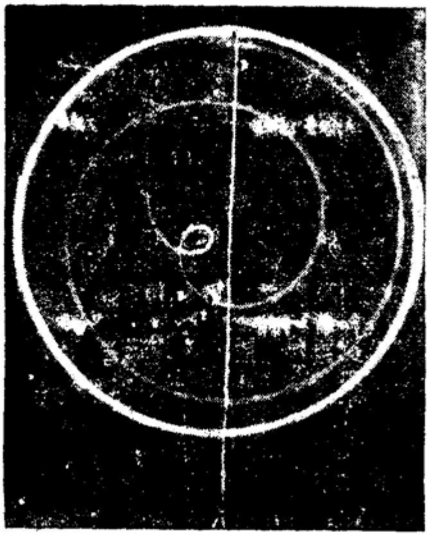
১ম চিত্র।

প্রথম চিত্রে উপরোক্ত শিশক-ভারাক্রান্ত নলটি দেখান হইয়াছে। উহাকে তাড়িত-চুম্বকের মুখে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। তাড়িত-চুম্বকের আকর্ষণে উহাকে আটকাইয়া রাখিতে হইবে বলিয়াই, উহাতে লোহার নল লওয়া হইয়াছে এবং উহার নিম্নের ছিদ্রের সহিত খুব লম্বা সরু রবারের নল সংযোজিত করা হইয়াছে ; এই নলের আর এক মুখ Manometric capsule এর সহিত যুক্ত আছে। capsule এর পার্শ্বের আর একটি মুখের সহিত acetelyn gas এর generator সহিত যোগ করিতে হইবে এবং নীচেকার মুখের সহিত স্বর-উত্থানকারী বাক্সের (Resonating source) যোগ থাকিবে।

তাড়িত-চুম্বকে current বন্ধ করিলেই উপরোক্ত নলনিঃসৃত শিখা ঠিক পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে পড়িতে থাকিবে। ইহার বন্দোবস্ত ঠিক হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ত জ্বলন্ত শিখার ঠিক পশ্চাতে একটি লম্বমান দোলক (pendulum) ঝুলাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কার্য্যগুলি পূর্ণ অন্ধকার ঘরেই করিতে হইবে। শিখাটি তাড়িত-চুম্বকে যদি

ঠিক নিয়মিতরূপে আটকান হয়, তাহা হইলে উহা পড়িবার কালীন, দোলকের লম্বিত সূতাটি বরাবরই সমভাবে উহার পশ্চাতে দেখা যাইবে ও এই ভাবেই photograph লওয়া যাইতে পারে। দোলকের সূতাটি দেখিবার জন্য শিখার আলোক বেশী চাই। খুব ছোট শিখা হইলে উহা photograph এ উঠে না (যে চিত্রে আমি দোলকের সূতাটি পাইয়াছিলাম, তাহার negative দুর্ভাগ্যবশতঃ নষ্ট হইয়া গিয়াছে)।

স্পন্দিত শিখার দৈর্ঘ্য যেন critical height এর সীমা অতিক্রম না করে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে 'জিহ্বা' রহিয়া যাইবে, এবং দ্বিতীয় স্পন্দনের সময়ও যখন জিহ্বাংশের আলোক থাকিবে, তখন দুইটি পর পর স্পন্দনের মধ্যে অন্ধকার ব্যবধান থাকিবে না; কারণ, এ স্থলে স্পন্দনচিত্র পাশাপাশি হইতেছে না। নীচে নীচেই পড়িতেছে (২য় চিত্র ও ২য় (ক) চিত্র দ্রষ্টব্য)। কিন্তু শিখার দৈর্ঘ্য critical height এর কম হইলে, দুইটি স্পন্দনের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্ধকার ব্যবধান থাকে এবং আমরা আলোকবিন্দু প্রাপ্ত হই (যথা, ৩য় চিত্র)।



২য় চিত্র।



২য় (ক) চিত্র।



৩য় চিত্র

এক্ষণে এই চিত্রের (৩য় চিত্র) কোন্ দুইটি আলোকবিন্দুর ব্যবধান মাপিতে হইবে এবং ঐ মাপ হইতেই বাহিরের স্পন্দিত শিখাটি ঐ দুই বিন্দু চিত্রিত করিতে কতখানি সময় লইয়াছে, তাহা জানিতে হইবে। ইহা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার নহে। কোন বিন্দুর উপর অথবা তলদেশ হইতে উহার নীচেকার বিন্দুর উপর অথবা তলদেশ অবধি একটি সম্পূর্ণ স্পন্দন-সময় (period) নির্দ্দেশিত হয়। ইহা আমাদের জানা আছে (=period of the certified tuning fork) কিন্তু ঐটুকু সময়ে স্পন্দিত শিখাটি বাহিরে কতখানি পড়িল, তাহা কেমন করিয়া জানিব? স্পন্দিত শিখাটি cameraর ভিতরে

পড়ে নাই, উহা বাহিরেই পড়িয়াছে ; আলোকচিত্রে যাহা ১ ইঞ্চি পরিমিত দেখায়, হয় ত বাস্তবিক উহা ১' ফুট পরিমিত পদার্থের চিত্র। আলোকচিত্রের মাপ হইতেই বাহিরের পতনের মাপ অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমি নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিয়াছি।

ঠিক যেখানে তাড়িত-চুম্বক সাহায্যে লোহার নল আটকান আছে, ঠিক সেইখানেই একটি গজ (Meter-stick) খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে এবং camera অথবা photographic lens, কিছুই পরিবর্ত্তিত না করিয়া উক্ত গজের একখানি চিত্র তুলিতে হইবে। এই চিত্র process plate সাহায্যেই তুলিলে ভাল হয় এবং গজখানি ঃ১ acetelyn আলোক দ্বারা আলোকিত করা চাই। এক্ষণে ঐ চিত্রিত মাপ কাঠির সাহায্যেই, পূর্ব্বোক্ত চিত্রিত আলোকবিন্দুর ব্যবধান মাপিতে হইবে ; কারণ বিন্দু-চিত্র যে ভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে meter-stick এর চিত্রও ঠিক সেইভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিন্দু-চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে উহার অনুরূপ গজকাঠির চিত্র লওয়া আবশ্যক।

যে অঙ্ক সাহায্যে ভুষা মাখান কাচফলকের তরঙ্গরেখা হইতে মাধ্যাকর্ষণশক্তি-জনিত সমবেগগতির পরিমাণ নির্ণীত হয়, আমরা এখানেও ঠিক ঐ অঙ্ক ব্যবহার করিব। তবে উক্ত তরঙ্গরেখা সাধারণ গজকাঠি দিয়া মাপিতে হয়, আমাদের বিন্দু-চিত্র, কেবল আমাদের চিত্রিত মাপকাঠি অথবা উহার negative দিয়া মাপিতে হইবে।

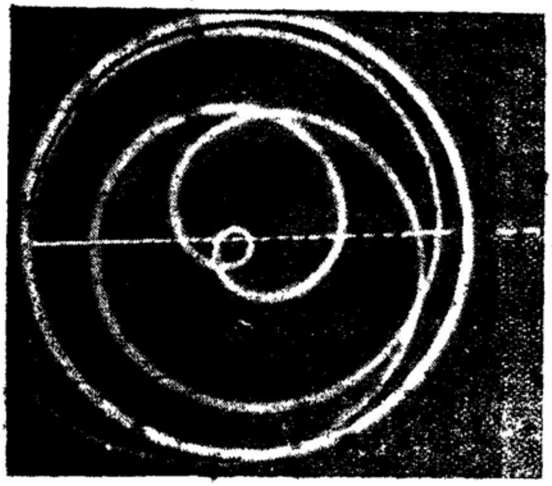
এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন আলোকচিত্র ও উহার অনুরূপ গজকাঠি চিত্র সাহায্যে যে সমবেগ-গতির ফল (acceleration-value) পাইয়াছি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Plate No.			accn. due to gravity in $\frac{cm.}{sec^2}$	
'A'	...	...	৯৭৭·৮০	
'B'	...	...	৯৭৭·৮৮	
'B¹'	...	...	৯৭৮·৭৪	
'B₂'	...	...	৯৭৮·৭৭	
'D'	...	...	৯৭৮·৭২	
'D₁'	...	...	৩২·১৩	$\frac{\text{ফুট}}{\text{সেকেণ্ড}^2}$
কলিকাতার সঠিক সংখ্যা		...	৯৭৮·৮২	$\frac{cm.}{sec.^2}$
অথবা	...	...	৩২·১১৫	$\frac{\text{ফুট}}{\text{সেকেণ্ড}^2}$

ঘূর্ণায়মান চিত্র

কেমেরার বাক্সের ভিতরে Sensitive plateখানিকে একটি Electric motor দ্বারা ঘুরাণ হইয়াছে (৪র্থ ও ৫ম চিত্র) এবং এইরূপে আমরা যে আলোকচিত্র পাই, তদ্বারাও

উপরোক্ত সংখ্যা নিরূপিত হয়। ঠিক পতনকালের পূর্ব্বেই plateখানি ঘুরাইয়া বাহিরের গোলাকার আলোকরেখা তুলিতে হইবে, কারণ উহা দ্বারা আমরা কেন্দ্র-স্থান নিরূপণ করিব।



৪র্থ চিত্র।



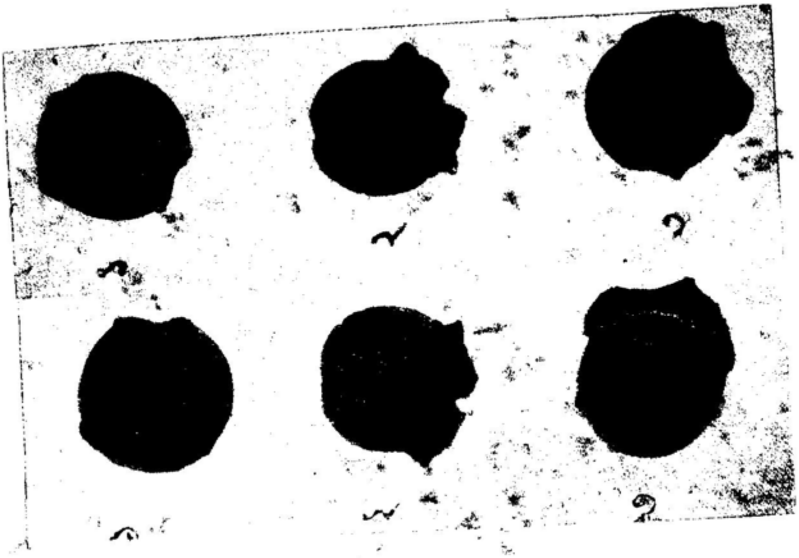
৫ম চিত্র।

এই কেন্দ্র হইতে যে কোন দুইটি অনুরূপ স্পন্দন-চিহ্ন-স্থানের ব্যবধান মাপা যায় এবং ঐ মাপ হইতে আমরা 'g' এর সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারি।*

উপরিস্থিত দুইটি চিত্র যে curve দেখাইতেছে, উহাকে আমি acceleration spiral নাম দিয়াছি; ইহা—

* g দ্বারা নির্দেশিত হয়।

শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



পুরাকুষাণ মুদ্রা।



(ক)

বেলডির শ্মশানভূমি ও তন্মধ্যস্থ জৈন-নিশান।

ময়নামতীর পুঁথির গোবিন্দচন্দ্র

ও

নাথগুরুগণ*

ডা° গ্রীয়ারসন সংগৃহীত 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত 'ময়নামতীর গান' বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ১৯২০-২১ সালের পাঠ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধপাঠের প্রারম্ভে একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভাষা ও সাহিত্যের সমুচিত অনুশীলন এবং পরিপুষ্টি ব্যতীত কখন কোন জাতি বড় হয় না। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে অনেকটা সুযোগ করিয়া দিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বঙ্গ-সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই শুভানুষ্ঠানের জন্য স্যার আশুতোষ চিরকাল আমাদের অন্তরের পূজা পাইবেন। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালা-ভাষা উচ্চতম শিক্ষার বাহনরূপে গণ্য হইবে। গ্রীয়ারসন সাহেব ও নলিনীকান্ত বাবু গাথা দুইটি তথা রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও নাথগুরুদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার পুনরাবৃত্তি না করিয়া এই সম্পর্কে অপরে কোথায় কে কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আলোচনার সুবিধার জন্য অল্পকথায় তাহারই একটা সারসঙ্কলন করিয়া দিবার এই ক্ষীণ প্রয়াস। ইহাতে মৌলিক অনুসন্ধানের মত কিছু পাইবার প্রত্যাশা কেহ যেন না রাখেন।

'ময়নামতীর গান' এর ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, "চৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায় যে, 'মহীপাল যোগীপাল গোপীপাল গীত। ইহা শুনিয়া যত লোক আনন্দিত॥' এই গোপী-পালের গীত যে আমাদের আলোচ্য গোপীচাঁদের গাথা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই" (পৃ° ২)। কিন্তু চৈতন্যভাগবতের প্রচলিত সংস্করণগুলিতে এবং প্রাচীন পুঁথিতে 'যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত। ইহাই শুনিতে সর্ব্বলোক আনন্দিত।' এইরূপ পাঠই পাওয়া যায়। † কাজেই প্রথমোদ্ধৃত পাঠ গ্রহণ করিতে স্বভাবতই একটু সঙ্কোচ-বোধ হয়। বিক্রমপুর-রাজ শ্রীচন্দ্রদেবের দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ‡ তাহা

---

* পরিষদের ১৩২৮ তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† অপর একখানি পুঁথি,—

যোগীপাল মহীপাল নানামত গীত। ইহা শুনিতে সে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥

—অন্ত্য°, ৪র্থ প°।

‡ সাহিত্য, ১৩২০ শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা, Dacca Review, 1912, p. 250. ইহার পর কেদারপুরে শ্রীচন্দ্রদেবের আর একখানি তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রতিভা, ১৩২৬ আশ্বিন ও Dacca Review Vol., 9, No. 2 & 3 (1919).

হইতে জানা যায়, তাঁহারা পালবংশীয় ছিলেন না। তাম্রশাসনে ব্যবহৃত রাজমুদ্রা দেখিয়া তাঁহাদিগকে পালরাজগণের সামন্ত রাজা বলিয়াই মনে হয়। আবার চন্দ্ররাজগণের এবং 'গোবিন্দচন্দ্র গীত' এর মাণিকচন্দ্র রাজার বংশলতা মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা একই বংশসম্ভূত। সুতরাং গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র কখনই 'গোপীপাল' হইতে পারেন না। 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান,' 'গোবিন্দচন্দ্র গীত', 'ময়নামতীর গান' 'মীনচেতন' বা 'গোরক্ষবিজয়' এক শ্রেণীর গাথা। প্রথম তিনটি গাথা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অবলম্বনে রচিত হইলেও উহাদের মূলে শিব-শক্তির উপাসক কণ্‌ফট্ট যোগীদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের প্রযত্ন পরিলক্ষিত হয়। পালরাজাদের গান এই শ্রেণীর কি না, তাহা না দেখিয়া কোন মতামত প্রকট করা দুঃসাহসের কাজ। শুনিয়াছি, উত্তরবঙ্গে অনুসন্ধান করিলে এখনও 'মহীপালের গীত' সংগৃহীত হইতে পারে। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'শূন্যপুরাণ' এর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "আজও দিনাজপুর ও রঙ্গপুর অঞ্চলে যোগীজাতির মধ্যে মহীপালের গান প্রচলিত" (পৃ° ১৸৴০)। কামরূপ অঞ্চলের 'শিবের গীত'-এ গোপীচন্দ্রের বিষয়-বিরাগ ও তাঁহার শত-স্ত্রীর খেদোক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। * 'ধান ভানিতে মহীপালের গীত' প্রবাদবাক্য বহুল প্রচলিত। রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে মহীপালের গীত না বলিয়া শিবের গীত বলা হয়। এই মহীপালের গীতও কোন সিদ্ধার কীর্ত্তি-কাহিনীর বিষয়ীভূত হওয়া বিচিত্র নহে। আর, একবংশোদ্ভূত না হইলে যে একধর্ম্মাবলম্বী হওয়ার পক্ষে কোন বাধা আছে, তাহাও নহে। মহীপাল দেবের রাজ্যকাল ৯৮০-১০৩৬ খ্রী°, মতান্তরে ৯৭৫-১০২৬ খ্রী° (গৌড়ের ইতিহাস, পৃ° ১২১)। তিনি পরম সৌগত ছিলেন। পৌরাণিক ধর্ম্মেও তাঁহার নিষ্ঠার অভাব ছিল না। তখন বৌদ্ধ ও পৌরাণিক ধর্ম্ম মিশিয়া যাইতেছিল।

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস তখনকার সহজবোধ্য মর্ম্মস্পর্শী গ্রাম্যভাষায় রচিত বলিয়া 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান', 'ময়নামতীর গান', প্রভৃতি গীত লোকের হৃদয়-মন অল্পেই অধিকার করিতে পারিয়াছিল। গ্রাম্য-সাহিত্যে এই সমুদায় গাথার স্থান অতি উচ্চে। যে কেহ উহাদের পাঠে কাব্যরসাস্বাদনের বিমল আনন্দ পাইতে পারেন। গোবিন্দচন্দ্রের গৃহত্যাগ সংসারীর চক্ষে একটা হৃদয়-বিদারক কাণ্ড। তিনি অষ্টাদশবর্ষীয় নবীন যুবক, রূপবান্, অতুল ভোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী, রাজ্যেশ্বর রাজা, অলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী মহিষীগণে ও অসংখ্য পরিকরসমূহে পরিবৃত। ইত্যাদি ইত্যাদি। এ হেন সৌভাগ্যশালী পুরুষের সন্ন্যাস শুনিলে কাহার প্রাণ না কাঁদিয়া উঠে? তাহার পর রাণীগণের খেদোক্তি ততোধিক করুণা-ব্যঞ্জক। বিষয়গুণেও গোপীচাঁদের গান এতটা লোক-প্রিয় হইয়াছিল। অলৌকিক ও অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ গানগুলির জন-প্রিয়তার অন্যতম কারণ। নাথগুরুদের অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপের

* J. A. S. B., 1838, p. 5.

কথা ঐ সমস্ত গাথার অঙ্গীভূত বলিয়া তৎ-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নীত ও সেই সেই দেশের ভাষায় প্রচারিত হইয়া থাকিবে। ভিক্ষোপজীবী যোগীরা এই কাজে কম সহায়তা করে নাই।

ডা' গ্রীয়ারসন-প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে মলিক মুহম্মদ-বিরচিত 'পদুমাবতি' হিন্দীভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ *। তাহাতে রাজা গোপীচন্দ্র, গুরু গোরক্ষনাথ প্রভৃতির উল্লেখ আছে; যথা—

ঔ রাজা জস বিকরম আদী।
ঔ হরিচন্দ বইমু সতবাদী॥
গোপিচন্দ তুইঁ জীতা জোগা।
অউ ভরথরী ন পূজ বিওগা॥
গোরথ সিদ্ধি দীন্‌হ তোহি হাথ্।
তারী গুরু মচ্ছন্দর-নাথ্॥
জীতা পেম তৈঁ পুহুমি অকাস্।
দিসিটি পরা সিংঘল কবিলাস্॥

সিংঘল-দ্বীপ-ভাউ-খণ্ড, পৃ' ৩৪৮। 3Δ৭

শুক বলে শুন নৃপ ভাগ্য অখণ্ডিত।
সাহসে জিনিলা তুমি বিক্রম আদিত্য॥
গোপীচন্দ্র নৃপতি জিনিলা তুমি যোগে।
সত্য হরিশ্চন্দ্র নহে তোমার সংযোগে॥
গোরক্ষে আসিয়া তোমা সিদ্ধি দিল হাতে।
তোমারে না পারে জ্ঞানে মচ্ছন্দর নাথে॥
প্রেমেতে জিনিলা তুমি পৃথিবী আকাশ।
এহি দেখ সম্মুখে সিংহল কৈলাস॥

—সৈয়দ আলাওল।

বঙ্গের বাহিরে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যান নানা আকারে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ একটি,—

"বঙ্গালে কে এক রাজা থে, ভর্তৃহরি কী বহিন মৈনাবতী ইন কী মাতা থী; ইস প্রকার ভর্তৃহরি কে ভৈনে গোপীচন্দ হুএ। গোরখ-নাথ নে জিস সময় ভর্তৃহরি কো জ্ঞানোপদেশ দিয়া থা, উসী সময় মৈনামতী ভী গোরখ-নাথ সে দীক্ষা লী থী, ঔর গোরখ-নাথ কে অনুগ্রহ সে সমঝ লিয়া থা, কি সংসার কী বিষয়-বাসনা মেঁ ফঁসনে সে ইস

* Padumawati's Introduction, p. 1.

জীব কী নিস্তার নহীঁ হো সকতা। মৈনাবতী বঙ্গালে কে রাজা সে ব্যাহী গঈ থী, ঔর ইস কো এক পুত্র গোপী-চন্দ ঔর এক কন্যা চন্দ্রাবলী য়ে দো সন্তান হুএ থে। চন্দ্রাবলী কা বিবাহ সিংহল-দ্বীপ কা রাজা উগ্র-সেন সে হুআ থা। পিতা কে মর জানে পর গোপী-চন্দ বঙ্গালে কা রাজা হুআ; ঔর সুখ বিলাস করনে লগা। এক দিন পুত্র কে শরীর কী শোভা নিরখ, মৈনাবতী নে সোচা, কি সংসার কী বিষয়-বাসনা মেঁ ফঁস জানে সে মেরে পুত্র কী যহ কান্তিমান্ শরীর ইস কে পিতাকে শরীর কী নাঈঁ নষ্ট ভ্রষ্ট হো জায়গী। সো পুত্র কো বুলা কর, জ্ঞানোপদেশ দিয়া, কি বেটা, যদি অমর হো কর জীবন-মুক্ত হুআ চাহে, তো জলন্ধর-নাথ সে, জো ইস সময় রমতে রমতে ভাগ্যবশ তেরী বাটিকা মেঁ আ উতরে হৈঁ, শিষ্য হো, যোগ সাধন করো। ইস পর গোপী-চন্দ কো জ্ঞান হুআ, ঔর রাজ-পাট ছোড় কর, জলন্ধর-নাথ সে দীক্ষা লে যোগ সাধন কে লিয়ে কজ্জলি-বন (কদলী-বন) চলা গয়া, ঔর সিদ্ধ হো গয়া, ঔর পিছে সে অপনী বহিন চন্দ্রাবলী কী অতি বিনতী সে উসে ভী দীক্ষা দে কর, যোগিন বনায়া।" (৺সুধাকর দ্বিবেদী)

লক্ষ্মণদাস-রচিত হিন্দী গাথাতে তিলকচন্দ্র গোপীচাঁদের পিতা, ময়নামতী মাতা এবং চম্পাদেবী ভগ্নী। ধারনগরের রাজা গন্ধর্ব্বসেন গোপীচাঁদের মাতামহ হইতেন (পৃ° ২৪)।

স্থানীয় প্রবাদমূলক বৃত্তান্ত :—

ডা° বুকানন হ্যামিল্টন (Dr. Buchanan Hamilton) প্রভৃতি সাহেবগণের মতে মাণিকচন্দ্র ধর্ম্মপালের ভ্রাতা। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন লইয়া ধর্ম্মপালের সহিত রাণী ময়নামতীর যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে ধর্ম্মপাল পরাজিত ও নিহত হন। * গ্লেজিয়ার (E. E. Glazier) সাহেব মাণিকচন্দ্র ও ধর্ম্মপালের মধ্যে একটা মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু এই ধর্ম্মপালকে কামরূপপতি বলিয়া মনে করেন। †

স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন,—

'প্রবাদ অনুসারে গোপীচাঁদ নামক জনৈক নরপতি এই পর্ব্বতে (লালমাই পাহাড়ে) বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর ময়নামতী এবং কন্যার নাম লালময়ী ছিল, তদনুসারে এই পর্ব্বত লালময়ী-ময়নামতী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।' ‡ পুনশ্চ,—'প্রবাদ অনুসারে আধুনিক চৌদ্দগ্রামে ও সন্নিহিতস্থানে ভবচন্দ্র নামে এক নরপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। উক্ত নরপতি সম্বন্ধে বহুবিধ অলৌকিক গল্প শ্রুত হওয়া যায়।' §

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের লেখক মহাশয় জলপাইগুড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিতরগড়ে

---

* J. A. S. B., 1838, p. 5.

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, কএকটী বক্তব্য, পৃ° [২]।

‡ রাজমালা, পৃ° ৪২০-২১।

§ রাজমালা, পৃ° ৬।

রাজা ভবচন্দ্রের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * জনশ্রুতি ভবচন্দ্র রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র। ইঁহার অপর নাম উদয়চন্দ্র। †

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বাবুর সংগৃহীত উত্তর-বঙ্গের একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক গাথায় মাণিকচন্দ্র কদলীসহরের রাজা। ইনি মৌপালের (মহীপাল) পুত্র এবং ধর্ম্মপালের পৌত্র। ‡

এই শ্রেণীর বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য বড় বেশী মনে হয় না।

তিব্বতীয় গ্রন্থে গোপীচন্দ্রের উল্লেখ ;—

স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের 'চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধ § -পাঠে জানা যায় যে, বঙ্গাল দেশে সিংহচন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তৎপুত্র বালচন্দ্র সুদূর তীরভুক্তি এবং কামরূপে আধিপত্য বিস্তার করেন। বালচন্দ্রের পুত্র বিমলচন্দ্র পূর্ব্বাঞ্চলে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। [তখন রাজা শ্রীহর্ষের জ্যেষ্ঠপুত্র মগধ শাসন করিতে ছিলেন।] বিমলের পুত্র গোপীচন্দ্র পরে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। চাটিগ্রামে তাঁহার রাজপাট ছিল। রাজধানীতে বহুসংখ্যক তৈর্থিক মন্দির ও বৌদ্ধ-বিহার থাকার প্রসঙ্গ আছে। তথাকার বৌদ্ধেরা তান্ত্রিক মহাযান-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সময়ে সিন্ধুপ্রদেশস্থ নগরথটনিবাসী বৌদ্ধ যতি বালপাদ বা হাড়ীসিদ্ধা তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া চাটিগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজমাতা সিদ্ধার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃতা হন। এবং দীর্ঘজীবন-লাভের নিমিত্ত পুত্রকে সিদ্ধার নিকট 'মহাজ্ঞান' শিখিতে বলেন। সন্ন্যাসীও গোপীচাঁদকে শূন্য-মন্ত্র উপদেশ করেন। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বালপাদকে ভণ্ড ঠাওরান; এবং তাঁহার জীবন্ত সমাধির ব্যবস্থা করেন। দ্বাদশ বৎসর পরে জলন্ধরীর শিষ্য কৃষ্ণাচার্য্য কদলী-ক্ষেত্র যাত্রাকালে চাটিগ্রামে আগমন করেন। রাজার মুখে গুরুর পরিণামের বিষয় অবগত হইয়া ভূগর্ভ হইতে সমাধির অবস্থায় গুরুকে উত্তোলন করেন। গোপীচন্দ্র স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সাতিশয় অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করেন। রাজা সন্ন্যাসগ্রহণে স্বীকৃত হইলে হাড়ীসিদ্ধার প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্ন হইতেছে চাটিগ্রামের রাজা গোপীচন্দ্রই কি ময়নামতীর গানের গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র? কিন্তু মাণিকচন্দ্র ত ইঁহার পিতা নহেন। ইহার সমাধান করিতে হইলে গোপীচন্দ্রের পিতা-পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণের প্রত্যেকেরই দুইটি করিয়া নাম ছিল, এইরূপ

* সামাজিক ইতিহাস, পৃ° ১৪৭।

† Rangpur District Gazetteer, 1909.

‡ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৫শ ভাগ—২য় সংখ্যা, পৃ° ৯২ এবং প্রবাসী ৯ম ভাগ—৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃ° ৪১৪-১৫।

§ J. A. S. B., Vol. LXVII; Part I, No. 1, pp. 21-24.

একটা কিছু কল্পনা করিতে হয়। অথবা বলিতে হয়, রাজাদের নামের তালিকায় গলৎ আছে।

শেখ ফয়জুল্লা মরহুম-প্রণীত গোরক্ষবিজয়ের বর্ণনার সহিত প্রাগুক্ত সিদ্ধার জীবন্ত সমাধি-বিষয়ক ঘটনার অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

কাহ্নুর বচন শুনি গোর্খে বোলিলেক রোষে।
আপনা না জান তুহ্মি মোকে বোল কিসে॥
তোর গুরু বন্দী হইছে মেহারকুল দেশ।
নিশ্চই জানম মুই তাহার উদ্দেশ॥
মেহারকুলেত আছে জ্ঞানী এক জানি।
মৈনামতি নাম তার রাজার ঘরণী॥
ঈশ্বরের হোতে সেই পাইল মহাজ্ঞান।
জ্ঞানী নাহি পৃথিবীতে তাহার সমান॥
বিধবা জে নারী পুত্র রাজরাজেশ্বর।
দৈবগতি হাড়িফা বঞএ তার ঘর॥
তার পুত্রে গুরু তোর বান্ধিয়া রাখিল।
মাটির করিয়া ঘর তাহারে থুইল॥
হস্তী যেন বান্ধি রাখে তাহার উপর।
নিরন্তর থাকে সিদ্ধা মাটির ভিতর॥ (পৃ° ৪৩-৪৪)

গোবিন্দচন্দ্র গীতের বর্ণনাটি একটু ভিন্নরূপ। উহাতে গোবিন্দচন্দ্রের রাণী উদুনা, পুদুনা প্রভৃতির আজ্ঞায় হাড়িফাকে মাটিতে গাড়িয়া ফেলা হয়।

হাড়ি বলে জোগতর্ত্ত সিখার নৃপবর।
আমার সঙ্গেতে রাজা চল দেসান্তর॥
আজ্ঞা দিল উদুনা পুদুনা জত নারি।
গাড়িয়া পেলাও চণ্ডাল জলন্ধরি॥
রাজার আজ্ঞায় দুত গওভর করিয়া।
হেট উপরে কাটা পেলিল গাড়িয়া॥
মহাসিদ্ধা হাড়ি পূতিলে নাই মরে।
জোগেতে রহিল বসী গওভর ভিতরে॥ (পৃ° ১২১-১২২)
মাটীর ভিতর হাড়ি দ্বাদস বৎসর। (পৃ° ১২৩)

ঐতিহাসিক প্রমাণ :—

চন্দ্ররাজগণের যে দুইটি (পৃ° ৪৯ ‡ চিহ্নিত পাদটীকা দ্রষ্টব্য) তাম্রশাসনের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাদের বংশলতা নিম্নলিখিতরূপ পাওয়া যায় :—

পূর্ণচন্দ্র
|
সুবর্ণচন্দ্র
|
ত্রৈলোক্যচন্দ্র
|
শ্রীচন্দ্র

দুর্লভ মল্লিককৃত 'গোবিন্দচন্দ্র গীত' এ আছে,—

সুবর্ন্নচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ পিতা।
তার পুত্র মানিকচন্দ শুন তার কথা॥ (পৃ° ৬৩)

অর্থাৎ মহারাজা সুবর্ণচন্দ্রের পিতা ছিলেন ধাড়ীচন্দ্র এবং পুত্র হইতেছেন মাণিকচন্দ্র। ধাড়ী শব্দে প্রধান বা প্রথম; চন্দ্রদের মধ্যে যিনি অগ্রণী বা আদি তিনি 'ধাড়ীচন্দ্র'। [বন-বিষ্ণুপুরে 'ধাড়ী হাম্বীর' নামে এক রাজা ছিলেন।] পূর্ণচন্দ্রও চন্দ্ররাজগণের আদিপুরুষ। সুতরাং পূর্ণচন্দ্র ও ধাড়ীচন্দ্রকে অভিন্ন মনে করিতে পারি। তাহা হইলে, চন্দ্ররাজগণ এবং গোবিন্দচন্দ্রের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

পূর্ণচন্দ্র বা ধাড়ীচন্দ্র
|
সুবর্ণচন্দ্র
|
ত্রৈলোক্যচন্দ্র — মাণিকচন্দ্র
|
শ্রীচন্দ্র — গোবিন্দচন্দ্র

১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ তিরুমলয়ের শিলালিপিতে রাজেন্দ্র চোড় বঙ্গাল দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন বলিয়া উল্লেখ আছে।* 'শব্দ-প্রদীপ'-রচয়িতা সুরেশ্বর স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, তিনি ভীমপাল নৃপতির রাজ-বৈদ্য এবং তৎপিতা ভদ্রেশ্বর রাজা রামপাল দেবের সভাকবি ও প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ভদ্রেশ্বরের পিতামহ দেবগণ বঙ্গাল দেশাধিপতি গোবিন্দচন্দ্রের রাজসভায় 'বৈদ্যগণাগ্রণী' ছিলেন। † সম্ভবতঃ সুরেশ্বর একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ‡ এবং সুরেশ্বরের প্রপিতামহ দেবগণ দশম শতাব্দীর শেষপাদে অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্ত্তমান ছিলেন ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। রামচরিতের ভূমিকায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,— " The grandfather of Bhadreśvara, Devagana by name was the court physician of that Govinda Chandra, contemporary of Mahīpāla and

* South Indian Inscription, Hultzsch, Vol. 1, p. 99.

† ঢাকার ইতিহাস ২য় খণ্ড পৃ° ২৪৪-৪৫ (India Office Catalogue, No. 2739, Vol. v.)

‡ Chronology of Indian Authors, J. A. S. B. 1907, p. 206.

Rājendra Coda, so wellknown in Bengali songs" * কিন্তু শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্র, 'শব্দ-প্রদীপ' এর গোবিন্দচন্দ্র এবং 'ময়নামতীর গান' এর গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দ-চন্দ্র এই তিন গোবিন্দচন্দ্রের একত্ব ও অভিন্নত্ব সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

গৌড়ের ইতিহাসে, "গোবিন্দচন্দ্র যে সময়ে বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করেন। গোবিন্দচন্দ্র পরাজিত হন (১০১২ খৃ°)। গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম মাণিকচন্দ্র, ইনি ৯৭০ হইতে ৯৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মাণিকচন্দ্রের পিতার নাম সুবর্ণচন্দ্র (৯৫০ হইতে ৯৭০ খৃষ্টাব্দ), পিতামহের নাম ধাড়িচন্দ্র (৯২০-৯৫০ খৃ° অ°)।

"গোবিন্দচন্দ্র ১০০৫ হইতে ১০৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। গোবিন্দচন্দ্রের পর ভবচন্দ্র রাজা হন। ভবচন্দ্র ১০৩৯ হইতে ১০৫০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভবচন্দ্রের মন্ত্রীর নাম গবচন্দ্র। রাজা ও মন্ত্রী নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য প্রসিদ্ধ আছেন। পাটিকা নগরে গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহা রঙ্গপুর জেলায় ডিমলা থানার অন্তর্গত। ইহার বর্ত্তমান নাম পাটিকাপাড়া।" † ইত্যাদি।

কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার উক্তির সমর্থনোপযোগী কোন প্রমাণই উপস্থিত করেন নাই।

ইঁহারা জাতিতে ক্ষেত্রীকুলের বেণিয়া ছিলেন।

বেণিয়া জাতি ক্ষেত্রীকুল হেলাতে হারায়ু।

(মাণিক, ব° সা° প°, পৃ° ৫০)

ক্ষেত্রী=ক্ষেত্রপতি অর্থাৎ ভূস্বামী বা রাজা। ক্ষেত্রীদের বণিকবৃত্তি ছিল, এখনও আছে।

মনসা-মঙ্গলের চাঁদবেনে (চন্দ্রধর) এবং তৎপুত্র লখিন্দর (লক্ষ্মীধর) গোপীচন্দ্রের আত্মীয় ছিলেন, অনুমান হয়।

চোয়া চন্দন ছিটাইল চন্দ্রসদাগর। (ব° সা° প° পৃ° ৪২)
ছোট জাস্তা উঠে বলে বড় জাস্তা-ভাই।
চান্দের বরাবর চল চলিয়া যাই॥
ছোট হৈতে জান তোরা চাঁদ সদাগর।
কি জোয়াব দেয় আমার বরাবর॥ (ব° সা° প° পৃ° ৪৩)
পূর্ব্ব দরবারে বৈসে চাঁদসদাগর। (ঐ, পৃ° ৯৭)
দক্ষিণ দরবারে বৈসে বালা লক্ষ্মীন্ধর॥ (ঐ, ঐ)
আর সাক্ষী আছে রাজা সাউদ লক্ষ্মীধর।

(ময়নামতী° পৃ° ১৫)

* Memoirs of A. S. B., Vol., III, p. 15.

† গৌড়ের ইতিহাস, পৃ° ২৯।

মাধাই তাম্বুলী গোবিন্দচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

বড় ভাই আছে মোর মদাই তাম্বুরী।

(ময়নামতী' পৃ° ১৬)

মাধবচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভাই হইবেন। কারণ, জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার সম্ভবে না। উদ্ধৃত অংশে 'সদাগর', 'রাজা', 'সাউদ' (সাধু), 'তাম্বুরী' শব্দও তাঁহাদের ক্ষেত্রীকুলের বণিকত্ব সূচিত করিতেছে।

স্বর্গীয় ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় গোপীচন্দ্রকে ব্রাহ্মণরাজা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মল্লভূম, শিখরভূম, ও সিংহভূমের রাজাদিগকেও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন! অভিপ্রায়, রাজা মহারাজা হইলেই যেন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। পূর্ব্বে একাধিক বার গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র রাজা ভবচন্দ্রের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় জাত্যংশে ইঁহাদিগকে রাজবংশী স্থির করিয়াছেন। *

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের একস্থানে আছে,—

মর্ত্তলোকে আছিল মাণিকচাঁদ ভূপ।

বেশ্যার অন্ন খেয়ে হল শ্বানরূপ॥ (পৃ° ৯৫)

রাজা মাণিকচন্দ্র কখন বেশ্যার ভাত খাইয়া কুকুর হইয়াছিলেন, জানা যায় না। 'গোবিন্দচন্দ্র-গীত'এ আমরা গোপীচন্দ্রকে হীরা নটী ভেড়া বানাইয়াছিল, দেখিতে পাই। †

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (৯৭৫-৯৭৫খ্রী°) পুনঃ পুন বহিঃশত্রুর আক্রমণে পাল-সাম্রাজ্যের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়। আপৎকালে পালবংশের এক শাখা গৌড়-দেশ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ‡ অদুনা পদুনার পিতা এবং গোবিন্দচন্দ্রের শ্বশুর রাজা হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র ইঁহাদেরই কেহ হইবেন। কথিত আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র অন্যত্র (রাঢ় ?) হইতে আসিয়া বংশাবতী-তীরবর্ত্তী সাভারে রাজধানী স্থাপন করেন। এতদঞ্চলে বহুপ্রচলিত একটি প্রবাদ,—

বংশাবতী পূর্ব্বতীরে সর্ব্বেশ্বর নগরী।

বৈসে রাজা হরিচন্দ্র জিনি সুরপুরী॥

এই সর্ব্বেশ্বরই আধুনিক সাভার, ঢাকা নগরীর বার মাইল উত্তর-পশ্চিমে ধলেশ্বরী ও বংশাই নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। কেহ কেহ সাভারকে সম্ভার নামেও অভিহিত করেন। 'পূর্ব্ববঙ্গের পাল রাজগণ'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে রাজা হরিশ্চন্দ্র

---

* বাঙ্গালায় সামাজিক ইতিহাস, পৃ° ১৪৭।

† গোবিন্দচন্দ্র গীত, পৃ° ১০৩।

‡ ঢাকার ইতিহাস, পৃ° ৪৫০।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সাভারের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। * সাভারে প্রাপ্ত ইষ্টকলিপিতে হরিশ্চন্দ্রের 'পাল' উপাধি আছে। উহার অক্ষরও দশম শতাব্দীর শেষ পাদ বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের বঙ্গাক্ষরের অনুরূপ। †, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় 'সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা'-শীর্ষক প্রবন্ধে ‡ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া কএকটি সংস্কৃত শ্লোক উঠাইয়াছেন; কোথা হইতে তুলিয়াছেন, তাহা অনুক্ত। শ্লোক কয়টি হইতে জানা যায় যে, ধীমন্ত-পুত্র রণধীর সেন সম্ভারে বাস করিতেন। ভীমসেন হইতে ধীমন্তের জন্ম হয়। হরিশ্চন্দ্র রণধীরের পুত্র। তিনি ধর্ম্মাত্মা এবং কুবের-সদৃশ সমৃদ্ধ ছিলেন। রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র যমুনা-নদীতীরে বুদ্ধমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে (মঠে) ধর্ম্মার্থ বিজন-বাস করিতেন। 'সেন' শব্দ নামের অংশ না হইয়া উপাধি হইলে সমন্বয়ের প্রয়াস বৃথা। বিজয়কুমার সেন মহাশয় তাঁহার 'সাভারের প্রাচীন কীর্ত্তি' প্রবন্ধে § লিখিয়াছেন, 'বংশ পত্রিকা মতে হরিশ্চন্দ্র হইতে বর্ত্তমানে ৩৮ পুরুষ চলিতেছে।' ২৪।২৫ বৎসরে এক এক পুরুষ ধরিলে আমরা ধীরেন্দ্র বাবুর নির্দ্দিষ্ট কালে উপনীত হইতে পারি।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে রাজা হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মপূজার বিবরণ আছে; ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতে উহা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত।

মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, জলন্ধরনাথ প্রভৃতি সিদ্ধাগণ সকলেই অল্প-বিস্তর তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন। ইঁহারা এক একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইঁহাদের প্রকৃত ধর্ম্মমত কি ছিল আজও জানা যায় নাই। তবে যোগাচারে সিদ্ধিলাভ করাই যে ইঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। হজসন সাহেব (B. H. Hodgson) J. R. A. S., ১৮শ খণ্ডে মৎস্যেন্দ্রনাথের একটি এবং গোরক্ষনাথের তিনটি চিত্র দিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, মৎস্যেন্দ্রনাথের আকৃতি চতুর্থ ধ্যানী বোধিসত্ত্বের অনুরূপ। পঞ্চরক্ষা গ্রন্থের আলোচনায় ইঁহার অনেকটা শৈবভাব লক্ষিত। উড়িস্যায় জগন্নাথদেবের ন্যায় নেপালে মহাসমারোহের সহিত ইঁহার (মৎস্যেন্দ্রনাথের) রথযাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইত্যাদি ইত্যাদি। ¶ কেহ কেহ অনুমান করেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় নরেন্দ্রদেব কর্ত্তৃক নেপালে আহূত হইয়াছিলেন। কথিত হইয়া থাকে, ইনি আদিবুদ্ধের (নামান্তর আদিনাথ) আজ্ঞায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ

---

* পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ, পৃ: ৮৬।

† ঢাকার ইতিহাস, পৃ: ৪৫০। ঢাকার ষ্টেপেলটন সাহেব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে ঐ ইষ্টকলিপির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন।

‡ ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলনী, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২১।

§ প্রতিভা, কার্ত্তিক ১৩১৯, পৃ: ৪২০।

¶ J. R. A. S., Vol. XVIII (1860 61), p. 394.

হইয়া পার্ব্বতীর প্রশ্নে হরনিগদিত যোগরহস্য শুনিবার নিমিত্ত মৎস্যগর্ভে লুকাইয়াছিলেন। গৌরক্ষবিজয়ে এই কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

তুন্ধি কেনে তব গোসাঞি আন্ধি কেনে মরি।
হেন তত্ত্ব কহ দেব জোগে জোগে তরি॥
দেবীর বচন শুনি কহে মহেশ্বর।
সত্বরে চলহ গৌরী ক্ষীরোদ সাগর॥
সেই সাগরেতে আছে টঙ্গি মনোহর।
এ বলিয়া দুই জনে চলিলা সত্বর॥
মৎস্যরূপ ধরি তথা মীন মোচন্দর।
টঙ্গির লামাতে রহে বোগাল সুন্দর॥ (পৃ° ১২-১৩)

প্রবাদ, কবীরের (খ্রী° ১৫শ শতক) সহিত গোরক্ষনাথের বিচার-বিতর্ক হইয়াছিল; আবার মহম্মদের সহিতও নাকি হইয়াছিল। *

অপুত্রক শেয়ালকোটরাজ শালবান ব্রাহ্মণ-যতি গোরক্ষনাথের কৃপায় কুমার রসালুকে লাভ করেন। † রাজা রাসালুই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শ্রীশাল্যপতি দেব। ‡

বাগর দেশের (রাজপুতনার মরুময় প্রদেশ) রাজা বৎস (চৌহান) ঐরূপে গুরু গোরক্ষনাথের প্রসাদে পুত্র গুগাকে প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বলেন, গুগা খ্রীষ্টীয় ১২শ শতকের মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন। মতান্তরে ইনি পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক। § অপরে কহেন, বীরবর গুগা গজনবীরাজ মামুদের সহিত যুদ্ধে সপুত্র নিহত হন (১০২৪)। ¶

মরাঠী ভাষায় লিখিত গীতার টীকা 'জ্ঞানেশ্বরী'তে পাওয়া যায়, টীকাকার জ্ঞানদেব (খ্রী° ১৩শ শতক) শিষ্যপরম্পরায় গোরক্ষনাথ হইতে চতুর্থ।

এদেশের প্রচলিত গাথাতে গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য এবং আমাদের ময়নামতীর গুরু। নেপালী বৌদ্ধেরা সকলে গোরক্ষনাথের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হইলেও অনেকে তাঁহার পূজা করেন। তিব্বতেও তাঁহার পূজা হয়। ‖ গোরক্ষনাথের কএকজন নির্ব্বোধ শিষ্য শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। $ হজসন সাহেব লিখিয়াছেন, গোরক্ষের ধর্ম্ম (Saintism)

---

* Wilson's Religious Sects of the Hindus, p. 78.

† Hartland's Primitive Paternity, Vol. 1, pp. 5-6.

‡ Temple's Punj. Leg., 1.

§ Eliots' N. W. Prov. 1., 250; Crooke's Popular Religion & Folk Lore of N. I., p. 211.

¶ Indian Antiquary, Vol. XI pp. 33-43.

‖ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২১শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ° ২৬২।

$ J. A. S. B., Vol. XLVII (1898), p-25.

ব্রাহ্মণ্য ও সৌগত সম্প্রদায়ের সংযোজক সেতুস্বরূপ। * বৌদ্ধেরা গোরক্ষনাথকে বৌদ্ধ এবং শৈবেরা তাঁহাকে শৈব মনে করিতেন। ভক্তমালে মীননাথ ও গোরক্ষনাথ উভয়েই পরম বৈষ্ণব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। † গোরক্ষপন্থীদের ধারণীয় দ্রব্যাদি—কাচ, প্রস্তর, বা গণ্ডারশৃঙ্গনির্ম্মিত কুণ্ডল, উর্ণাসূত্রগ্রথিত নাদ (কৃষ্ণবর্ণ বস্তুবিশেষ), মেখলা (কটীবন্ধ), শিঙ্গা, ধঁধারী-চক্র (গোরক্ষধন্ধা), আসা, জোগোটা, কন্থা, দণ্ড, কমণ্ডলু বাঘাম্বর, পাদুকা, ভস্ম প্রভৃতি। বিবাহিত হইলে দীক্ষাকালে নবীন যোগী গৃহে গিয়া পত্নীকে 'মা ভিক্ষা দাও' বলিবেন এবং উত্তরে পত্নী 'পুত্র গ্রহণ কর' বলিয়া ভিক্ষা দিবেন। ঐ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য শিষ্য গুরুকে সমর্পণ করিবেন। তখন গুরুর প্রত্যয় হইবে, শিষ্য যোগসাধনে সমর্থ। সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় ইঁহাদিগকেও নানা গুরু স্বীকার করিতে হয়। কণ্ফট্ যোগীদের মধ্যে জ্যোৎমার্গে প্রবেশপূর্ব্বক মদ্যমাংস ব্যবহারের রীতি আছে। ‡ এই জ্যোৎমার্গপ্রবেশ কতকটা তন্ত্রোক্ত চক্রসাধনার সদৃশ। §

মহারাষ্ট্র কবি মহীপতি (১৮শ শতক) কৃত সন্তলীলামৃতে মৎস্যেন্দ্র কৈলাসবাসী এবং গোরক্ষ ক্ষীরোদসাগরবিলাসী বিষ্ণু বলিয়া বর্ণিত। গোরক্ষ গুরুকে স্ত্রীরাজ্য (দক্ষিণদেশ) হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। স্ত্রীরাজ্যের রাণী, প্রেমলা এবং কুমার, মীননাথ। মৎস্যেন্দ্র শিষ্যের মহিমা বাড়াইবার জন্য স্বয়ং মায়াবদ্ধের অভিনয় করেন। ভারতদেশে গোরক্ষের সহিত কানফার সাক্ষাৎ হয়। ¶

উত্তর-বঙ্গে প্রাপ্ত একটি ছড়া হইতে জানা যায়, ধর্ম্মঠাকুরের বরে এক গোপকুমারীর গর্ভে গোরক্ষনাথের জন্ম হয়। $

গোবিন্দচন্দ্রের গুরু হাড়ীপা শূদ্রজাতীয় ধনী ব্যবসায়ীর সন্তান। হাড়ীপা বা বালপাদ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিখ্যাত স্থবিরগণের নিকট বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনন্তর পবিত্র সম্প্রদায়ের ভিক্ষু হইয়া উদ্যানে (বর্ত্তমান সোবাট ও চিত্রল) যান' এবং তথায় যোগাভ্যাসে রত হন। সেখান হইতে জলন্ধরে আসিয়া দীর্ঘকাল বাস করেন এবং সেই জন্য জলন্ধরের সিদ্ধ, এই নামে প্রসিদ্ধ হন। ইহার পর নেপালে সিদ্ধাই-প্রভাবে তত্রত্য প্রধান শিবলিঙ্গ

---

* J. R. A. S., Vol. XVIII (1860-1861), p. 394.

† ভক্তমাল, ১৪শ মালা।

‡ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃঃ ১২৭।

§ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃঃ ৭৬।

¶ সন্তলীলামৃতের সেই সেই অংশ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমায় শুনাইয়া এবং ব্যাখ্যাদি করিয়া দিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

$ রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৩১৭), ১ম সংখ্যা।

ভগ্ন করিয়া ফেলেন ও বহু নেপালীকে স্বীয় মতে আনয়ন করেন।* কানুপা বা কৃষ্ণাচার্য্য ইঁহারই শিষ্য। এই সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা অধুনা শিব-যোগী বলিয়া পরিচিত। এ দেশে ইঁহারা 'যুগী' এবং সংসারী। ইঁহাদের উপাধি নাথ; মৃতের মাটি দেওয়া রীতি, অশৌচকাল দশ দিন। পুরোহিতের আখ্যা গোসাঞি। জীবনোপায় বস্ত্র-বয়ন, কেহ কেহ চাস-আবাদ করেন, অবস্থা মোটের উপর ভালই। জনসংখ্যা (গত ১৯১১ সালের আদম সুমারিতে) ৩৬১,০০০। হাজারকরা লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ১৩০।

শ্রীবসন্ত রায়

"ময়নামতীর পুঁথি" সম্বন্ধে আলোচনা

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর অধিবেশনের সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্ মহাশয় বলিলেন, "আমরা আজ অনেক নূতন কথা শুনিলাম। এই প্রসঙ্গে আমার একটা ধারণা হইয়াছে যে, আমাদের প্রাচীন কবিদিগের সঠিক বিবরণ, তাঁহাদের প্রাদুর্ভাবের কাল, দেশের তৎকালীন প্রকৃত অবস্থা, বিভিন্ন জাতির সামাজিক বিবরণ, দেশের সমসাময়িক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া সুকঠিন। ভারতের নানা স্থানে ইহার আলোচনা হইতেছে। চৈতন্যদেবের পর হইতে কাব্য ও কবিগণের যে বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য। এই সকল বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। এই আলোচনায় ভাষার ইতিহাস গঠনের পক্ষে সুফল ফলিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। বসন্ত বাবু এই বিষয়ে দেশ বিদেশের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতামত আলোচনা করিয়া, তাহা এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই জন্য অনেকের পক্ষে এই আলোচনাও উপাদেয় হইবে। বর্ত্তমান সময়ে দেশে যোগি-গণের মধ্যে একটা জাগরণ দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের পুরাতন ইতিহাস হইতে এই বিষয়-সংক্রান্ত অনেক উপকরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিব।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বি এস্-সি, এম এ মহাশয় বলিলেন, "আমার একটি প্রশ্ন আছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিয়াছেন যে, চাঁদ সদাগর—রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর সামসাময়িক। তিনি আভ্যন্তরীণ প্রমাণও উপস্থিত করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয়ের মতে "বৌদ্ধগান ও দোঁহা" দশম শতাব্দীর কথা। এবং তাহাতে বৌদ্ধমতের প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সম্ভবতঃ আরও কিছু দিন পরে

---

* J. A. S. B., Vol. LXVII. (1898) p. 22.

ময়নামতীর গান, গোবিন্দচন্দ্রের গান, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি রচনায় তান্ত্রিক সাধনার প্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল ও ইহাতে শৈব সাধনার পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগর ও কথা-সাহিত্যের অন্যান্য কাহিনী আরও অনেক পরে রচিত হইয়াছে, বলিয়াই সাধারণ বিশ্বাস। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ মহাশয়ও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সত্য-নারায়ণ, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি লৌকিক দেবতাগণের উপাখ্যানে বৌদ্ধ, তান্ত্রিক বা শৈব সাধনা অপেক্ষা শক্তি-সাধনার প্রভাবই অধিক লক্ষিত হয়। এই সকল লৌকিক দেবতার উৎপত্তি কোন্ সময়ে? বাংলা সাহিত্যে ইঁহারা কবে প্রথম প্রবেশ করিলেন? লৌকিক দেবতাগণের সহিত ময়নামতীর গানের বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাধনার কি কোনও সম্বন্ধ আছে?

"আরও একটি প্রশ্ন এই যে, ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের গানের পুঁথি কোন্ সময়ের? যদি চাঁদ সদাগরের পরে হয়, তবে চাঁদ সদাগরের কথা প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় আশ্চর্য্য নয়।"

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় বলিলেন যে, চণ্ডী ও মনসা একই সময়ে—১০ম শতাব্দীতে বঙ্গ-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন, "বেনিয়া ক্ষেত্রি জাতির যে উল্লেখ বসন্ত বাবু করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এখনও আলোচনা শেষ হয় নাই। ঢাকার এগ্রিকাল-চারাল ফার্ম্মের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় বলেন যে, তিনি কায়স্থ, ময়মনসিংহে তাঁহার নিবাস। সেখানকার কায়স্থগণের সহিত তাঁহাদের চলন নাই, সরাইয়ের বৈদ্যদের সঙ্গে তাঁহাদের বিবাহাদি হইয়া থাকে। তিনি বলেন যে, বহু দিন পূর্ব্বে তাঁহারা বর্দ্ধমানের উজানি-মঙ্গলকোট হইতে আসিয়াছিলেন। চাঁদ সদাগরের উপাখ্যানে ধনপতি দত্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহারা জাতিতে বেণে। দ্বিজদাস বাবুর নিকট অনেক পুরাতন কাগজ-পত্র রহিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহাকে আমি সেগুলির জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম, কোন জবাব পাই নাই। পরিষৎ হইতে এই জন্য পত্র লিখিতে আমি বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।"

তৎপরে অধ্যাপক মহলানবীশ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন,—"চাঁদ সদাগরের উপাখ্যান পৌরাণিক কথা নহে। মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি লৌকিক দেবতা। কোন কোন কবি—যেমন, মুকুন্দরাম, বাঙ্গালায় পুরাণের হিসাবে চণ্ডীকাব্য লিখিয়াছিলেন। মনসামঙ্গলে কাব্যাকারে পুরাণ লিখিত হইয়াছিল; তাহাতে পুরাণের সকল লক্ষণই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু ভাষা সংস্কৃত না হইয়া বাঙ্গালা, এইমাত্র প্রভেদ। মহলানবীশ মহাশয়ের সর্ব্বশেষ প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের গানের পুঁথি কোন্ সময়ের, তাহা বলা সম্ভবপর নহে। বসন্ত বাবু দেখাইয়াছেন যে, গোবিন্দচন্দ্র একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ময়নামতীর পুঁথি নিশ্চয়ই তাহার পরে রচিত হইয়া থাকিবে; কত পরে, তাহা বলা যায় না। অনুমানে দ্বাদশ শতাব্দী এই পুঁথির রচনা-কাল বলিয়া ধরিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। এখন মনসামঙ্গলের কথা আলোচনা করা যাউক। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল

হোসেন সাহের রাজত্ব-কালে রচিত হইয়াছিল। ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা। ইহার পূর্ব্বে কাণা হরিদত্ত ও নারায়ণদেব মনসামঙ্গল রচনা করেন। এই সম্বন্ধে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—'বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, হুসেন সাহার রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময়ে যে গীতি বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা।' অতএব প্রথম মনসামঙ্গলের পুঁথির রচনার কাল আমরা দ্বাদশ, কি ত্রয়োদশ শতাব্দ পাইতেছি। দীনেশ বাবু আরও লিখিয়াছেন,—'সুতরাং কাণা হরিদত্ত মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।' ১১৯৯ খৃঃ বঙ্গদেশ বিজিত হয়; এতএব কাণা হরিদত্ত দ্বাদশ শতাব্দীর লোক, এবং তাঁহার মনসার পুঁথিও এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। অতএব মনসামঙ্গল ও ময়নামতীর পুঁথি প্রায় একই সময়ে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু আরও একটী ভাবিবার বিষয় আছে। মনসা লৌকিক দেবতা, তাঁহার উপাখ্যান ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে প্রচলিত ছিল; আমাদের বিশ্বাস, ময়নামতীর পুঁথি রচিত হইবার কালে চাঁদ সদাগরের বিবরণ "ময়নামতীর" কবির অজ্ঞাত ছিল না। হয় তিনি প্রচলিত গাথা হইতে চাঁদ সদাগরের কথা লিখিয়াছেন, নতুবা কোন মনসামঙ্গলের পুঁথি দেখিয়াও লিখিতে পারেন। অতএব চাঁদ সদাগরের কথা প্রক্ষিপ্ত নাও হইতে পারে।

"লৌকিক দেবতার উৎপত্তি কোন্ সময়ে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার সময় আসিয়াছে কি? উল্লিখিত বিবরণ হইতে যাহা জানা যায়, আমাদিগকে এখন তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।"

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—"শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু তাঁহার প্রবন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। এ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের যত কিছু মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এবং তাঁহার এম্-এ ক্লাসের ছাত্রগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, হয় ত আমরা শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবুর মুখেই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন দিন না কোন দিন বিশেষ আলোচনা শুনিতে পাইব। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বকালের কবিদিগের ও কাব্যের আলোচনার জন্য যথেষ্ট উপকরণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। নাথ-সম্প্রদায়, যোগি-সম্প্রদায় প্রভৃতি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ ও ইতিহাস এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। যোগি-সম্প্রদায় নিজদের ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভক্তমালে দেখা যায়, গোরক্ষনাথ মহাবৈষ্ণব। ভগবানের কৃপায়, এক্ষণে অতীতের অন্ধকার ক্রমশঃ কাটিয়া গিয়া ঊষার আবির্ভাবের সূচনা দেখা যাইতেছে—এই সময় এই দেশের, সমাজের এবং সাহিত্যের অতীত যুগ-সংক্রান্ত ইতিহাসের যাহা কিছু উপকরণাদি পাওয়া যাইবে, তাহা সংগৃহীত করা

কর্ত্তব্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যদি এক একটি যুগ বিভাগ করিয়া, তদ্বিষয়ে ইতিবৃত্তাদি সংগ্রহ করা সম্বন্ধে রীতিমত ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করেন তবে কার্য্য-সিদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা হইবে। অধ্যাপক মহলানবীশ মহাশয় যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহার সম্যক্ আলোচনা এ যাবৎ শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে হয় নাই। বৌদ্ধযুগের পরে ময়নামতীর গান প্রভৃতি কখন রচিত হয় এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান যখন ঘটে, তখন যে সমস্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পুস্তকাদি রচিত হয়, তাহাই বা কোন্ সময়ের, এই সকল সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমাদের জ্ঞান যেন এলোমেলো রকমের। ঐ সকল বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানিতে হইলে এখনও অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধান আবশ্যক। উহা না হইলে বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবুর অদ্যকার প্রবন্ধটিকে এ বিষয়ের আলোচনার সূচক বা দ্যোতক বলিতে পারা যায়।"

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—"আমরা আমাদের দেশে, বসিরহাট মহকুমায় ছেলেবেলায় ময়নামতীর অনেক গান শুনিয়াছি। পরে কুমিল্লায় ময়নামতীর পাহাড়, পুকুর, মাঠ, চড়কডাঙ্গা দেখিয়াছি। বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই এই উপাখ্যানের বর্ণিত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ডায়মণ্ডহারবারের মগরাহাটে চাঁদসদাগরের পোতা ও লখিন্দরের ভিটে দেখা যায়।"

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার আর বক্তব্য কিছুই নাই। সমস্তই শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, সুখের বিষয়, যোগি-সম্প্রদায় "যোগী-সখা" নামক মাসিক পত্রিকায় তাঁহাদের সমাজের কথার বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিতেছেন।

নালিতা*

পাট বর্ত্তমান বঙ্গদেশের প্রধান কৃষি-সম্পদ। বঙ্গদেশ হইতে বিদেশীয় পণ্যদ্রব্যের জন্য প্রতি বৎসর যে বহুসংখ্যক টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, এক পাটই তাহার কিয়দংশ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। লোকে বলে যে, পাটের চাষ বঙ্গদেশে এত অধিক হওয়াই বঙ্গের বর্ত্তমান অন্নকষ্টের একটি কারণ। এই কথার মূলে কতটা সত্য নিহিত আছে, তাহার ভার কৃষি-বিভাগের সরকারী রিপোর্টের উপর দিয়া, আমরা সাহসের সহিত বলিতে চাই যে, পূর্ব্ব, মধ্য ও উত্তরবঙ্গে যদি পাটের আবাদ একবারে বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে লোকের অন্নকষ্ট কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হইলেও তাহাদের ঘরে নগদ টাকা একেবারে থাকিবে না। চাষারা পাট বিক্রয় করিয়াই অধিকাংশ স্থলে ধনী ও মহাজনের ঋণ শোধ করে, ভূস্বামীর খাজানা দেয়। যে বৎসর পাটের দর কম থাকে, অথবা পাট হয় না, সে বৎসর তাহারা মহাজনের দেনা এবং ভূস্বামীর খাজানা দিতে পারে না। বর্ত্তমান বঙ্গের ধনী ও নির্ধন, তাহাদের ঘরের নগদ টাকার জন্য, পাটের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে।

পাটকাঠি বেশ পাতলা জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশে বিলাতি দেশলাই আগমন করিবার পূর্ব্বে, গলিত-গন্ধকাগ্র পাটকাঠি-দেশলাই প্রায় প্রতি গৃহস্থের ঘরেই ব্যবহৃত হইত। পাট ও পাটকাঠি ছাড়া আরও একটি জিনিষ পাটগাছে পাওয়া যায়, সেটী পাটপাতা। পাটপাতার উপকারিতা সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত লোক অনভিজ্ঞ হইলেও প্রাচীন লোকেরা ইহার উপকারিতা বিশেষরূপে জানিতেন। এখনও গ্রামদেশে অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে শুষ্ক পাটপাতা সঞ্চিত ও রক্ষিত দেখা যায়। ইহা নালিতা বা শুখ্তা পাতা নামে ব্যবহৃত হয়। ইহার শীতল জল-নির্য্যাস কৃমিঘ্ন, কুষ্ঠনাশক এবং পিত্ত-নিঃসারক ; যথা ,—

*　　*　　*

"রক্তপিত্তহরং তিক্তং ক্রিমিকুষ্ঠবিনাশনম্ ॥" ইতি রাজবল্লভঃ।

পট্টশাকঃ অস্য গুণাঃ—

"রক্তপিত্তনাশিত্বং, বিষ্টম্ভিত্বং, বাতকোপনঞ্চ ॥" ইতি ভাবপ্রকাশঃ।

এই গুণান্বিত বলিয়াই কচি পাটপাতা গ্রামদেশে, বিশেষতঃ গরীব লোকের মধ্যে শাক-রূপে ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক পাটপাতা বোধ হয়, এই জন্যই লোকে ভাজা খাইয়া থাকে। চাষীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় যে, পাটপাতা কোন কোন গোজাতীর পীড়ায়ও

---

* পরিষদের ১৩২৮ প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ফলদায়ক। পাটপাতা এই প্রকার নানারূপে সুব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া, প্রায় প্রতিগৃহেই বৃদ্ধারা ইহা সযত্নে রক্ষা করেন এবং সহরে বাজারে ইহা কিনিতে পাওয়া যায়।

পাটপাতার জলীয় নির্য্যাস তিক্তস্বাদ-বিশিষ্ট। তিক্ত বলিয়াই বোধ হয়, ইহা ভেষজ-রূপে ব্যবহৃত হয়। কারণ, অনেক তিক্ত জিনিষ রোগঘ্ন। এই তিক্ত পদার্থটিকে পাটপাতার অন্যান্য উপাদান হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া, তাহার রাসায়নিক প্রকৃতি আলোচনার জন্য ঢাকা কলেজের রসায়নাগারে আমরা একটি ক্ষুদ্র গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া, যে ফল পাইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসের পরিপক্ক পাটপাতা উত্তমরূপে রৌদ্রে শুখাইয়া, আমরা ব্যবহার করিয়াছি। এই শুষ্ক পাতা চূর্ণ করিয়া, ফুটন্ত পরিস্রুত জলে ২৪ ঘণ্টাকাল রাখিয়া, কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইলে, নাতিতরল কৃষ্ণবর্ণ ক্বাথ পাওয়া যায়। এই ক্বাথে সীসশর্করা (Lead acitate) মিশ্রিত করিলে এক ভস্মাভ গুরুপদার্থ অধঃস্থ হয়। এই গুরুপদার্থ শোষণীয় কাগজদ্বারা ছাঁকিয়া লইলে, এক নির্ম্মল পীতাভ ক্বাথ পাওয়া যায়। তৎপর এই ক্বাথ হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) যোগে অতিরিক্ত সীস হইতে পৃথক করিয়া, অম্ল এমোনিয়া (Ammonia) মিশ্রণানন্তর, অগ্নির উত্তাপে ঘনীভূত করিলে, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ক্বাথ প্রস্তুত হয়। এই ক্বাথে ট্যানিক এসিড মিশ্রিত করিলে, গ্লুকোজাইড্ নামক পাটপত্রস্থ তিক্ত পদার্থ ইহার সঙ্গে মিলিত হইয়া, একটি নূতন পদার্থে পরিণত হইয়া, ক্বাথস্থ অন্যান্য উপাদান হইতে পৃথক্ হইয়া অধঃস্থ হয়। এই অধঃস্থ জিনিষটিকে ছাঁকিয়া, বেরিয়াম হাইড্রেটের জলের সঙ্গে ২৪ ঘণ্টা বা ততোধিক কাল রাখিয়া দিলে, ট্যানিক এসিড্, তিক্ত-পদার্থ গ্লুকোজাইড সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, বেরিয়ামের সঙ্গে একত্রিত হইয়া, জলে অগলিত, নীলাভ নূতন পদার্থে পরিণত হয় এবং তিক্ত জিনিষটি স্বাবস্থায় পৃথক্ হইয়া জলে গলিতভাবে বিদ্যমান থাকে। অতিরিক্ত বেরিয়াম, কার্ব্বলিক এসিড যোগে অধঃস্থ করণান্তর পৃথক্ করিয়া গ্লুকোজাইড-পূর্ণ জলে, জলীয় বাষ্পের উত্তাপে (১০০° C) শুখাইয়া, পুনরায় অল্প গরমজলে গালাইয়া, বায়ুস্পর্শে রাখিয়া দিলে, অতি উৎকৃষ্ট দানাদার হইয়া পাটপাতার তিক্ত জিনিষটি পৃথক হয়, দানাগুলি দেখিতে সূচের ন্যায় (needles); ইহা কুইনাইনের মত শাদা এবং তিক্তস্বাদবিশিষ্ট; কিন্তু এইটি অবশ্য কুইনাইনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কিছু কম তিক্ত। কুইনাইন যে জাতীয় জিনিস, ইহা সে জাতীয় নহে। কুইনাইন যবক্ষারজানবিশিষ্ট এলকালয়েড্ শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু পাটপাতার এই তিক্ত জিনিষটিতে যবক্ষারজান নাই। এই জাতীয় জিনিষ, সাধারণতঃ দ্রাক্ষাশর্করা (Glucose) এবং অন্যান্য জাতীয় জিনিষের সঙ্গে, রাসায়নিক সংযোগে গঠিত হয় বলিয়া, এই জাতীয় জিনিষ-গুলিকে গ্লুকোজাইড্ আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা জলে, সুরাসারে এবং এসিটোন্ নামক পদার্থে গলে। কিন্তু ইথার, বেনজিল্ ইত্যাদি তরলপদার্থে ইহা গলে না। এই নূতন পদার্থ-মিশ্রিত জল আলোড়নে ফেনিল হইয়া উঠে। অগ্নির উত্তাপে ইহা ১৭৫°—১৭৬°

ডিগ্রিতে দ্রব হয়। ভঙ্গী-ভঙ্গ আলোক তরঙ্গকে (Polarised light) ইহা বাম দিকে আবর্ত্তন করে। গন্ধকদ্রাবকে ইহা সুন্দর সবুজাভ লালবর্ণ ধারণ করে। যে জাতীয় পাট হইতে এই জিনিষটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার ল্যাটিন নাম করকরাস্ ক্যাপসুলারিস্ (Corchorus Capsularis) বলিয়া ইহাকে করকরিন্ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। করকরিন্ জলের সঙ্গে একত্রীভূত হইয়া দানার আকার ধারণ করে বলিয়া বোধ হয়। কেন না, জলীয় বাষ্পাগারে ইহা ১০০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিলে, ইহার গুরুত্ব কমিয়া যায়। শতভাগ জলের সহিত দুইভাগ গন্ধকদ্রাবক অথবা লৌহদ্রাবক মিশ্রিত করিয়া, সেই জলের সঙ্গে করকরিন্, ৩৪ ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিলে, ইহা দুইটী পদার্থে বিযুক্ত হইয়া যায়; একটি দ্রাক্ষাশর্করা, ইহা জলে গলিত অবস্থায় থাকে; অপরটি, সুরাসারজাতীয় জিনিষ, ইহা জলে অদ্রব বলিয়া, কাচপাত্রের গায়ে, আঠার ন্যায় লাগিয়া থাকে। দ্বিতীয় পদার্থটী সুরাসার এবং ইথারে বেশ গলে। যদিও নানাপ্রকার রাসায়নিক পরীক্ষা-প্রয়োগে প্রথম পদার্থটী দ্রাক্ষাশর্করা বলিয়া নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইয়াছে; দ্বিতীয়টী যে সুরাসারজাতীয় জিনিষ, তাহা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করা যায় নাই।

সাধারণতঃ দ্রাক্ষাশর্করা, ভঙ্গী-ভঙ্গ আলোক-তরঙ্গকে দক্ষিণদিকে আবর্ত্তন করে। কিন্তু, যে দ্রাক্ষাশর্করা, করকরিন্ হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ঐ আলোককে কোন দিকেই আবর্ত্তন করে না। কৃত্রিম উপায়ে দ্রাক্ষাশর্করা তৈয়ার হইলে, অনেক সময়েই এইরূপ দেখা যায়। ভঙ্গী ভঙ্গ আলোকতরঙ্গ সম্বন্ধে বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী দ্রাক্ষাশর্করা সমপরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়াই, এইরূপ হয়। ঐ আলোককে বামদিকে ঘূর্ণিত করে, এরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত দ্রাক্ষাশর্করাও প্রস্তুত হইয়াছে। কোন প্রকার রাসায়নিক পরীক্ষা-প্রয়োগে এই দুই জাতীয় দ্রাক্ষাশর্করার বিশেষত্ব নির্দ্ধারণ করা যায় না। মাত্র উপরোক্ত আলোক-সাহায্যেই ইহাদের বিশেষত্ব সহজে নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু যখন দুইটি সমভাবে একত্র থাকে, তখন এই আলোক-পরীক্ষাও নিষ্ফল। ইষ্ট নামক একটি উদ্ভিজ্জাণু তালের তাড়িতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই উদ্ভিজ্জাণুই সাধারণতঃ দ্রাক্ষাশর্করাকে সুরাসারে পরিণত করে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, দক্ষিণাবর্ত্তনকারী দ্রাক্ষাশর্করাই এই ইষ্ট দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু, ইহার বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী, বামাবর্ত্তনকারী, দ্রাক্ষাশর্করা ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয় না। করকরিন্ হইতে প্রস্তুত দ্রাক্ষাশর্করা, এই ইষ্ট-সংসর্গে ৪।৫ দিন রাখিয়া দিলে পর, উপরোক্ত আলোককে বামাবর্ত্তন করিয়া থাকে।

শ্রীহরিদাস সাহা

"নালিতা" সম্বন্ধে আলোচনা

প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে অধিবেশনের সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর প্রবন্ধ লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন যে, আয়ুর্ব্বেদে অসংখ্য গাছ-গাছড়া ও ভেষজদ্রব্যের গুণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সকল দ্রব্যের অধিকাংশই বিশুদ্ধভাবে ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত হয় নাই। যেগুলি পরীক্ষিত হইয়াছে, সেগুলি আজকাল ডাক্তারগণ ব্যবহার করিতেছেন ও ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, যেমন কুরচি, বেল, পুনর্ণবা, অর্জ্জুন, বাকস ইত্যাদি। যে সকলের পরীক্ষা বাকী রহিয়াছে, তাহাদের পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেক গাছ-গাছড়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া কবিরাজগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; তাহাদের সার অংশ নিষ্কাষিত হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে; লোকের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধসেবনে কষ্ট হইবে না এবং আয়ুর্ব্বেদের প্রতি বিদেশী চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষিত হইবে। তাহাদের কেমিকাল্, ক্লিনিকাল্ ও ফার্ম্মাকোলজিকাল্ পরীক্ষা হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। পূর্ব্বে এই কাজের জন্য গবর্ণমেণ্টের Indigenous Drugs Committee নামে একটি সমিতি ছিল। তিনি এই সমিতির সভ্যরূপে কাজ করিয়াছেন। এই সমিতির চেষ্টায় অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ British Pharmacopiaতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। আজকাল Bengal Chemical and Pharmaceutical Works এই বিষয়ে অনেক কাজ করিতেছেন। এখন উক্ত সমিতি উঠিয়া গিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্প্রতি আর একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি যাহাতে এদেশে ঔষধের গাছ-গাছড়ার চাষ হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। অনেক ঔষধ বিদেশ হইতে আমদানী হয়, অথচ সেই সকল ঔষধ যে সকল দ্রব্য হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা এদেশেও রহিয়াছে। এদেশের ভেষজদ্রব্যগুলি দেশবাসীর পক্ষে জলবায়ুর গুণে যে সুফলপ্রদ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাজারে যে সকল দ্রব্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধরূপে বিক্রীত হয়—কবিরাজগণ নিঃসঙ্কোচে সে সকল ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন। তাহাদের মধ্যে অনেক বাজে জিনিষ মিশিয়া থাকিতে দেখা যায়। এই জন্য ঔষধের ফল আশানুরূপ পাওয়া যায় না। নিম্নোক্ত তিনটি কারণে আয়ুর্ব্বেদোক্ত উদ্ভিজ্জ ঔষধগুলি বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরীক্ষিত হওয়া উচিত—(১) দেশের জলবায়ুর গুণে দেশীয় দ্রব্যে প্রস্তুত ঔষধ দেশের লোকের প্রকৃতির উপর বেশী কাজ করিবে, (২) বিদেশ হইতে সমগুণসম্পন্ন এই সকল ঔষধ আমদানী করিতে যে ব্যয় হয়, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে, ও (৩) আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের

সত্য-প্রতিষ্ঠা হইবে। অস্তকার আলোচ্য নালিতা (পাটের শুষ্ক পাতা) বাঙ্গালা ছাড়া অন্যত্র জন্মায় না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহার উপকারিতার কথা অনেকেই জানেন, মোট কথায় ইহা যকৃতের ক্রিয়ার উত্তেজক—যাঁহাদের "পৈত্তিকের" ধাত, ইহা ব্যবহার করিয়া তাঁহারা সুফল লাভ করেন। হরিদাস বাবু এই প্রয়োজনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি আরো অনেক দেশী ঔষধ সম্বন্ধে রাসায়নিক পরীক্ষা করিবেন।

পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের

পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ*

জীবন-সংগ্রামের জন্য খাদ্যসংগ্রহই প্রধান কার্য্য। নিম্নশ্রেণীর জীবদের মধ্যে খাদ্যসংগ্রহই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কি করিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং দ্রব্যাদি হইতে খাদ্যসংগ্রহ করিতে হয়, তাহাদের জীবনের সকল চেষ্টা প্রথমতঃ তাহারই জন্য নিযুক্ত হয়। সুসভ্য মনুষ্য-সমাজে ব্যক্তিগতভাবে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করিতে হয় না, প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের জন্য কিংবা সমষ্টির জন্য কার্য্য করে। তাহাদের প্রয়োজনীয় আহারাদির উপকরণ পাইবার পক্ষে সমাজের অপর লোকের সাহায্য পাইবার অনেক সুবিধা আছে। সভ্য-সমাজে কোন ব্যক্তির কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিলে, সেই অর্থ দ্বারা তাহাদের ইচ্ছামত ও সুবিধানুযায়ী সকলপ্রকার আহার্য্য বস্তু কিনিতে পারে। ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা নিম্নশ্রেণীর জীবগণের মত তাহাদের প্রত্যেকটি আহার্য্য বস্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে সংগ্রহ করিতে হয় না। এইটি সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান সুবিধা, কিন্তু অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য মনুষ্যদের মধ্যে এইরূপ সুবিধার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের আহার্য্য-বিষয়ের উপকরণগুলির মধ্যে অনেকগুলিকে নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা সংগ্রহ করিতে হয়।

আজকালকার পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসিগণকে অসভ্যজাতি বলা যায় না। কিন্তু তাহাদের খাদ্যাদির উপকরণ-সংগ্রহ-বিষয়ে সমভূমির অধিবাসিগণের যতটা সুবিধা আছে, ততটা নয়। সমভূমির লোকেরা যেরূপ সুবিধামত দেশলাই কিনিতে পারে, এই পাহাড়ি-জাতির পক্ষে সেরূপ সহজে দেশলাই ক্রয় করা সম্ভবপর নয়। এই সব পাহাড়ে চকমকি পাথরের অভাব। কারণ, পাহাড়গুলি প্রধানতঃ কর্দ্দম হইতে উৎপন্ন (Clay-stone)। সেই জন্য তাহারা চকমকি ঠুকিয়া আগুন উৎপাদন করিতে পারে না। এই সব অসুবিধার মধ্যে তাহারা আগুন উৎপাদন করিবার জন্য বাঁশে বাঁশে ঘসিয়া একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। এইরূপে আগুন উৎপাদন করিবার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় † লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা রন্ধনের জন্য দগ্ধ মৃৎপাত্র (যেমন হাঁড়ি ইত্যাদি) প্রস্তুত করিতে পারে না। মাটীর হাঁড়ি, বদনা, গেলাস প্রভৃতি অজস্র পরিমাণে চট্টগ্রাম হইতে পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। পাহাড়িদের মধ্যে যাহারা সমৃদ্ধিশালী তাহারা ধাতুপাত্র (যেমন—কড়াই, বগ্নো প্রভৃতি) কিনিয়া থাকে। পুরাকালে যখন চট্টগ্রাম প্রভৃতির

---

* পরিষদের ১৩২৮ দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† ২৬শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা।

সহিত পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের বাণিজ্য-ব্যবসা আদান-প্রদান এত প্রচলিত ছিল না, তখনও পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামবাসীরা দগ্ধ-মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিয়া রন্ধন করিত না। বোধ হয়, কঙ্কর-মিশ্রিত মৃত্তিকা কুমারের ব্যবসার উপযোগী ছিল না। সে জন্য পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামবাসীদিগকে রন্ধনের পাত্রের জন্য অন্য উপাদান সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল—তাহাও বাঁশ। এই বাঁশ দ্বারাই পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামবাসীদের ঘরকন্নার অধিকাংশ কাজই চলে। তাহাদের গৃহের প্রত্যেক উপকরণ বাঁশ হইতে নির্ম্মিত এবং ব্যবহার্য্য প্রত্যেক দ্রব্যই, এমন কি রন্ধনের পাত্র পর্য্যন্ত বাঁশ হইতে প্রস্তুত।

এখানে নানাপ্রকার বাঁশ জন্মে, তাহার মধ্যে ডলুবাঁশ নামে একপ্রকার বাঁশ আছে। ঐ বাঁশ খুব ফাঁপা এবং ইহাদের গিটগুলি অনেক দূরে দূরে অবস্থিত ও ১টা খুব পাতলা। এই বাঁশের এক একটি গিট কাটিয়া অনেকস্থলে তাহারা রন্ধনের পাত্রস্বরূপ ব্যবহার করে। অন্য বাঁশের গিটে রাঁধিলে খাদ্য কিছু তিক্ত বা কিছু বিস্বাদ হয়—এইরূপ তাহারা বলিয়া থাকে। কিন্তু ডলু বাঁশের গিটে রাঁধিলে তাহা হয় না।

লবণ আহারের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। আজকাল পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম-বাসীরা প্রায়ই বাজারের লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে। পাহাড়ে 'মুনিয়া' নামে একপ্রকার গাছ আছে। পূর্ব্বে পাহাড়িরা তাহা পোড়াইয়া, ছাই জলে গুলিত; পরে বাঁশের চুঙ্গিতে ছেঁদা করিয়া সেই ছেঁদা তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিত। তাহা হইতে যে পরিষ্কার জল বাহির হইয়া আসিত, সেই জল জ্বাল দিয়া শুখাইয়া লইলে, পরিষ্কার লবণ পাওয়া যাইত। একপ্রকার সিমগাছের ছাই এবং একরকম বাঁশের ছাই হইতেও লবণ পাওয়া যাইত। এখন সরকারের আইনে এ সব উপায়ে লবণ তৈয়ারী বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

পাহাড়ে একপ্রকার কলাগাছ পাওয়া যায়—তাহার বাকলের রসের আস্বাদ ঠিক লবণের মত। এই রস তরকারিতে দিলে তরকারি বেশ লবণাস্বাদ হইয়া যায়।

যদিও পাহাড়ি-জাতি সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রকাশ করে, তথাপি অনেকগুলি জাতির মধ্যে পোকা, ফড়িং হইতে হস্তী পর্য্যন্ত অধিকাংশ জীব আহার করিবার তাহাদের কোনও বাধা নাই। এই সব মাংস তাহাদের রন্ধন করিয়া বা পোড়াইয়া খাইতে হয়।

বঙ্গদেশীয় জনসাধারণের মত ভাতই তাহাদের খাদ্যের উপকরণ। কিন্তু, সমতল-ভূমিতে আমরা যেরূপে লাঙ্গল দিয়া ভূমিকর্ষণ করিতে পারি, পাহাড়ে সেইভাবে কর্ষণ করার সুবিধা নাই। ঐ স্থানে পাহাড়িদের জমি কর্ষণ করিবার নিয়ম এইরূপ:—যে সব পাহাড়ে বড় বড় গাছ জন্মে, তাহাতে ঘাস কিংবা আগাছা জন্মে না। পাহাড়িরা এইরূপ পাহাড় বাছিয়া লয়। তাহারা বড় গাছগুলি কাটিয়া পাহাড়ের গা দিয়া গড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। পরে সেই জমিতে যে শুষ্কপত্রাদি থাকে, তাহা অগ্নির দ্বারা পোড়াইয়া দেয়। পরে দা দিয়া খুড়িয়া খুড়িয়া ধান, কাপাস, তিল, মরিচ প্রভৃতি বুনিয়া দেয়। ইহাতে ধান্য প্রভৃতি বেশ জন্মে। পাহাড়ের উপরের এই ক্ষেতকে পাহাড়ীরা 'জুম' বলিয়া থাকে।

পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের কয়েকটী তরকারী প্রসিদ্ধ। যেমন—কচু, কুমড়া, সারক (একরূপ ফুটি) ও চিনার (একরূপ কাঁকুড়) ; ইহা ছাড়া ঢেরষ, চালতা, পুঁইশাক—এই তরকারীগুলিও অল্প-বিস্তর পাওয়া যায়। এই সবগুলি পুরাতনকালের তরকারী। আজকাল কপি, গাজর, সালগম প্রভৃতি অনেক প্রকার নূতন তরকারীর চাষ সভ্য-পল্লীতে আরব্ধ হইয়া থাকে।

পাহাড়িরা ভ্রমণশীল জাতি এবং তাহাদের অন্যত্র ভ্রমণকালে খাদ্যদ্রব্য নিজে যাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহা ছাড়া অন্য কিছু লইবার সুবিধা নাই। কোনও স্থানে যাইতে হইলে, আহারের উপকরণের মধ্যে শুধু চাউল লয় এবং একখানি ছোট কাটারি সঙ্গে রাখে। তরকারী, হলুদ, লঙ্কা, প্রভৃতি পথেই সংগ্রহ করে। কাটারি দ্বারা প্যায়া বাঁশ কাটিয়া তদ্দ্বারা আগুন জ্বালায় এবং ডলু বাঁশের গিট কাটিয়া তাহার একটির মধ্যে চাউল ও জল দেয় ও অন্য একটি লইয়া তাহার ভিতর তরকারী, হলুদ, লঙ্কা, ও জল দিয়া এবং পাতা দিয়া বাঁশের চোঙ্গার মুখ বন্ধ করিয়া, আগুনের মধ্যে চতুর্দ্দিকে ছাই দিয়া ঘিরিয়া, বাঁশগুলি বসাইয়া এরূপভাবে জ্বাল দিতে থাকে যে, ভাত ও তরকারী বাঁশের চোঙ্গার মধ্যে সিদ্ধ হয়। এই বাঁশের চোঙ্গা আগুনের তাপে ঠিক থাকে, পুড়িয়া কয়লা হইয়া যায় না।

শ্রীসরসীলাল সরকার

"পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ" সম্বন্ধে আলোচনা

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয় এই প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, তিনি একবার পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন। সেখানকার ভূমির অধিকাংশই পর্ব্বত-সমাচ্ছন্ন। সমতলভূমির সর্ব্বত্রই প্রায় বাঁশের জঙ্গলে আবৃত। তথাকার (রাঙ্গামাটীর) অধিবাসীরা কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য বর্ষার প্রাক্কালে পর্ব্বতের সানুদেশগুলিতে সঞ্চিত বাঁশের পাতা ও কঞ্চিতে আগুন ধরাইয়া দিয়া, সমস্ত আবর্জ্জনা পুড়াইয়া ফেলে ; পরিশেষে তাহাতে ধান্যাদি শস্যের বীজ বপন করে। ঐ ভাবে ২।৩টী পাহাড়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। পার্ব্বত্য-প্রদেশবাসীরা গৃহনির্ম্মাণাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যে বাঁশের ব্যবহার করিয়া থাকে। বাঁশের মাচা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই শয়ন করে। বাঁশের নির্ম্মিত একপ্রকার তাঁতে তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রও বয়ন করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই মাংসাশী। সর্ব্ববিধ জান্তব খাদ্য তাহারা অনায়াসেই সংগ্রহ করিতে পারে। তন্মধ্যে বন্য কুক্কুটের মাংসেরই প্রচলন অধিক। ঐ জাতি অতিশয় সত্যপরায়ণ ও অতিথিপ্রিয়। অসময়ে ঋণ করিলে, নূতন ধান্য উৎপন্ন হইবামাত্রই তাহা পরিশোধ করে।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, "পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অধিবাসীদের অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তথাপি তাহারা সকলেই মাংসভুক্। তাহারা সাধারণতঃ দুইটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) খিউংথা, (২) তুংথা। খিউংথাদের সকলেই মগ; পুরাতন আরাকান ভাষায় কথা বলে। তুংথা জাতিরা অত্যন্ত মাংসাশী; প্রায় সকল প্রাণীর মাংসই তাহারা খাইয়া থাকে, তবে বন্যশূকরের মাংসভক্ষণ তাহাদের নিষিদ্ধ। মাছ খায় বটে, কিন্তু তাহা টাট্‌কা অবস্থায় খায় না। শুক্‌নো বা পচাইয়া খায়। খিউংথা জাতীয়েরা মাছ আদৌ খায় না।"

তৎপরে তিনি তাহাদের অবলম্বিত "জুম"-প্রণালীর কৃষিকার্য্য ও তাহাদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় বুঝাইয়া দিলেন।

অনন্তর সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তিনি ব্রহ্মদেশের পার্ব্বত্য-জাতির সহিত এই জাতির আচার-ব্যবহারের তুলনা করিলেন। ব্রহ্মদেশের লোকেরা বৌদ্ধ হইলেও প্রায় সকলেই মাংসাশী। পূর্ব্বকালে তাহারা কোন প্রাণিহত্যা করিয়া মাংস ভক্ষণ করিত না, এখন তাহা করে। পুঙ্গিরা সভ্য ব্রহ্মবাসীদিগের পুরোহিত ও শিক্ষক; অধিকাংশ ব্রহ্মবাসী বালকেরা বিদ্যার্থী হইয়া পুঙ্গিদের গৃহে অবস্থান করে। এই প্রকারে তাহাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নির্ব্বাহিত হয়। পার্ব্বত্য-জাতিদিগের মধ্যে বিদ্যার আলোক এখনো প্রবেশ করে নাই। তাহাদের স্বভাব সাধারণ ব্রহ্মবাসী অপেক্ষা উগ্র এবং তাহারা অতিথি-বৎসল হইলেও প্রতিহিংসা-পরায়ণ। তাহাদের আচার-ব্যবহার অনেকাংশে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অধিবাসীদিগের অনুরূপ।

———

মানভূম-ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি*

মানভূম জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে পাতকুম পরগণা অবস্থিত। পাতকুম পরগণার জমীদার (বা রাজা) আপনাকে বিক্রমাদিত্যের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইছাগড় গ্রামে জমীদারের বাস। এই রাজবংশে এই প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য ইছাগড় হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী তুলমি গ্রামে একটি গড় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কালক্রমে উজ্জয়িনী-রাজবংশের একটি শাখা প্রথমতঃ তুলমিতে ও পরে ইছাগড়ে আসিয়া বসে করেন। তুলমি গ্রামে অদ্যাবধি বিস্তর প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইছাগড় (ইচ্ছাগড়) গ্রামের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজবাটী হইতে অর্দ্ধ মাইলের অনধিক দূরে এক চতুর্ম্মুখ শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। চতুর্ম্মুখের কোন মন্দির নাই; উত্তর ও পশ্চিম দিকে মৃত্তিকা ও প্রস্তরের স্তূপ রহিয়াছে।

গত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পূজাবকাশে আমি ইছাগড় গ্রামে গিয়া জমীদারের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত রামগোপাল আদিত্যদেবের সাহায্যে চতুর্ম্মুখের পশ্চিম দিকে যে স্তূপ আছে, তাহার কতকাংশ খনন করাইয়াছিলাম। ঐ স্তূপের কতকাংশের উপরিভাগ হইতে বিস্তর প্রস্তর ও একটি প্রস্তরনির্ম্মিত ফটকের কতকাংশ পাওয়া যায়। ঐ সকল প্রস্তরের ভিতর দুই খানি উৎকীর্ণ-লিপিযুক্ত প্রস্তর পাইয়াছিলাম। তাহা রায়সাহেব শ্রীযুক্ত চুণীলাল রায় মহাশয়ের যত্নে Archaeological Societyর বিহার শাখায় প্রেরিত হইয়াছে। সেই উৎকীর্ণ লিপি এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইল।

চতুর্ম্মুখের ছায়াচিত্র লইয়া মুখগুলি সম্বন্ধে বিচার হওয়া প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ আমরা যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া থাকি, এই মুখ তদপেক্ষা অনেকাংশে পৃথক্। পরন্তু যে ফটকের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার উপরেও চতুর্ম্মুখের মুখের অনুরূপ ক্ষুদ্রতর মুখ খোদিত আছে। ঐ সকল প্রস্তর আমি স্তূপের অনতিদূরে রাখিয়া আসিয়াছিলাম এবং শুনিতেছি এখনও সেগুলি ঐ স্থানে রক্ষিত আছে।

অবস্থা দেখিয়া আমার অনুমান হয় যে, যে প্রস্তর ও ফটকের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা পূর্ব্বে চতুর্ম্মুখের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ঐ স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি দ্বারা চতুর্ম্মুখের নাম ঐ মন্দিরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কালক্রমে মন্দির ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইলে, তাহার উপকরণ সকল সন্নিহিত স্তূপের একাংশে রক্ষিত হইয়াছিল।

যে স্তূপের একাংশে ঐ সকল প্রস্তর রক্ষিত হইয়াছিল, তাহাও একটি অভিনব পদার্থ। লৌহ-শলাকায় গ্রথিত প্রস্তরের দেওয়াল ঐ স্তূপের চারিদিকে আছে এবং ক্রমশঃ ঐ দেওয়াল ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। দেওয়ালের মধ্যদেশ পাটে পাটে টালি ইষ্টকের দ্বারা গ্রথিত। এই স্থানের তলদেশ পর্য্যন্ত খনিত না হইলে, ঐ স্তূপের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না।

শ্রীহরিনাথ ঘোষ

---

* ১৩২৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৭শ বার্ষিক ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

মানভুম-ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপির পাঠ

প্রথম শিলালিপি

মাদ্রাজের মিউজিয়মে রক্ষিত শশাঙ্করাজের তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত ইহার অক্ষর মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, অক্ষরতত্ত্ব অনুসারে শশাঙ্করাজের সময়ে চলিত অক্ষর এই শিলালিপির অক্ষর হইতে প্রাচীনতর। তাঁহার তাম্রশাসনের সময় গৌপ্তাব্দ ৩০০, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬১৯-২০ অব্দ। এই শিলালিপি অন্ততঃ তাহার ৫০ বৎসর পরে উৎকীর্ণ বলিয়া অনুমান হয়।

পাঠোদ্ধার—(প্রথম ছত্র) শ্রী ব ল ব রা হ

(দ্বিতীয় ছত্র) ম হা জ ব (ণ) নঃ।

অর্থ—একটি নাম। নামের অর্থ—বৃহৎ পদ্মবনের বলবান্ বরাহ [-স্বরূপ]

দ্বিতীয় শিলালিপি

পাঠোদ্ধার—গ ম র র ল

ইহার অক্ষরগুলি পূর্ব্ব শিলালিপির অনুরূপ। প্রায় একসঙ্গেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু ইহার "র" দুইটি দেখিলে মনে হয়, যেন ইহা পূর্ব্ব শিলালিপির পরে খোদা হইয়াছিল।

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

খনিবিদ্যার পরিভাষা*

বিজ্ঞান-বিষয়ক ইংরাজী শব্দের পরিভাষা প্রণয়ন অত্যন্ত দুরূহ। সাহিত্য-পরিষদ্ কর্ত্তৃক বহু বিজ্ঞান-বিষয়ক পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু খনিবিদ্যার পরিভাষা এ পর্য্যন্ত গঠিত হয় নাই। অধুনা মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকায় খনি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ছয় বৎসর হইল, রাণিগঞ্জের কয়লাভূমিতে (Coal field) বাঙ্গালা ভাষায় খনিবিষয়ে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব ঐ বিদ্যার পরিভাষা প্রণয়নের সময় আসিয়াছে। নতুবা ভবিষ্যতে আমরা উহার নানাবিধ পারিভাষিক শব্দ দেখিতে পাইব।

বিষয়টি কঠিন বলিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। সম্প্রতি শিবপুর কলেজের খনিবিদ্যার অধ্যাপক ই এইচ্ রবার্টন্ একখানি খনিজরিপের পুস্তক লিখিয়াছেন। উহার বাঙ্গালা অনুবাদ সরকারী ব্যয়ে ছাপা হইতেছে। উহাতে যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেইগুলি, ও তাহা ব্যতীত আরও কতকগুলি শব্দ প্রবন্ধের শেষে দেওয়া হইল। পুস্তকে পরিভাষা চতুর্ব্বিধ উপায়ে সঙ্কলিত হইয়াছে।

১। কয়লাভূমিতে স্থানীয় লোকে যে পরিভাষা ব্যবহার করে, তাহা যথাসম্ভব গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন শব্দ অপভাষাবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে, যেমন— "কম্পাস বাবু।" কয়লাভূমিতে জরিপকারীকে (Surveyor) কম্পাস বাবু বলে। ম্যানেজার হইতে মালকাটা (Miners) পর্য্যন্ত সকলেই ঐরূপ কহে। জরিপকারী অপেক্ষা যিনি বয়সে ছোট, তিনি তাঁহাকে "কম্পাস-দা" বলেন। দূর হইতে তাঁহাকে ডাকিতে হইলে "ওহে কম্পাস" বলা হয়। তাঁহার স্ত্রী "কম্পাস-গিন্নি" বলিয়া অভিহিতা হন। তথাপি পুস্তকে "কম্পাস বাবু" ব্যবহার করা যায় না।

প্রচলিত শব্দসংগ্রহ এক ব্যক্তি দ্বারা হওয়া সময়-সাপেক্ষ। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ও বিহারের বিভিন্ন কয়লাভূমিতে কোন কোন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। ইংলণ্ডেও ঐরূপ আছে। একই দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ নামগুলি সংগ্রহ করিতে না পারিলে তালিকা অসম্পূর্ণ থাকিবে। রাণিগঞ্জ, ঝরিয়া ও গিরিডির প্রায় প্রত্যেক খনিতে শিবপুরের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র আছেন। তাঁহারা উদ্‌যোগী হইলে প্রচলিত শব্দ সংগ্রহ সহজসাধ্য হয়।

২। কতকগুলি ইংরাজী শব্দ সুখোচ্চার্য্য, অথচ উহার দেশীয় পরিভাষা সঙ্কলন করিলে শব্দগুলি বড় হইবে, এবং সহজে উচ্চারণ করা যাইবে না। এই হেতু তাদৃশ

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৮শ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শব্দের পরিভাষা গঠিত হয় নাই, অক্ষরান্তরিত করিয়াই রাখা হইয়াছে। যেমন, ডাইক (Dyke), কম্পাস (Compass), ডায়াল (Dial), গীয়ার (Gear), লিঙ্ক (Link) ইত্যাদি।

মাতৃভাষার উপর অন্য ভাষার প্রভাব বঙ্গের বাহিরে বিশেষ লক্ষিত হয়। জব্বলপুরে বাঙ্গালী বালকদিগকে আপনাদের মধ্যে হিন্দিতে কথা কহিতে দেখিয়া তাহাদের অভিভাবকগণকে অনুযোগ করাতে, তাঁহারা বলেন, ছেলেরা ইস্কুলে হিন্দি পড়ে, পাড়ার ছেলেদের সহিত সর্ব্বদাই ঐ ভাষায় কথা বলে; সেই হেতু বাঙ্গালা অপেক্ষা হিন্দিতে উহারা অধিক অভ্যস্ত। কাজেই আপনাদের মধ্যেও হিন্দি ব্যবহার করে। বাঙ্গালার ভিতরে দেশীয় ভাষার উপর ইংরাজীর প্রভাব কম নহে। ইংরাজ আমাদের রাজা। সুতরাং বাল্যকাল হইতেই আমরা ইংরাজী শিক্ষা করি, এবং ক্রমে উহা এরূপ অভ্যাস হইয়া যায় যে, বন্ধু-বান্ধবের সহিত কথোপকথন করিবার সময় অনেক ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি; ইচ্ছা করিয়া নহে, অভ্যাসের দোষে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারাও ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতে ভাল বাসেন। সেই কারণে অনেক ইংরাজী শব্দ অলক্ষিতে ধীরে ধীরে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিতেছে। কাহারও সাধ্য নাই—বাধা দেয়। তাদৃশ শব্দসমূহ অক্ষরান্তরিতভাবে গৃহীত হইয়াছে। যেমন, ম্যানেজার (Manager), লীস্ (Lease), অফিস (Office) ইত্যাদি। এই শব্দগুলির পুস্তকে প্রচলিত পরিভাষা গ্রহণ করিলে পুস্তকেই থাকিবে; লোকে আর ব্যবহার করিবে বলিয়া বোধ হয় না। এক সময়ে এইরূপে অনেক আর্বী ও পার্সী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল; তন্মধ্যে কতকগুলি অদ্যাপি বুঝিয়া গিয়াছে। যেমন, আমীন খত, জরিপ ইত্যাদি। কোন জরিপের পুস্তকে Survey শব্দের পরিভাষা "সারবে" লিখিত হইয়াছে। আর একখানিতে Well conditioned triangle, Penciling, Inking ইত্যাদি কথাগুলির পরিবর্ত্তে "ওয়েল কণ্ডিসণ্ড ট্রায়াঙ্গল", "পেন্‌সিলিং", "ইঙ্কিং" ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া পরিভাষা প্রণয়ন পণ্ডশ্রম মনে হয়।

৩। নূতন শব্দ-প্রণয়নের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া কতকগুলি প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ গৃহীত হইয়াছে। কোন কোন ইংরাজী শব্দের পুস্তকে প্রচলিত পরিভাষা ব্যবহার করা হয় নাই। যথা, আমীন্। প্রায় প্রত্যেক অভিধানে Surveyor শব্দের বাঙ্গালা আমীন্ লিখিত আছে। Surveyor ও আমীন্ ভিন্নশ্রেণীর ব্যক্তি। কোন Surveyor নিজকে আমীন্ বলিয়া পরিচয় দিতে রাজি হইবেন না। অতএব Surveyor শব্দের অর্থে আমীনের পরিবর্ত্তে জরিপকারী ব্যবহৃত হইল। হিন্দিকোষে Horizontal plane এর পরিভাষা 'ক্ষিতিজ ধরাতল' দেওয়া আছে। শব্দটী বড়। কেহ সমতল, কেহ ধরাতল, এবং কেহ ক্ষিতিজতল করিয়াছেন। প্রত্যেক জ্যামিতির পুস্তকে plane অর্থে সমতল শব্দটী দৃষ্ট হয়। plane বলিলেই সমতল বুঝায়। অতএব Horizontal planeকেও সমতল

বলিলে গোলযোগ ঘটিবে। ভূপৃষ্ঠকে ধরাতল বলা হয়। সুতরাং Horizontal plane-এর পরিভাষা ক্ষিতিজতল করাই শ্রেয়ঃ।

৪। অবশিষ্ট শব্দের পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে। গঠিত শব্দগুলি যাহাতে ক্ষুদ্র হয়, এবং সহজে উচ্চারণ করা যায়, অপিচ দ্রব্যের অর্থ প্রকাশ করে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দ সংস্কৃত-মূলক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সংস্কৃত ভাষাতে খনিবিদ্যার কোন গ্রন্থ আছে কি না, জ্ঞাত নহি; এবং আমি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তন্নিমিত্ত শব্দগুলি সংস্কৃত-মূলক করিতে চেষ্টা করি নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত তুলসীদাস কর এই অধ্যাপকত্রয় অনুগ্রহপূর্ব্বক কতকগুলি শব্দ সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। অবশিষ্ট শব্দগুলি স্বরচিত। সেগুলির প্রত্যেকটি ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে পরিভাষা-প্রণেতৃগণ ও খনিবিদ্‌গণ ভুল সংশোধন করিয়া দিলে ভবিষ্যতে সাবধান হইব। কারণ, খনিবিদ্যারও একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইবে। তখন পরিভাষার তালিকা সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা রহিল।

যন্ত্রপূর্ত্তবিদ্যার (Mechanical Engineering) পরিভাষা-প্রণয়ণ আরও কঠিন। কারণ, এতকাল এদেশে কেবল মিস্ত্রিশ্রেণীর লোকেরাই কলকব্জা (Machinery) লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। ভদ্রসন্তানগণ কেরাণী, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক এবং বড় জোর সাধারণ পূর্ত্তবিদ্ (Civil Engineer) হইবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। হাওয়া একটু ফিরিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ভদ্রসন্তানেরা শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে আর ততটা লজ্জিত হন না। শিবপুর কলেজে যন্ত্র ও খনিবিদ্যার দুইটী বিভাগে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করে। এখন ঝরিয়া ও রাণিগঞ্জের প্রায় প্রত্যেক কয়লাখনিতে শিবপুরের ছাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

মিস্ত্রিগণ কলকব্জার ইংরাজী নামের মধ্যে যেগুলির উচ্চারণগত অসুবিধা নাই, সেইগুলির ইংরাজী নামই বলে। যেমন, ভাইস (Vice), পুলি (Pulley), রেঞ্চ (Wrench) ইত্যাদি; কোন কোন শব্দকে সহজে উচ্চারণ করিবার জন্য সামান্য পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছে। যেমন, কুস্‌বিল (Crucible), বোল্টু (Bolt), ব্যাল (Value), ডিরিল (Drill), হাম্বর (Sledge Hammer), বাইলট (Boiler), রিপিট (Rivet), ইস্‌কুরুপ (Screw), দরবার (Draw bar), ইত্যাদি; আবার কতকগুলি অত্যন্ত বিকৃত করিয়া বলে। যেমন, হরি নারাণ বোল্টু (Holding down bolt), বেড়ী কম্পাস (Outside callipers), লুইল (Lathe) ইত্যাদি। এখন কি উপায়ে পরিভাষা সঙ্কলিত হইবে, তাহাই বিচার্য্য। কোনও ম্যানেজার সমস্ত ইংরাজী শব্দ অক্ষরান্তরিত করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন; অন্য একজনের মত,—মিস্ত্রিরা যাহা ব্যবহার করে, তাহাই লওয়া। সমস্ত নূতন শব্দ প্রণয়ন করিলে, তাহা পুস্তকেই থাকিবে, লোকে ব্যবহার করিবে না। বোধ হয়, খনিবিদ্যার ন্যায় যন্ত্রপূর্ত্তবিদ্যার পরিভাষা চতুর্ব্বিধ উপায়ে সঙ্কলন করিতে হইবে—(১) মিস্ত্রিদের

সহজোচ্চার্য্য শব্দগুলি গ্রহণ করা, (২) উহারা যেগুলি অত্যন্ত বিকৃত করিয়া বলে, সেগুলি সংশোধন করা, (৩) সুখোচ্চার্য্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরাজী শব্দসমূহ অক্ষরান্তরিত করিয়া রাখা, (৪) বাকীর পরিভাষা গঠন করা। কিন্তু ইস্‌কুরূপ, বোল্টু, ডিরিল, বাইলট, রিপিট, লেখা উচিত, না ইংরাজী কথা স্ক্রু, বোল্ট, ড্রিল, বয়লার, রিভেট লওয়া উচিত? এ বিষয়ে পরিভাষা প্রণেতাদের এবং যন্ত্রপূর্ত্তবিদ্‌গণের মত জানিতে পারিলে, ঐ বিষ্যার পরিভাষা প্রণীত হইবে। নিম্নে যন্ত্রপূর্ত্তবিষ্যারও কয়েকটি পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে।

কয়লাভূমিতে স্থানীয় লোকে যে পরিভাষা ব্যবহার করে, তাহার পার্শ্বে * চিহ্ন এবং স্বরচিত শব্দের পার্শ্বে † চিহ্ন দেওয়া হইল।

Acetylene lamp—* গ্যাসবাতি।
Adjustment of instrument—† যন্ত্রের ব্যবস্থাপন।
Adjustment, permanent—† স্থায়ী ব্যবস্থাপন।
Air shaft—† বায়ুচালক।
Angle of depresion—অবনতাংশ।
" " elevation—উন্নতাংশ।
Arrows or dart—* সুয়া বা সুজা।
Asbestos packing—* গরম প্যাকিং।
Auxiliary tripod—'অতিরিক্ত তেপায়া'।
Back reading—† পশ্চাৎপাঠ।
Back sight—† পশ্চাদ্দর্শন।
Balance—সমতুল করা।
Base line—ভূমিরেখা।
Base line, original—আদি ভূমিরেখা।
Bearing—বিয়ারিং।
Bearing, circular—চাপীয় বিয়ারিং।
Bearing of an instrument—নিধানস্থান।
Bench mark—† বেঞ্চি-চিহ্ন।
Blasting—* আওয়াজ করা।
Blow out—* ফুঁকে দেওয়া।
Boiler, horizontal—* পষ্ট-বয়লার।
Bord—† স্বচ্ছন্দগামী সুঁদ।
Bard and pillar working—† সুঁদ ও কাঁথির কার্য্য।
Bottom canch—নিম্নান্তর।
Bubble tube—বুদ্বুদযুক্ত নল।
Button hole, making—* ডুঙ্গি মারা।
Cage—* ডুলি।
Capping, rope—* লুস।
Chain line—শিকলরেখা।
Chain survey—শিকলজরিপ।
Check line—পরীক্ষারেখা।
Circular measure—চাপীয় মান।
Clamping screw—আবদ্ধকারী স্ক্রু।
Clinometer—প্রবণতা-মাপক যন্ত্র।
Coal—কয়লা।
Coal, dust—* ধূলা।
Coal, rubble—* রবল।
Coal, slack—* ময়লা।
Coal, smithy—* মতিচুর।
Coal, face—কয়লার মুখ।
Coal field—† কয়লাভূমি।
Coal tub—* টব-গাড়ী।
Common distance—সাধারণ-ব্যবধান।
Contour map—সমোচ্চরেখমানচিত্র।
Coolie huts—* ধাওড়া।

Co-ordinates—ভুজযুগ্ম।
Cross headings—† আনুপ্রস্থিক অগ্রগামী রাস্তা।
Cross staff—† ক্রুশ-ঝাণ্ডি।
Cross wire—† ক্রুশ-কেশ।
Culmination—যাম্যোত্তর অতিক্রম বা মধ্যালগ্ন।
Culminating point—যাম্যোত্তর অতিক্রম বিন্দু বা মধ্যালগ্নবিন্দু।
Culminating point, lower—অধঃস্থ মধ্যালগ্নবিন্দু।
Culminating point, upper—উচ্চস্থ মধ্যালগ্নবিন্দু।
Curve—বক্ররেখা।
Curve, composite—মিশ্র বক্ররেখা।
Curve, setting out—বক্ররেখা পাত করণ।
Cutting—* কাটান।
Datum line—ডেটম্ রেখা।
Declination—চৌম্বক বলন।
Departure—প্রস্থান।
Depôt—* ডিপো।
Derrick—* গাছ।
Detonator—* টুপি।
Diaphragm—ঝিল্লি।
Dip—নতি।
Dip, angle of—নতির কোণ।
Dotted line—বিন্দুচিহ্নিত রেখা।
Double ranging method—দ্বিশ্রেণীবদ্ধ উপায়।
Down hill—* উৎরাই।
Draw bar—*দরবার।
Dressing—* ছাঁটা।
Drift or drivage—† বন্ধ।
Drift, dip—নতবন্ধ।
Drift, rise—চড়াই বন্ধ।
Dump—কয়লাস্তূপ, * কয়লার গাদা।
Dyke—ডাইক।
Dynamite—* ডায়নামাটী।
Earth excavator—* বেলদার।
Edge, to place on—* ডাঁশে বাধা।
Elongation point, eastern—প্রাগন্তর বিন্দু।
Elongation point western—পরান্তর বিন্দু।
Embankment—বাঁধ।
Exploder—* ইঞ্জিন।
Eye piece—উপনেত্র খণ্ড।
Eye piece, reflecting—প্রতিফলক উপনেত্র খণ্ড।
Fall—পতন।
Fault—† স্থানচ্যুতি
Fault, downthrow—† অধঃক্ষিপ্ত স্থানচ্যুতি।
Fault, upthrow—† উৎক্ষিপ্ত স্থানচ্যুতি।
Fault, throw of—† স্থানচ্যুতির ক্ষেপ।
Fault, hade of—† স্থানচ্যুতির হেলন।
Field-book—ক্ষেত্র-পুস্তক।
Filling in details—ভিতরের বিস্তারিত নক্সা।
Fine adjusting screw—সূক্ষ্মগতিদায়ক স্ক্রু।
Fixed needle compass—বদ্ধশলাকা কম্পাস।
Fixed needle survey—বদ্ধশলাকা জরিপ।
Flagman—ঝাণ্ডিকুলি।
Floor—* তলি।

Flying check survey—সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা-জরিপ।
Follower—অনুগামী কুলি।
Foot-screw—পাদ-স্ক্রু।
Fore place—পুরোস্থান।
Fore reading—পুরোপাঠ।
Fore sight—পুরোদর্শন।
Frame—ফ্রেম।
Friction roller—* ঘড়ঘড়ি।
Front elevation—† সম্মুখ-চিত্র।
Frontis piece—পুরশ্চিত্র।
Fulcrum আলম্ব।
Fuse—* পলিতা
Gallery—* সুঁদ।
Gallery, dip—† নত সুঁদ।
Gallery, level—* পূর্ব্বাসুঁদ বা জলসম সুঁদ।
Gallery, main—* মূল সুঁদ।
Gallery, transverse—আনুপ্রস্থিক সুঁদ।
Gear—গীয়ার।
Gnomon—শঙ্কু
Goaf—* চাঁদনি।
Graduated circle of an instrument—† বিভক্ত বৃত্ত।
Gradient—প্রবণতা।
Great circle—মহদ্বৃত্ত।
Guide rope—* গাইরসা।
Hammer—* মার্তুল।
Haulage engine—হলেজ এন্‌জিন।
Haulage road—হলেজ রাস্তা।
Head gear—* পাল্লা।
Height of place—স্থানের উচ্চতা।
Hoffman joint—হ্যপম্যানের জয়েন।
Holing—† ভেদকরণ।
Horizontal circle of an instrument—চক্রবালীয় বৃত্ত।
Horizontal equivalent—ক্ষিতিজতলে তুল্যমান।
Horizontal hair—ক্ষিতিজ কেশ।
Horizontal line—ক্ষিতিজতলগত রেখা।
Horizontal measurements—ক্ষিতিজতলে মাপ।
Horizontal plane—ক্ষিতিজতল।
Horizontal projection or plan—নক্সা, পাতিত চিত্র।
Horizontal scale—ক্ষিতিজমান।
Incline—* সিঁড়িথাদ।
Inclined plane—প্রবণতল।
Infinity—অনন্ত।
Injector—* রঞ্জক।
Intermediate sight—মধ্যদর্শন।
Intermediate reading—মধ্যপাঠ।
Iron bar—পাটিলোহ।
Jig—* জিগ।
Jim crow—* জনকুরূপ।
Latitude—নিরক্ষান্তর।
Lead—* ঢোলাই।
Leader—অগ্রগামী কুলি।
Lead plug—* সীসা।
Lease—* লীস্, পাট্টা।
Left handed instrument—বামাবর্ত্ত যন্ত্র।
Level ground—চৌরস ভূমি।
Level plane—জলসমতল।
Levelling—জলসমীকরণ।
Levelling check—পরীক্ষা জলসমীকরণ।

Levelling, fly—† সংক্ষিপ্ত জলসমীকরণ।
Levelling staff—*জলসমীকরণ গজ।
Level section—জলসমীকরণ ছেদ।
Lever—† উত্তোলক দণ্ড।
Line of collimation—একাক্ষরেখা।
Line of sight—দৃষ্টিরেখা।
Link—লিঙ্ক।
Local time—স্থানীয় সময়।
Long wall method—দীর্ঘ প্রাচীর নামক উপায়।
Loose needle survey—মুক্তশলাকা জরিপ।
Lugs—† আশ্রয়স্থান।
Magnetic dip—চৌম্বকাবনতি।
Manager—* ম্যানেজার।
Mathematical table—অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় তালিকা পুস্তক।
Mean sea level—সমুদ্রের মধ্যম জলপৃষ্ঠ।
Measuring wheel—মাপচক্র।
Meridian, magnetic—চৌম্বক মধ্যরেখা।
Meridian, true—প্রকৃত মধ্যরেখা।
Meridian, geographical—ভৌগোলিক মধ্যরেখা।
Mica peridotite—অভ্র-পারিদত্ত।
Micrometer gauge—স্বল্প দূরতা-মাপক যন্ত্র।
Mine surveying—খনিজরিপ।
Miner—* মালকাটা বা খনক।
Mineral substance—খনিজ পদার্থ।
Miner's compass—খনির কম্পাস।
Miner's dial—খনির ডায়াল।
Mother gate—† মূল প্রবেশ-পথ।
Nautical almanac—নাবিকপঞ্জিকা।
North seeking end—উত্তরাশ্বেষী প্রান্ত।
Notes—স্মারক-লিপি।
Offset—† শাখাদূরত্ব।
Offset, oblique—† অসমকোণে শাখাদূরত্ব।
Origin—উৎপত্তিবিন্দু।
Outcrop—স্তরোদ্গম।
Packings—বোঝাই।
Pack wall—উপপ্রাচীর।
Panel—চৌখোপ।
Pantagraph—সর্ব্বলিখন যন্ত্র।
Parallax error—স্থিতিবৈলক্ষণ্য-জনিত ভ্রম।
Peg—* খুঁটা।
Pillar—* কাঁথি।
Pin point feet—সূচাগ্র পায়া।
Pivot—বিবর্ত্তন কীলক।
Plane table—সমতল টেবিল।
Planemeter—† বর্গমান যন্ত্র।
Plotting—জরিপ নক্সা।
Plug—গুঁজি।
Plumb line—ওলন-রসি।
Plumb, in—অবলম্বসূত্রে।
Pressure gauge—* ঘড়ি।
Prismoid—কলকাভাস।
Projection—লম্বচ্ছায়া বা প্রক্ষেপ।
Prop—* খুঁটা।
Prop, lid of a—* খুঁড়ে পাটা।
Prop, head peice or collar of a—*বাত্তি
Prospecting heading—† অনুসন্ধানকারী মূল সুঁদ।
Prospector—অনুসন্ধানকারী।
Protractor—অঙ্কন যন্ত্র।
Protractor, angular—কোণ-অঙ্কন যন্ত্র।
Pratractor, circular—বৃত্তাকার কোণ-অঙ্কন যন্ত্র।
Pulley—* কপি।

Quadrant—বৃত্তপাদ।
Quarry—*পুকুরে খাদ।
Radial arms—অংশুল বাহু।
Ranging—শ্রেণীবদ্ধ করা।
Reciprocal—ব্যুৎক্রম।
Reduced level—† গণিত উচ্চতা।
Refraction—বক্রীভবন।
Right handed instiumet—দক্ষিণাবর্ত্ত যন্ত্র।
Rise—উত্থান।
Rod—* সিক।
Roof—* চাল।
Roof giving wieght—* চাল ওজন দিতেছে।
Rough sketch—মোটামুটি নক্সা।
Safety lamp—* আঁধাবাতি বা † নিরাপদ বাতি।
Sector of a circle—সেক্টর।
Scale—মানদণ্ড বা মানযষ্টি।
Scale, diagonal—কর্ণমানদণ্ড।
Scale, linear—রেখামানদণ্ড।
Sectional elevation—ছেদচিত্র।
Self-acting incline—স্বয়ং চালিত রাস্তা
Shaded portion—মলিন অংশ।
Shaft—* চানক।
Sheet iron—* লোহের চাদর।
Shock in pump—* বাড়ি।
Shovel—* বিলাতি।
Side elevation—পার্শ্ব-চিত্র।
Sights—† দৃষ্টিপথ।
Sight vane—† দৃষ্টিফলক।
Signal—* ঘন্টি।
Span yarn—* ইস্পাইন।
Spirit level—থামাল যন্ত্র।
Splicing, rope—রসা পালিস করা।
Square—সমচতুরস্র।
Squared paper—বর্গক্ষেত্রযুক্ত কাগজ।
Stadia wire—ষ্টাডিয়া-তার।
Staff—* ঝাণ্ডি।
Standard time—† সর্ব্বগৃহীত সময়।
Station—ষ্টেসন্।
Stentons—† যোজক রাস্তা।
Strike line—মিলন রেখা।
Surface marks—উপরিস্থ চিহ্ন।
Surveyor—জরিপকারী।
Survey, undergrourd—নিম্নস্থ জরিপ।
Survey, surface—উপরিস্থ জরিপ।
Survey connection—† জরিপের সম্বন্ধ-স্থাপন।
Swally—† স্ফীতি
Swamp—* চোবা।
Swivel joint—সুইভেল জয়েন।
Table—তালিকা।
Tally—পদক।
Tangent screw—স্পর্শিনী স্ক্রু।
Telescopic sight—দূরবীক্ষণ দৃষ্টিফলক।
Theodolite—থিয়োডোলাইট।
Tie line—বন্ধনরেখা।
Top canch—উপরাস্তর।
Tracing cloth or paper—মোম-কাপড় বা কাগজ।
Tracing point—তীক্ষ্ণাগ্র অনুসরণ-শলাকা।
Transit instrument—যাম্যোত্তরযন্ত্র।
Under cutting—* জোল দেওয়া।

Up hill—* চড়াই।

Vanishing line—ক্রমলুপ্তরেখা।

Variation, magnetic—বলনবিকার।

Variation, diurnal—দৈনিক বলনবিকার।

Variation, secular—যুগব্যাপি বলনবিকার।

Vernier—ভার্ণিয়ার।

Vernier index—ভার্ণিয়ার-সূচী।

Vernier, principal scale of—ভার্ণিয়ারের মূলমান।

Vernier, subsidiary scale—ভার্ণিয়ারের সহকারিমান।

Vertical angle—ঊর্দ্ধাধঃ কোণ।

Vertical plane—ঊর্দ্ধাধঃ তল।

Vertical scale—ঊর্দ্ধাধঃ মান।

Visible coal—দৃশ্যমান কয়লা।

Wall—† কষ্টগামী সুঁদ

Wash out—ধৌত।

Water gauge—* গেলাস।

Wedge—* কুণী।

Wharf wall—ডিপোর দেওয়াল।

Wimble—* বোমা।

Winding engine—† উত্তোলক এনজিন।

Workings—† নিঃশোষিত স্থান।

Working a mine—† খনি নিঃশেষ করা।

Working face—* আওতান বা † কার্য্যমুখ।

Zero line—শূন্যরেখা।

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

"খনিবিদ্যার পরিভাষা" সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল্ মহাশয় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল মহাশয়-লিখিত "খনিবিদ্যার পরিভাষা" প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে,—আজকাল বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় যে, অনেক বিষয়ে কিছুই উন্নতি হয় নাই। সরকারী কাজের জন্য অনেক ইংরাজি শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ-সংগ্রহ-কার্য্যে তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি হইয়াছে। Non Ferrus Metals Actএর অনুবাদকালে শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহায়তা সত্ত্বেও অনেক পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা করা যায় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে এ সকল বিষয়ে খুব উপকার হইবে। এই প্রবন্ধে পরিভাষা-সঙ্কলনে খনির কার্য্যে ব্যাপৃত লোকদের মধ্যে প্রচলিত শব্দ-সংগ্রহরূপ যে রীতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা সমীচীন বোধ হয়। কারণ, ভাষায় প্রচলিত না হইলে পরিভাষা-সঙ্কলন বৃথা হয়। Co-operative Credit Societies' Actএর সরকারী অনুবাদে 'কো-অপারেটিভ' এর প্রতিশব্দ-স্বরূপ 'সমূহকারী' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু এই শব্দ প্রচলিত হয় নাই, 'সমবায়-সমিতি' ব্যবহৃত হইলেও আপত্তি-শূন্য নহে; এ সকল স্থানে ইংরাজী শব্দ রাখিয়া দেওয়াই ভাল বোধ হয়।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয় বলিলেন, "যে সকল পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু বাদ দিয়া যে সকল শব্দের মূল সংস্কৃত, সেই সকল শব্দই রাখা উচিত।"

অধিবেশনের সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, এফ সি এস্ মহাশয় বলিলেন যে,—ভাষার উন্নতি করিতে হইলে পরিভাষার বিশেষ প্রয়োজন। আজকাল বাঙ্গালা ভাষার মধ্য দিয়া উচ্চশিক্ষাদানের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। এই প্রণালী মতে বিজ্ঞান-বিষয়ের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে অনেক পুস্তক প্রণয়ণের আবশ্যক হইবে, সুতরাং সেই সকল বিষয়ের পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন হইবে। ইংরাজির অনেক শব্দের জন্য সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যায়। অনেকে অনেক পারিভাষিক শব্দ গঠন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যেগুলি দ্বারা ভাষা ও ভাবের মর্য্যাদা রক্ষা হয়, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক সেইগুলি গ্রহণ করা উচিত। একবার ঐ শব্দগুলি গৃহীত হইলে, তাহাদের বিস্তৃত প্রচারের প্রতিবন্ধকতা হইবে না। যে সকল ইংরাজি ও বিদেশী শব্দের সংস্কৃত পরিভাষা পাওয়া যাইবে না, সেগুলি যেমন আছে, তেমনি ব্যবহার করা সঙ্গত মনে হয়। যেমন, অম্লযানের পরিবর্ত্তে অক্সিজেনের ব্যবহারই প্রশস্ত। সাহিত্য-পরিষৎ এই পরিভাষা-সঙ্কলন-কার্য্যে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, আর কোন সভা-সমিতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে Text Book Societyর দ্বারা ঐ কাজ কিছু সম্পন্ন হইয়াছিল এবং ২১৪ খানি তালিকা ঐ Committee হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে পরিষৎ হইতে যে সকল বিষয়ে পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা ও লেখকগণের নাম পাঠ করিয়া সভাপতি মহাশয় পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার নেতৃত্বে যে পরিভাষা সঙ্কলনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিলেন।

আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ

ভাষা-পাটীগণিত (২)

২য় অধ্যায়—৭ম পত্র হইতে আরব্ধ হইয়াছে। ৯ম পত্রে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সহ ১ম পত্রের আরম্ভ অংশের পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বকুলের গ্রন্থ হইতে অনেক অঙ্ক জ্যোতিষ-চূড়ামণিতে গৃহীত হইয়াছে, যথা,—

একে কিনে তিন মিন
তিনে কিনে পাচ হরিণ

ইত্যাদি—পত্র সং ৩৫

নিম্নে কিতাবত-মঞ্জরি হইতে কয়েকটী অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

সপ্ত শূন্য পাখী পাখা বাণ চন্দ্র দিয়া লেখা
ঘোড়ার পিছিত দিয়া রাম আট কোটার এহি নাম

পাতনি ৭০২২৫১ দিয়াখা। ঘোড়া পিছত ৭৩ দিআ রাম।

অঙ্ক, ১৫২২০৭ কে ৭৩ দিয়া গুণ কর। ইহার উত্তর ১১১১১১১১ ; এই সংখ্যাকে আট কোটা বলে।

চারি চারি চয়াল্লিস সাথে। সআ চৌতিস দিআ তাকে॥
কি খড়ি খড়ি পড় নাথ পন্দ্রয় বাইস শূন্য সাত

পত্র সং ৫০

অঙ্ক :—৪৪৪৪ × ৩৪।০ = ১৫২২০৭

যুগবাণ রস রস কর সসি খণ্ডা কর যুগ বাণ পোন রস খণ্ডা
দুই কোড়া দুই কণ্ঠে জান। ব্রহ্ম অষ্টের এই প্রমাণ।
পন্দর বাইছা গগণ মুনি জান। তিনি দিবা কর প্রমাণ।
তিনি দিয়া পাই জত। ব্রহ্ম অষ্টের জন্ম তত॥

ব্রহ্ম অষ্ট শব্দের অর্থ ১১১১১১১১ সংখ্যা।

প্রথম চারি লাইনে অঙ্ক :—

৪৫৬৬২১ × ২৪।/৩।— = ১১১১১১১১

দ্বিতীয় চারি লাইনে অঙ্ক :—

১৫২২০৭ × ৩ = ৪৫৬৬২১

এখানে জন্ম শব্দের অর্থ গুণ্য রাশি।

হুব সর নব সর ভুব নব রস।
চারি কাওন চারি পোন ভাগ গণ্ডাদশ॥

পত্র সং ৫০

অঙ্ক, ২৫৯৫২৯৬×৪·১০=১১১১১১১১

যোল বাইসা গগণ রসে জান। যোল দিয়া কর প্রমান॥
যোল দিয়া পাই জত। দহঙ্ক সইর জন্ম তত॥

পত্র সং ৫০

অঙ্ক, ১৬২২০৬×১৬=২৫৯৫২৯৬

এক জুথ গাবি তৃপগ গামিনি সপ্ত সমুদ্রে পিঐ পানি
সট ছায়া তলে বিছন্তধিরা দ্বাদশ গোপিনি দোহন্তথিরা॥

অর্থ :—

এক যূথ গাভী সমান ভাগে বিভক্ত হইয়া, ৩ পথে যাইতে পারে, সাত সমুদ্রে জলপান করিতে পারে, ৬ ছায়াতলে বিশ্রাম করিতে পারে, এবং ১২টি গোপীকর্ত্তৃক দোহিত হইতে পারে। গাভী-সংখ্যা কত? ইহা লঘিষ্ঠ-সাধারণ-গুণনীয়কের অঙ্ক। উত্তর ৮৪।

গুণপ্রতি বাড়ে পুরাণা।
সম বিসমে বুঝিয়া পুরি।
চন্দ্রহানি সেসত ভাগ *।
লব্ধ জত পাই পুরিবা অর্দ্ধে।
পুরানা সংক্ষা পুরিঅ লব্ধে॥
ব্যক্ত। ৩।৯।২৭।৮১।

এই ক্রমে শুদি বাড়ে চাড়ি দিবসর ৮১। এই অঙ্কে অঙ্কে পুরি আট দিনর হয়। পাছে চারি দিনরো ভাগে ভাগে পুরিলে। সেস দিবসর ভাগ করাই। জি সংক্ষার অঙ্ক পুরনিয়। অরে এক এড়ি হরিবো। ঐ ক্রমে ২ হরিবো। পাছে মুল অঙ্কে লব্ধকে পুরিবো সংক্ষা দিবসর তেবিত অঙ্ক সেইখানি হয়।

অঙ্কের ভাবার্থ এই :—যদি কাহারও বেতন প্রথম দিনে ৩৲ টাকা, দ্বিতীয় দিনে ৯৲ বা $৩^{২}$, তৃতীয় দিনে ২৭৲ বা $৩^{৩}$ চতুর্থ দিনে ৮১ বা $৩^{৪}$ এই হিসাবে বাড়িয়া যায়, তবে কোন বিশেষ দিনে ঐ ব্যক্তি কত বেতন পাইবে এবং প্রথম হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিন-সমূহে ঐ ব্যক্তির মোট বেতন কত টাকা হইবে?

ইহা বীজগণিতের Geometrical Progression এর একটি অঙ্ক। গ্রন্থকার ইহার উপপত্তি (Solution) দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, ৪র্থ দিনের বেতনকে ৪র্থ দিনের বেতন দিয়া পূরণ করিলে ৮ম দিনের বেতন পাওয়া যায়, ইহা ঠিক। কারণ, ৪র্থ দিনের বেতন $৩^{৪}$ ও ৮ম দিনের বেতন $৩^{৮}$; $৩^{৪}\times৩^{৪}=৩^{৮}$;

সাধারণ নিয়ম অনুসারে ক দিনের মোট বেতন—

$$৩+৩^২+৩^৩+\cdots ৩^ক=\frac{৩(৩^ক-১)}{৩-১}=\frac{৩(৩^ক-১)}{২}$$

গ্রন্থকারও তাহাই বলিতেছেন ; শেষ দিনের টাকা অর্থাৎ $৩^ক$ হইতে চন্দ্র অর্থাৎ এক বিয়োগ করিয়া বিয়োগ-ফলকে $\frac{১}{২}$ দ্বারা পূরণ করিয়া, ঐ পূরণ-ফলকে মূল বা প্রথম দিনের বেতন-সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে ক দিনের মোট বেতন পাওয়া যাইবে।

ভাগে ভাগে বিভাগ জান।
উন চন্দ্র ভাগে কর প্রমাণ ॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধ করি সেস ভাগে কর।
বৃদ্ধর ভাগেক বেলি ঐ * * ॥
দুগুণ প্রমাণ অঙ্কর থিতি।
কহে দুর্গাদাস বুঝিবে গতি ॥

ব্যক্ত ২।৪।৮।১৬।৩২।৬৪

এই ক্রমে জদি বাঢ়ে সমে বিসমে মধ্য ভাগে ভাগে পুরিলে সেস ভাগ পাই। চারি পাচ পুরি ৯ ভাগ পাই। পাচে ৫ পাচ ৫ পুরি দস ১০ ভাগ পাই। (সমষ্টি) :—তাকে দুই পুরিব দুই গুচানি জি থাকে জুড়ি চালিও সেথানি পাই।

অঙ্ক, ২ $২^২$ $২^৩$ $২^৪$ $২^৫\cdots২^ক$ ইত্যাদি। প্রদত্ত উপপত্তি অনুসারে ইহাদের যোগফল—

$২^ক\times২-২$

সাধারণ নিয়ম অনুসারে যোগফল $\frac{২(২^ক-১)}{২-১}=২\times২^ক-২$

গ্রন্থে মিশ্র ও অমিশ্র যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক, বহুরাশিক শ্রেঢ়ী-ব্যবহার, ক্ষেত্র-ব্যবহার-বিষয়ক নিয়ম ও অঙ্ক অনেক রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় ভাষা বড়ই অস্পষ্ট।

গ্রন্থের ৩৪ সংখ্যক পত্রে একটি দৈর্ঘ্য-পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে কিছু নূতনত্ব আছে—

চতুর্হস্তে ধনুজ্ঞানং।
তৈ পঞ্চবিংসতি তালকং ॥
বিংসতি তালো ভাবত দণ্ডং।
কোষো দণ্ড দ্বয়শ্রুতঃ ॥

অর্থাৎ, ৪ হাতে ১ ধনু,
২৫ ধনুতে ১ তাল,
২০ তালে ১ দণ্ড,
২ দণ্ডে ১ ক্রোশ।